উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮১,১০৬.৬৫ (+১০৭.২৫)

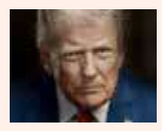
নিফটি : ২৫,০৪৪.৬৫ (+৫৮.২৫)



রেকর্ড ভেঙে বিষের চাদরে নয়াদিল্লি ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন

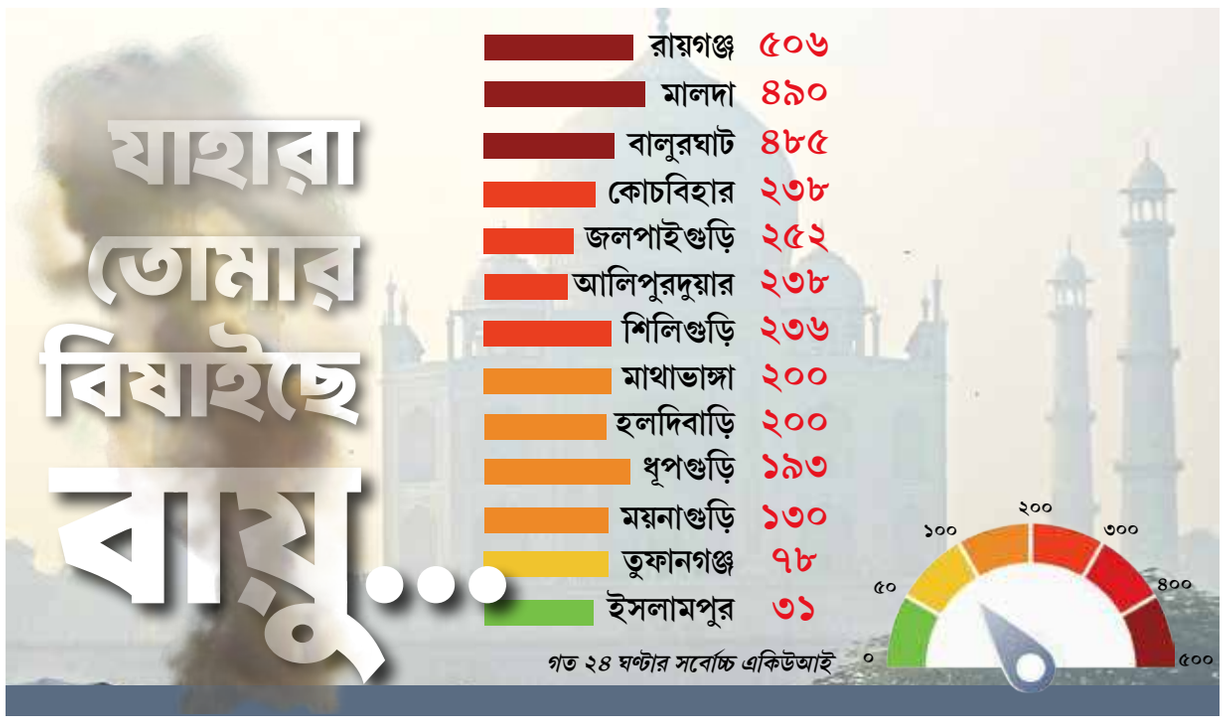


অভিবাসন নীতি ভুল ছিল, কবুল ট্রাম্পের ৭



নতুন পাসপোর্টের আবেদন হাসিনার, নারাজ ঢাকা ৭

শিলিগুড়ি ২৩ কার্তিক ১৪৩৩ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 10 November 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 171





উত্তরে পদ্ম-রাজত্বে প্রথম এনকাউন্টার

ধর্ষণে খুনের বন্দুকের নলে ‘ন্যায়’





এনকাউন্টারের জায়গা চিহ্নিত করে ঘিরে দিচ্ছে পুলিশ। সোমবার। ছবি : দিবাকর সাহা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ নভেম্বর : বারুইপুর, গাইঘাটা ও সামশেরগঞ্জের পর এবার রায়গঞ্জ। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে চতুর্থ এনকাউন্টারের ঘটনা ঘটল কালীপুজোর ঠিক পরের সকালে। উত্তরবঙ্গে প্রথম।

এদিন সকালে দিলীপ রায় নামে এক ব্যক্তিকে এনকাউন্টার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। দিলীপের বিরুদ্ধে এলাকারই এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ রয়েছে। গত ৫ নভেম্বর রায়গঞ্জের আবদুলঘাটায় সেই নাবালিকার দেহ মিলেছিল। তদন্তে নেমে পুলিশ দিলীপকে সন্দেহ করলেও এতদিন গ্রেপ্তার করে উঠতে পারেনি। সোমবার ভোরে ভারত-বিহার সীমান্তবর্তী পুকুরঘাট এলাকায় দিলীপকে বাগে পায় পুলিশ। পুলিশের দাবি, দিলীপকে ধরতে গেলে তিনি পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। আত্মরক্ষায় পুলিশ পালটা গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার এসপি সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ বলেন, ‘পুলিশ তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিল। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ না করে রায়গঞ্জ থানার আইসিকে লক্ষ্য করে পরপর গুলি করেন। তখন পালটা পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।’

এই ঘটনার পর পুলিশের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সাফ কথা, ‘পুলিশকে মারলে কি পুলিশ রসগোল্লা খাওয়াবে? পশ্চিমবঙ্গে বোনদের, কন্যাদের ধর্ষণ এবং খুন করলে, অত্যাচার করলে তার জন্য পুলিশকে আমরা খোলা ছুট দিয়ে রেখেছি। যা দরকার তাই করবেন। যা প্রয়োজন, পরিস্থিতি অনুযায়ী তাই করবেন।’

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন পুলিশকে দেখেই গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন দিলীপ। বেশ কয়েকটি গুলি পুলিশের গাড়ির টায়ারে লাগে। পালটা জবাব দেয় পুলিশও। দু’পক্ষের গুলির লড়াইয়ে গুরুতর জখম হন অভিযুক্ত। তাঁকে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিক তদন্তে নিহতের দেহে তিনটি গুলির চিহ্ন মিলেছে। ময়নাতদন্তের পর বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

গত মঙ্গলবার দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সেই নাবালিকা। আর বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়েছিলেন দিলীপ। সেই মেয়েকে বিরিয়ানি খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে সাইকেলের পেছনে চড়িয়ে প্রথমে দিলীপ নিয়ে যান রায়গঞ্জের গোয়ালপাড়ায় অবস্থিত মিউনিসিপ্যাল পার্কে। সেই পার্ক বন্ধ থাকায় তারপর নিয়ে যান রায়গঞ্জ ফরেস্ট সংলগ্ন মণিপাড়া এলাকায়। ঘনবসতি থাকায় সেখানেও বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেননি। কুলিক নদীর সেতু পেরিয়ে ঢুকে পড়েন আবদুলঘাটা ফরেস্টে। সেখানেই ধর্ষণ করার পাশাপাশি ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে খুন করেন সেই নাবালিকাকে। তারপর দিব্যি বাড়ি ফিরে যান। খাওয়াদাওয়া করেন। ওদিকে, ওই নাবালিকা বাড়ি না ফেরায় তার পরিজনরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। এলাকায় জানাজানি হওয়ার পর লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। দিলীপও মেয়েটির বাড়ির লোকজনের সঙ্গে খোঁজাখুঁজি করতে বেরিয়ে পড়েন। বুধবার সকালে মেয়েটির বাড়ির লোকজন কর্ণজোড়া ফাঁড়িতে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। তখনও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন দিলীপ।

এরপর দশের পাতায়

দিনমজুরের হাতে ৯ এমএম

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ নভেম্বর : পেশায় সাধারণ দিনমজুর। অথচ সেই দিলীপ রায়ের কোমরে গোঁজা থাকত অত্যাধুনিক ৯ এমএম পিস্তল! সেই পিস্তল দিয়েই পুলিশের ওপর হামলা চালিয়েছিলেন দিলীপ। পালটা পুলিশ গুলি চালাতেই ঘটে যায় এনকাউন্টারের ঘটনা। রায়গঞ্জের ১২ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের মূল অভিযুক্ত দিলীপের এনকাউন্টারে মৃত্যুর পর এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন- এক দিনমজুরের হাতে কীভাবে এল এমন মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র?



- দিনমজুরের কোমরে মিলল অত্যাধুনিক ৯ এমএম পিস্তল
- পুলিশের ওপর হামলা চালাতেই পালটা গুলিতে মৃত্যু হয় অভিযুক্তের
- বিহারের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে অস্ত্র জোগাড় করেছিলেন দিলীপ

বিহার লাগোয়া রায়গঞ্জ সহ বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি অস্ত্রের রমরমা কারবার চলার অভিযোগ তো বহুদিনের। এই সব এলাকায় ‘মুঙ্গের মেড’ আগ্নেয়াস্ত্রের আলাদা কদর ও চাহিদা রয়েছে। ৯ এমএম পিস্তল যে চাইলেই পাওয়া যাবে না, তা নয়। কিন্তু তার দাম যথেষ্ট- লাখখানেক। খালি পিস্তল নয়, এমন অত্যাধুনিক পিস্তলের একেকটি গুলিরও দাম চড়া। এমন দামি আগ্নেয়াস্ত্র কী করে হাতে পেলেন দিলীপ?

এই অস্ত্রের উৎস খুঁজতে গিয়ে এখন আন্তঃরাজ্য যোগসূত্র বা ‘বিহার কানেকশন’ খতিয়ে দেখছেন উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশের কর্তারা। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন,

এরপর দশের পাতায়

শব্দসন্ত্রাস আওয়াজে নির্ঘুম রাত

সাগর বাগচী ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : আলোয় সেজেছিল শহর। উৎসবের নির্মল আনন্দে মেতে উঠতে শিলিগুড়ি প্রস্তুত ছিল। কিন্তু রবিবার সন্ধ্যা গড়াতেই সেই আনন্দের আবহে ছেদ পড়ে। শুরু হয় শব্দবাজির দাপট। সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া বিকট আওয়াজ রাত পেরিয়ে ভোররাত পর্যন্ত চলে। একের পর এক শব্দবাজির গর্জনে কেঁপে ওঠে শহর। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে বারুদের ‘বিষ’। শব্দ ও বায়ু দূষণের সমস্যায় পড়েন বয়স্কদের পাশাপাশি শিশুরাও। অসাবধানতায় বাজি পোড়াতে গিয়ে আহতও হন অনেকে। তাঁদের মধ্যে প্রায় ২০ জনকে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের অবশ্য ছেড়ে দেওয়া হয়। সমস্যা শুধু রবিবারেই আটকে থাকেনি। শব্দদানবের তাণ্ডব এবারের মতো থেমেছে বলে কেউ কেউ মনে করেছিলেন। কিন্তু কোথায় কী! সোমবার বিকেল থেকেই ফের দৌরাত্ম্য দেখানো শুরু করে। এদিনও অনেকটা রাত পর্যন্ত তার দাপট অব্যাহত ছিল। পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে আরও একবার অভিযোগ জোরালো হয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিকের অবশ্য সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, ‘আমরা গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।’

সোমবার বিকেলে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের বুলেটিন অনুযায়ী, তার আগের ২৪ ঘণ্টায় শিলিগুড়ির গড় বায়ুর গুণমান সূচক (একিউআই) ছিল ১১৬। অন্যদিকে, একটি একিউআই ওয়েবসাইটে একই সময়সীমায় শিলিগুড়ির সর্বোচ্চ একিউআই দেখানো হয়েছে ২৩৮।

বায়ু দূষণের প্রভাব ইতিমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ দীপায়ন ঘোষ। শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে রোগীরা আসছেন বলে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এবারের দীপাবলি দেরিতে পড়েছে। ইতিমধ্যেই ঠান্ডা পড়ে গিয়েছে। সেই কারণে বায়ুতে ভাসমান বিভিন্ন কণা নীচে নেমে আসায়, আমাদের প্রশ্বাসের আওতার মধ্যে চলে আসছে। ফলে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা এবার বেড়ে গিয়েছে। প্রতিবছরই এমন রোগী পাই। শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে এদিন দুজন রোগী পেয়েছি। রংমশাল জ্বালানোর জেরে একজনের শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়।’ শিশুদের ক্ষেত্রেও আতশবাজির ধোঁয়ার প্রভাব নিয়ে সতর্ক করছেন চিকিৎসকরা। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সঞ্জিতকুমার তিওয়ারি জানান, ধোঁয়া নাকে যাওয়ার পর তার প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে বোঝা নাও যেতে পারে। তিনি বলেন, ‘আতশবাজির ধোঁয়ার ফলে চোখ জ্বালা করা, নাক বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। ছয় থেকে আট ঘণ্টা পর থেকে ব্রংকাইটিসের সমস্যা শুরু হয়। সেই ক্ষেত্রে দু’দিন পর থেকে বাচ্চাদের বিভিন্ন সমস্যা বেশি দেখা দেয়।’

দীপাবলির রাতে শিশুদের ধোঁয়া থেকে বাঁচাতে অনেক অভিভাবক ঘরের দরজা ও জানলা বন্ধ করে রেখেছিলেন। তাতেও কি পুরোপুরি সুরক্ষিত ছিল শিশুরা? সঞ্জিতকুমার বলেন, ‘যেভাবে আতশবাজি ফেটেছে তাতে ঘরের ভেতর থাকা বাচ্চাদের মধ্যেও কিছুটা হলেও প্রভাব পড়তে পারে। কেননা, ঘরের ভেতরেও সেই আতশবাজির ধোঁয়া ঢুকেছে।’

শব্দবাজির বিকট আওয়াজ রাতের ঘুম কেড়েছে বহু মানুষের। আতশবাজির বিকট শব্দে ঘরের দরজা-জানলা প্রতি মুহূর্তে কেঁপেছে।

এরপর দশের পাতায়

- শব্দবাজির ধোঁয়া ও আওয়াজে শিলিগুড়িতে শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থরা আরও বিপাকে পড়লেন
- অসাবধানতায় বাজি পোড়াতে গিয়ে আহতও হন অনেকে, ২০ জনকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়



- পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে আরও একবার উদাসীনতার জোরালো অভিযোগ

কাজলকে নেবে না বিজেপি, স্পষ্ট বার্তা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষকে দলে নেবে না বিজেপি। সোমবার মাল্লাগুড়িতে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির অফিসে দলের জেলা নেতৃত্ব এবং মণ্ডল সভাপতিদের নিয়ে বৈঠকে নাকি এমনই বার্তা দিয়েছেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। সেখানে কাজল প্রসঙ্গে দলের অবস্থান জানতে চেয়েছিলেন দলের বিধাননগর মণ্ডলের সভাপতি সুব্রত চৌধুরী। তাঁর দাবি, অমিতাভ স্পষ্ট করে কাজলকে দলে না নেওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি এবার সেটা দলের নীচু স্তরে জানিয়ে দেবেন। তাতে দলের নেতা-কর্মীদের উদ্বেগ কমে কি না, সেটাই দেখার। বৈঠকে সাংসদ রাজু বিস্ট, রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ ও বিধায়ক দুর্গা মুর্মু উপস্থিত ছিলেন।

সুব্রতর বক্তব্য, ‘কাজলের মতো নেতাকে কোনওভাবেই দলে নেওয়া হচ্ছে না, স্পষ্ট বার্তা পেয়েছি। যে কেউ দলের কেন্দ্রীয় সভাপতির সঙ্গে দেখা করতে পারেন। সেই ছবি দেখিয়ে দলে যোগদান অসম্ভব বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।’ নেতা-কর্মীদের প্রতিবাদের কারণ হিসেবে তিনি জানান, কাজলের সঙ্গে দলের



শীর্ষ নেতৃত্বের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন। কাজলকে দলে নিলে দলীয় ভাবমূর্তি নষ্টের আশঙ্কা করেছেন অনেকে। দলে যোগ দেওয়ার আগে প্রতিবাদ না জানালে পরে নেতৃত্বের তরফে বলা হতে পারে, নীচু স্তর থেকে কেউ কোনও প্রতিবাদ জানাননি। সেজন্য আগাম ক্ষোভ প্রকাশ করে দলকে বার্তা দিয়েছেন নেতা-কর্মীদের অনেকে। অমিতাভ অবশ্য এদিন ফোন ধরেননি।

এদিন বৈঠকের মূল বিষয় ছিল সংগঠনকে শক্তিশালী করার বার্তা। দলীয় সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রী ফেব্রুয়ারিতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভোটের কথা বলেছিলেন। সেই হিসাবে দল প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেজন্য সংগঠনকে কীভাবে আরও নীচু স্তর থেকে শক্তিশালী করা যায়, সেই টোটকা দিয়েছেন অমিতাভ। আবারও বুথ ও শক্তিকেন্দ্র স্তরে নিয়মিত বৈঠক করতে বলেছেন তিনি। বিধানসভা ভোটের পরে সেভাবে আর বুথ ও শক্তিকেন্দ্র স্তরে বৈঠক হয়নি বলে দলের একাংশের অভিযোগ।

এরপর দশের পাতায়

বন দপ্তরের দাবি, কংক্রিটের ভিতের নীচ দিয়ে মাটি খুঁড়ে পালিয়েছে বাঘিনী। বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞদের মতে, বাঘ মাটি খুঁড়তে পারে, কিন্তু দীর্ঘ সুড়ঙ্গ তৈরি করে বেরিয়ে যাওয়া তার স্বাভাবিক আচরণের মধ্যে পড়ে না।

বক্সার সুড়ঙ্গে রহস্যের গন্ধ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

মাটির নীচে থাকা কয়েক ফুট গভীর কংক্রিটের দেওয়ালের তলদেশ পর্যন্ত খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে বেরিয়ে যাওয়ার মতো ক্ষমতা কি রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের? নাকি বক্সার এনক্লোজার থেকে বাঘিনীর পালানোর পিছনে রয়েছে পরিকাঠামোগত কোনও ফাঁক, যার সুযোগ নিয়েছে বন্যপ্রাণীটি? আলিপুরদুয়ারের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এনক্লোজার থেকে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বাঘিনী পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় তাজ্জব বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, বাঘ মাটি খুঁড়তে পারে, কিন্তু দীর্ঘ সুড়ঙ্গ তৈরি করে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তার স্বাভাবিক আচরণের মধ্যে পড়ে না। তেমন কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণও নেই। অথচ বন দপ্তরের দাবি, কংক্রিটের ভিতের নীচ দিয়ে মাটি খুঁড়েই পালিয়েছে বাঘিনী। সহজে বন দপ্তরের ব্যাখ্যা মানতে নারাজ বিশেষজ্ঞরা।

বন্যপ্রাণী গবেষক সুরজ ছেত্রীর কথা, ‘‘বাঘ বিড়াল প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও, এদের থাবার গঠন এবং শিকার ধরার কৌশল অন্যান্য গর্ত খোঁড়া প্রাণীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শজারু, ভাম, খেঁকশিয়াল বা কুকুর জাতীয় প্রাণী, যারা দ্রুত মাটি খুঁড়তে পারে, তাদের নখগুলো সোজা, শক্ত এবং অ-সংকোচনশীল। বাঘের নখ অত্যন্ত ধারালো এবং বাঁকানো, যা শিকার ধরতে এবং গাছে ওঠার কাজে ব্যবহৃত হয়। কাদামাটি সাময়িকভাবে আঁচড়াতে পারলেও, বাঘের শরীর শক্ত মাটি খুঁড়ে ‘সুড়ঙ্গ’ বানানোর জন্য উপযুক্ত নয়।’’

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ পদে দীর্ঘদিন কাজ করা এক আধিকারিকের বক্তব্য, ‘বাঘের সামনের পায়ের পেশি তৈরি হয়েছে প্রচণ্ড জোরে থাবা মারা, শিকারকে আঁকড়ে ধরা এবং ভারী দেহ টেনে তোলার জন্য। মাটি গর্ত করে তা পেছনের দিকে ঠেলে গুহার মতো সুড়ঙ্গ তৈরি করার সহজাত রিফ্লেক্স বা কৌশল বাঘের আচরণবিদ্যায় কোথাও লিপিবদ্ধ নেই।’ ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, রয়েল বেঙ্গল টাইগার বা অন্য কোনও প্রজাতির বাঘের সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পালিয়ে যাওয়ার কোনও বৈজ্ঞানিক নজির নেই। তাই চিড়িয়াখানা বা সাফারি পার্কে বাঘের সুরক্ষার জন্য যে ফেন্সিং ডিজাইন করা হয়, তা প্রধানত তাদের লাফানোর ক্ষমতা ও জোর প্রতিরোধ করার জন্য। ফলে বক্সার ঘটনাকে বাঘের স্বাভাবিক সুড়ঙ্গ-নির্মাণের ক্ষমতার প্রমাণ হিসেবে দেখার অবকাশ নেই।



এরপর দশের পাতায়

বাঘ আনার প্রক্রিয়া স্থগিত

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : আগামী দুই মাসের মধ্যে বক্সায় আরও তিনটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া হবে- গত ২ অক্টোবর আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডের সভা থেকে এমনই ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওইদিন বক্সার জঙ্গলে বাঘিনী ছাড়ার অনুষ্ঠানে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে বাস্তবে আদৌ কি সেটা সম্ভব? পরিস্থিতি যে দিকে গড়াচ্ছে, তিনটি কেন, একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগার সময়মতো আনাই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বন দপ্তরের কাছে। সোমবার রাজ্যের বনমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, আপাতত বক্সায় কোনও বাঘ আসছে না। বনমন্ত্রীর কথায়, ‘বাঘ ছাড়ার কিছু নিয়ম রয়েছে, সেগুলো মানতে হচ্ছে। বক্সায় যে বাঘিনী ছাড়া হয়েছে, সে যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের একটা স্থায়ী জায়গা চিহ্নিত করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আরেকটি বাঘ ছাড়া মুশকিল।’

বনমন্ত্রী জানিয়ে দেন, বক্সার বাঘিনী বিটিআর টিএফ-১ নিজের জায়গা নিয়ে স্থায়ী বসতি করার পরই ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি আরেকটি বাঘ আনার অনুমতি দিতে পারে। তবে সিদ্ধান্ত বদল করা যায় কি না, সেটা নিয়েও আলোচনা করা হবে।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পে গত ৩০ সেপ্টেম্বর যে বাঘিনীকে নিয়ে আসা হয় বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে,



বাঘিনী বেরিয়েছে কোনদিকে, দেখতে এনক্লোজারে বনমন্ত্রী। -ফাইল চিত্র

এরপর দশের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

কোথাও কালীপুজোর দিন মূর্তিহীন বেদিতে ভোগ নিবেদন, আবার কোথাও ৩৫০ বছরের পুরোনো ঐতিহ্য মেনে কালী প্রতিমা কাঁধে নিয়ে দৌড়। কুশমণ্ডির ইসনাইলে একদিন পরে প্রতিমা গড়ে পিছাকালীর পুজো হবে, যার নেপথ্যে রয়েছে লোকবিশ্বাসের কাহিনী। অন্যদিকে, মালতীপুরে তিন শতাব্দীরও বেশি কালী দৌড় ঘিরে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহণে ধরা পড়ে সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যের ছবি।

দেবীকে কাঁধে দৌড়

মুরতুজ আলম

সামসী, ৯ নভেম্বর : রাজা নেই, কিন্তু শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরীর রাজত্বকালে শুরু হওয়া কালী দৌড় আজও আছে, প্রায় ৩৫০ বছরের ঐতিহ্য অটুট রেখে। রাজবৈভব না থাকলেও দৌড়কে কেন্দ্র করে উৎসাহের কোনও খামতি নেই। সোমবার রাত ৯টা নাগাদ কালী দৌড় শুরু হয়ে চলল প্রায় টানা দু'ঘণ্টা ধরে। নিরাপত্তায় ছিল কঠোর পুলিশি ব্যবস্থা। যথারীতি কালী দৌড় প্রতিযোগিতার আবহ উপভোগ করতে দূরদূরান্ত এলাকার প্রচুর মানুষ ভিড় জমান। হিন্দুদের পাশাপাশি এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও ভিড় জমান। মালতীপুরের কালী দৌড় প্রতিযোগিতা ঘিরে তৈরি হলো সম্প্রীতির বন্ধন।

এবার মালতীপুরে কালী দৌড় প্রতিযোগিতায় মোট সাতটি কালীর দল অংশগ্রহণ করে। যার মধ্যে ছিল হ্যান্টা কালী, হাট কালী, শ্যামা কালী, বুড়ি কালী, চুনকা কালী, বাজারপাড়া কালী এবং আম কালী। মা কালীকে ঘাড়ে নিয়ে প্রথমে গোটা মালতীপুর গ্রাম প্রদক্ষিণ করা হয়। তারপর প্রতিমাগুলো দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। এই দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন কালীকে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো হয়। এভাবে প্রতিটি কালী পাঁচবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। চলতে থাকে ঢাকের বাদ্যি ও আতশবাজির প্রদর্শনী। শেষে ঐতিহ্য মেনে প্রতিমাগুলো নির্দিষ্ট পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়। ঐতিহ্য মেনে জ্বলে ওঠে পাটকাঠির হুকাহুকি (মশাল)।

এই রীতির পিছনে লুকিয়ে আছে এক আশ্চর্য ইতিহাস। জানা যায়, প্রায় ৩৫০ বছর আগে মালতীপুর এলাকায় পুকুরের সংখ্যা ছিল মাত্র একটি। মালতীপুর কালীবাড়ি লাগোয়া পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হত একাধিক কালী প্রতিমা। সে সময় চাঁচলের রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী সুষ্ঠুভাবে প্রতিমা নিরঞ্জন প্রক্রিয়ার জন্য শুরু করেছিলেন কালী দৌড় প্রতিযোগিতা। দীপান্বিতা অমাবস্যা অর্থাৎ কালীপুজোর পরের দিন সন্ধ্যার সময় মালতীপুর বাজারে একটি কালী দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন তিনি। এই প্রতিযোগিতার নিয়ম ছিল, দৌড়ে যাঁর কালী প্রতিমা অক্ষুণ্ণ থাকবে, সেই প্রতিমাকেই প্রথম বিসর্জন দেওয়া হবে কালীদিঘিতে। সেই দৌড়ের পুরোনো রীতি আজও বজায় রয়েছে মালতীপুরে।



মালতীপুরে কালী দৌড় দেখতে উপচে পড়া ভিড়। সোমবার।

মালতীপুরের কালী দৌড় প্রতিযোগিতা দেখতে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আফজাল আলি, চাঁচল থানার আইসি জয়দেব ঘোষ, চাঁচল-২ নম্বর ব্লকের বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী, চাঁচল-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সাহা, মালতীপুর পঞ্চায়েত প্রধান ছোটেলাল নুনিয়া প্রমুখ। মালতীপুরের বাসিন্দা তথা পেশায় স্কুল শিক্ষক সৈয়দ কাজিম আলি বলেন, 'মালতীপুরের কালী দৌড় শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা প্রতিযোগিতা নয়, এটি আমাদের সাড়ে তিনশো বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এই রীতি চলে আসছে। এই উৎসবকে ঘিরে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হন। ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের এক অনন্য নজির এই কালী দৌড়। আগামী প্রজন্মের কাছেও এই ঐতিহ্যকে একইভাবে বাঁচিয়ে রাখতে আমরা প্রত্যেকে দায়বদ্ধ।'

> **মালতীপুরের কালী দৌড় শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা প্রতিযোগিতা নয়, এটি আমাদের সাড়ে তিনশো বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আগামী প্রজন্মের কাছেও এই ঐতিহ্যকে একইভাবে বাঁচিয়ে রাখতে আমরা প্রত্যেকে দায়বদ্ধ।।**
>
> **সৈয়দ কাজিম আলি**
> *মালতীপুরের বাসিন্দা*

ভোগ দিয়েই শেষ পিছাকালীপুজো

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ৯ নভেম্বর : মূর্তি ছাড়াই মন্দিরের বাঁধানো বেদিতে মায়ের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা হল এক ছড়ি কলা, বাতাসা দিয়ে। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে পুরোহিত বেড়িয়ে এলেন। ঢাক বাজল না, পুজোও হল না। শুধুমাত্র ভোগ নিবেদন করেই শেষ হল পর্ব। রবিবার সব জায়গায় কালীপুজো হলেও পুজো হয়নি পিছাকালীর। কালীপুজোর একদিন পরে মঙ্গলবার কুশমণ্ডির ইসনাইল গ্রামে মূর্তি তুলে পুজো হবে পিছাকালীর। সোমবার সকাল থেকে প্রতিমা তৈরির কাজে হাত লাগিয়েছেন শিল্পী। একদিন পিছিয়ে পুজো হয় বলে নাম পিছাকালী। মঙ্গলবার সকাল থেকে পুজো শুরু হবে, চলবে বিকেল পর্যন্ত। সোমবার তাই পুজোকে ঘিরে চরম ব্যস্ততা কুশমণ্ডির দেউল পঞ্চায়েতের ইসনাইল, বাবুপাড়া গ্রামে।

একদিন পরে এই পিছাকালীপুজো হয় কেন? এর পেছনে রয়েছে ভক্তি আর বিশ্বাস মিলিয়ে গল্প। বাবুপাড়া এবং চাকলাডাঙ্গি দুই গ্রামের মানুষ একসঙ্গে কয়েকশো বছরের পুরোনো বুড়িকালীর পুজো করতেন। সেটা ভেঙে গেলে এরপর থেকে চাকলাডাঙ্গি গ্রামে প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসে বুড়ির পুজো এবং মুখোশমেলার আয়োজন হয়। অন্যদিকে, ইসনাইল গ্রামে শুরু হয় কালীপুজো। সেখানে পুজোর ইতিহাস শোনা গেল বাবুপাড়ার বাসিন্দা ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের মুখে। বললেন, 'কালীপুজোর এক রাতে মুখোশখেলা দেখিয়ে আলপথ ধরে বাড়ি ফিরে আসছিলেন দুই শিল্পী ডঙ্কু মণ্ডল ও সদরু মণ্ডল। দুজনের হাতে ছিল কালীর মুখোশ। মাঠের একজায়গায় হাতে ধরা কাঠের তৈরি কালীর মুখোশের ওজন হঠাৎ করে বেড়ে যায়। কালীর মুখোশদুটো শিল্পীরা বাড়ি আনতে পারেননি, মাঠেই ফেলে আসতে হয়েছিল। সেই রাতেই তাঁরা পরের দিন কালীপ্রতিমা তৈরি করে পুজো করার স্বপ্নাদেশ পান। সেই শুরু।'



পুজো শুরুর আগে পিছাকালীর প্রতিমা। বাবুপাড়া গ্রামে।

কথিত আছে, পরেরদিন প্রতিমা তৈরি করে বাসের মাচানের ওপর বসানো হয়। এরপর সূর্য ওঠার আগেই শেষ রাতে ঘাড়ে করে এলাকার পুরুষরা কালী প্রতিমা বাবুপাড়া থেকে নিয়ে যান পিছাকালী মন্দিরে। নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকার মেয়ে বৌরা একাধিক ছড়া কেটে মাকে বিদায় দেন।

এই নিয়মের পেছনেও রয়েছে এক গল্পকথা। স্থানীয়রা জানালেন, একবার ঘাড়ে করে কালীকে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল না। বারবার ঘাড় থেকে নামিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন বাহকরা। সেসময় গ্রামের মেয়ে-বৌরা কালীকে গালমন্দ করতে শুরু করলে আর সমস্যা হয়নি। বিনা বাধায় প্রতিমা নিয়ে যাওয়া যায়। তারপর থেকে সেই রীতি আজও রয়ে গিয়েছে।

তেজিহার, ইসনাইল, বাবুপাড়া, চাকলাডাঙ্গি, জারোল, ধদরং সহ ২২ গ্রামের মানুষ অংশ নেন পুজোতে। পুজোর পরে তিনদিন ধরে চলবে মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।



সোনালি ফসল ঘরে তোলার পালা। আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরিতে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ক্রেতা সামলে পরীক্ষার প্রস্তুতি

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : রাস্তার পাশে দাঁড়ানো একটি পণ্যবাহী গাড়ি। তবে আর পাঁচটা সাধারণ গাড়ির মতো নয়। গাড়ির পিছনে সার সার জিনিসে ভর্তি। নানা মাপের লোহার কড়াই, বঁটি আর কত কী! এছাড়া রান্নাঘরের নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা কাঠের ও লোহার সামগ্রী। মাঝেমধ্যেই নিজের প্রয়োজন অনুসারে জিনিস কিনতে গাড়ির সামনে ভিড় জমান পথচলতি মানুষ। কিন্তু বিক্রির জন্য রাখা সেসব সামগ্রী থেকে চোখ সরালে দেখা যায় বিক্রেতাকে। দোকানের পসরা সাজানো, কিন্তু তিনি ডুবে আছেন বইয়ের পাতায়।

বিক্রেতার নাম কৃষ্ণকুমার মোহন্ত। আসলে সামনেই তাঁর ক্লার্কশিপের পরীক্ষা। হাতে আর বেশি সময় নেই, তাই ৩৬ বছর বয়সেও হাল না ছেড়ে পড়াশোনায় মন দেন রোজ। তবে রোজগারও তো চাই! তাই ভরসা ব্যবসা। দীর্ঘ ৯ বছর ধরে জলপাইগুড়ি শহরের ডিবিসি রোডের পাশে গাড়িতে সামগ্রী বিক্রি করেন মালিপাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ। কখনও আবার পুজো বা কিছু অনুষ্ঠান থাকলে সেই রাস্তার পাশে জায়গা খুঁজে পসরা সাজান। ক্রেতা না থাকলে বইয়ের পাতায় চোখ থাকে। ক্রেতা থাকলেও বই থাকে পাশেই।

কৃষ্ণ জানালেন, সরকার পরিবর্তনের পর সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসার বয়স পাঁচ বছর বেড়েছে। সুযোগের সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে ফের নতুন উদ্যমে পড়াশোনা শুরু করেছেন তিনি। বাড়িতে মা, স্ত্রী ও দুই সন্তান রয়েছে। স্বপ্ন ছিল শিক্ষকতা করার। কিন্তু আর্থিক অনটনে তা হয়ে ওঠেনি। নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে এমএ পাশ করেন ২০২১ সালে।



বিক্রিবাটার মাঝে বইয়ে মগ্ন কৃষ্ণকুমার মোহন্ত।

কৃষ্ণের কথায়, 'আগের সরকারের আমলে চাকরির পরীক্ষা হয়নি বললেই চলে। ফুড এসআই-এর পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তাও তো মামলা হল। ডব্লুবিসিএস দিয়েছিলাম দু'বার, রেলের পরীক্ষাতেও বসেছিলাম। কিন্তু কিছু নম্বরের জন্য পাশ করতে পারিনি। এরপর সরকারি চাকরির পরীক্ষায় বসার বয়স বাড়ানো হতেই ফের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি।'

কৃষ্ণ জেনারেল নলেজ, অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলার জন্য বই পড়েন। এছাড়া ইউটিউবে বিভিন্ন গাইডেন্স চ্যানেল থেকেও সাহায্য নেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দোকান করে পড়তে বসার সময় হয়? উত্তরে বললেন, 'ভোরে উঠে যতটা পারি পড়ি। তারপর দোকান নিয়ে আসি। বাড়ি গিয়ে রাতে খেয়ে ফের ১-২ ঘণ্টা পড়ালেখা করি। আর দোকানে ফাঁকা সময়ে কিছুটা পড়াশোনা করি। আসলে সময় চলে গেলে আর তো পাব না। ইচ্ছে আছে, তাই লড়াই চালাতে সমস্যা কোথায়?'

কৃষ্ণের দোকানের পাশে একটি বইয়ের দোকান রয়েছে। সেই দোকানের কর্মী বাপ্পা মোহন্ত বলেন, 'দাদা মাঝেমধ্যে এসে প্রতিযোগিতামূলক বই দেখেন। অনেক সময় পড়েন। আবার ফিরিয়ে দেন।' দোকানে এসেছিলেন প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা মন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'প্রায় এই দোকান থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে থাকি। বই খোলা অবস্থাতেও দেখেছি। কিন্তু পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানতাম না। আসলে ছুরি, কাঁচি নিলে কাগজে মুড়ে দেয়। ভেবেছিলাম হয়তো ওই বই থেকে পৃষ্ঠা নেওয়ার জন্য রেখেছে। প্রার্থনা করি, লড়াইয়ে জয়ী হোন কৃষ্ণ।'

মার্শাল আর্টে নারী সুরক্ষার পাঠ

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : সাম্প্রতিককালে সংবাদ শিরোনামে নারী নিগ্রহের ঘটনা প্রায়ই উঠে আসছে। মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন তাঁদের অভিভাবকরা। এই পরিস্থিতিতে সন্তানদের সুরক্ষিত রাখতে ভাবনা বদলাচ্ছেন জলপাইগুড়ি শহরের অভিভাবকরা। নাচ-গানের চেনা পাঠের বদলে বহু অভিভাবক এখন মেয়েদের ক্যারাটে ও তাইকোন্ডোর মতো মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করাচ্ছেন।

অভিভাবক ইভানা সরকার মেয়ে ইরার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'বাসে, ট্রেনে, পথেঘাটে কিংবা নিজের পরিচিতদের গণ্ডির মধ্যেও হেনস্তার মুখে পড়তে হতে পারে মেয়েদের। তাই নিজেকে বাঁচানোর কৌশল জানাটাই আসল। এখন শুধু নাচ-গান শিখিয়ে কী লাভ?' অন্যদিকে, অরণ্যার অভিভাবক অমৃতা রায়চৌধুরী চক্রবর্তীর কথায়, 'ঘরে-বাইরে মেয়েরা কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে এখন সবার মনেই আশঙ্কা কাজ করে। কিন্তু মার্শাল আর্ট জানা থাকলে মেয়েরা সেই ভয় দূর করতে পারে। তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়।'

অভিভাবকদের কাছে এই প্রশিক্ষণ তাই শুধু খেলাধুলোর বিষয় নয়, আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় পাঠ। তাঁদের এই মানসিকতার পরিবর্তন নজরে পড়ছে প্রশিক্ষকদেরও। দাদাভাই ক্লাবের মাঠে তাইকোন্ডো প্রশিক্ষক পাপ্পু গুহরায় বলেন, 'একসময় সন্তান নাচ-গান জানলে সমাজে প্রশংসা জুটত। এখন যুগ বদলেছে। অভিভাবকরা চাইছেন, সন্তানরা মোবাইল ছেড়ে বাইরে আসুক এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেদের সুরক্ষা নিজেরাই নিশ্চিত করুক।' জেওয়াইএমএ ক্লাবে প্রশিক্ষক দিব্যজ্যোতি সরকারও জানান, মার্শাল আর্ট শিখে অনেক অন্তর্মুখী মেয়েও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছে। সামাজিক অবক্ষয়ের এই সময়ে সন্তানের শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানো ও আত্মরক্ষার তাগিদেই অধিকাংশ অভিভাবক তাঁদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তি করাচ্ছেন।



জলপাইগুড়ি শহরের একটি ক্লাবে মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণে খুদেরা।

এই প্রশিক্ষণের প্রভাব পড়ছে কিশোরীদের মনেও। তেরো বছরের অন্বেষা মল্লিকের কথায়, 'মার্শাল আর্ট শুধু আত্মরক্ষা শেখায়নি, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহসও জুগিয়েছে। 'গুড টাচ' ও 'ব্যাড টাচ'-এর তফাতটাও এখন স্পষ্ট। প্রতিটি স্কুলে এই প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা দরকার।'

পান্ডাপাড়ার ক্যারাটে প্রশিক্ষক শুভঙ্কর দে-র মতে, মার্শাল আর্ট আত্মরক্ষার পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পেলে খেলাধুলোর কোটায় উচ্চশিক্ষা এবং চাকরির সুযোগও তৈরি হয়। সব মিলিয়ে মেয়েদের স্বাবলম্বী ও নির্ভীক করে তুলতে জলপাইগুড়িতে মার্শাল আর্টের প্রশিক্ষণ ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং চুক্তি প্রদান

কাটিহার ডিভিশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্যাটালগ নং:ঃ কেডিপিআর-পার্কিং। রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট) ঃ** ২৫-১১-২০২৬ তারিখে ১০:০০ টায়।

ক্রম নং	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-কেডিপিআর-এমএক্স-১৯৬-২৬-১ (পার্কিং - মিশ্র)	কাটিহার ডিভিশনের কুমেদপুর এলাকায় দু-চাকা, তিন-চাকা এবং চার-চাকা -র গাড়ির পার্কিং লট।
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-এফবিজি-এমএক্স-১৭৮-২৬-১ (পার্কিং - মিশ্র)	কাটিহার ডিভিশনের ফরবেসগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের গুডস সাইডে দু-চাকা, তিন-চাকা এবং চার-চাকা -র গাড়ি পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-এমএক্স-১৪১-২৫-৩ (পার্কিং - মিশ্র)	কাটিহার ডিভিশনের মালদহ কোর্ট স্টেশন এলাকায় দু-চাকা এবং চার-চাকা -র গাড়ি পার্কিং লট।
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-এমএক্স-১৯৮-২৬-১ (পার্কিং - মিশ্র)	কাটিহার ডিভিশনের নিউ জলপাইগুড়ি জংশন এলাকায় দু-চাকা, তিন-চাকা এবং চার-চাকা -র গাড়ি পার্কিং লট।
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-এমএক্স-১৯৪-২৬-১ (পার্কিং - মিশ্র)	কাটিহার ডিভিশনের আররিয়া এলাকায় দু-চাকা, তিন-চাকা এবং চার-চাকা যানবাহনের পার্কিং লট।

ই-নিলাম বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ২৫-১১-২০২৬ তারিখে ১১:১০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময়সীমা ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটসমূহ বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় সময় বৃদ্ধি ১০ বার। **দ্রষ্টব্য ঃ** বিস্তারিত তথ্যের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম লিঙ্কিং মডিউল দেখার অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রগতি চিত্তে মানুষের সেবায়

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করবেন না। অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোনও কাজ সহকর্মীদের সহযোগিতায় মিটতে পারে। পরিবার নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। মিথুন : ব্যবসায় আশানুরূপ সাফল্য নাও পেতে পারেন। আর্থিক লেনদেনে কাউকে টাকা ধার দেওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। কর্কট : বাড়ির কোনও পুরোনো সমস্যা ফের মাথাচাড়া দিতে পারে। নতুন আয়ের পথ খুঁজতে কিছুটা পরিশ্রম করতে হবে। সিংহ : আজ থেকে কাউকে টাকা ধার দিতে যাবেন না। সন্তানের বড় সাফল্যে বাড়িতে আনন্দ। রাস্তায় বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কন্যা : পুরোনো কোনও মামলার ইতিবাচক ফল আজ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা প্রশংসিত হবে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। তুলা : পারিবারিক সুখশান্তি বজায় থাকবে। অকারণে কিছু খরচ হতে পারে। পড়ুয়াদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযোগ হতে পারে। বৃশ্চিক : ব্যবসায় নতুন কোনও পরিকল্পনা মাথায় এলে অভিজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। আটকে থাকা কোনও টাকা আজ পেতে পারেন। ধনু : অফিসে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্ক এড়িয়ে চলুন। কোনও বিষয় নিয়ে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। মকর : বন্ধুর কথায় প্ররোচিত হয়ে শেয়ার বাজারে টাকা লগ্নি করা থেকে সাবধান। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। হাড়ের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। কুম্ভ : অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে আজ কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করবেন। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ স্বাভাবিক থাকবে। মীন : ধর্মীয় কাজে অংশ নিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করে প্রশংসিত হবেন। পায়ের পুরোনো ব্যথা ভোগাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রী মদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ কার্তিক, ভাঃ ১৯ কার্তিক, ১০ নভেম্বর, ২৩ কাতি, সংবৎ ১ কার্তিক সুদি, ২৯ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫১, অঃ ৪।৫২। মঙ্গলবার, প্রতিপদ দিবা ১২।৩৭। বিশাখানক্ষত্র দিবা ৯।৫। শোভনযোগ রাত্রি ৩।৪১। বব‌করণ দিবা ১২।৩৭ গতে বালবকরণ রাত্রি ১।২৩ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৯।৫ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, দিবা ৯।৫ গতে একপাদদোষ, দিবা ১২।৩৭ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-পূর্বে, দিবা ১২।৩৭ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৭।১৪ গতে ৮।৩৬ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ১২।৩৭ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৩।৪১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ৯।৫ গতে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন, রাত্রি ৩।৪১ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। দিবা ১২।৩৭ মধ্যে দ্যূতপ্রতিপদ। গোস্বামিমতে শ্রীশ্রীগোবর্ধনপুজো, গোপুজো, গোবর্ধনযাত্রা ও অন্নকূট মহোৎসব এবং রাত্রি জাগরণ। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিবস ও শহিদ কানাইলাল দত্তের প্রয়াণ দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৫০ মধ্যে ও ৭।৩০ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৮ গতে ৮।২১ মধ্যে ও ৯।১৪ গতে ১১।৫৪ মধ্যে ও ১।৪১ গতে ৩।২৮ মধ্যে ও ৫।১৪ গতে ৫।৫২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ৭।২৮ মধ্যে।

কর্মখালি

বিধাননগরে পেপারমিলের জন্য গার্ড চাই। বেতন 15,500/-, ডাইরেক্ট জয়েনিং। M:- 8653609553, 9332730160.

(C/124268)

আমন্ত্রণ বস্ত্র প্রতিষ্ঠান শিলিগুড়িতে Sales/Cashier কাজের জন্য অভিজ্ঞ মহিলা/পুরুষ কর্মী আবশ্যক। M : 7699990313.

অ্যাফিডেভিট

আমি Beauty Saha Mondal, W/O Bikash Chandra Mondal আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg No- 2010/00235 Dt-26/03/2010 আমার নাম ভুল থাকায় গত 3/11/26 এ প্রথম শ্রেণী J.M. বালুরঘাট দক্ষিণ দিনাজপুর কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Beauti Mondal থেকে Beauty Saha Mondal করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/124419)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Online of NIT: DHFWS/CW-03(2nd Call), 04 & 05 are hereby invited by the undersigned for Dental Equipment & material and civil & electrical related work. For details please visit the website www.tenders.wb.gov.in or the office of the undersigned. Sd/- CMOH, Jalpaiguri

ICA-T19833(3)/2026

নির্মাণ, সংস্কার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ সিওএন/এইচকিউ/২০২৬/ওসিটি/০২, তারিখ ঃ ০৫-১১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ঃ সিই/সিওএন/কেকে/বিএলডি/২০২৬/০৩; কাজের নাম ঃ কাটিহার-মুকুরিয়া এবং কাটিহার-কুমেদপুর ডিএল প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনের ডেপুটি সিই/সিওএন/১/কাটিহার -এর অধীনে কাটিহারে বিদ্যমান নতুন ডেপুটি সিই/সিওএন/১/কাটিহার অফিসের উপরে অফিসার্স রেস্ট হাউসের (দ্বিতীয় তলা) নির্মাণ এবং পুরাতন ডেপুটি সিই/সিওএন/কাটিহার অফিসের সংস্কার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ৫,০২,৮২,১৩৭.২০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় ০২-১২-২০২৬ তারিখে ১৪:৩০ টায় এবং খোলার সময় ঃ ০২-১২-২০২৬ তারিখে ১৫:৩০ টায়। ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ও টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/কাটিহার প্রজেক্ট, মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা

প্রগতি চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে



নল দময়ন্তী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মধুমালতী, দুপুর ১২.০০ মেজবউ, ২.০০ সংঘর্ষ, বিকেল ৫.০০ গীত সংগীত, সন্ধে ৭.৩০ পিতা, রাত ১০.৩০ বিষ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ শিবা, বেলা ১১.০০ সঙ্গী, বিকেল ৩.০০ অপরাধী, সন্ধে ৬.০০ অন্নদাতা, রাত ৯.৩০ টোটাল দাদাগিরি
জলসা মুভিজ : সকাল ৭.০০ লভ এক্সপ্রেস, ১০.১৫ সেন্টিমেন্টাল, দুপুর ১.০০ রাম লক্ষ্মণ, বিকেল ৪.১৫ বলো না তুমি আমার, রাত ৯.৩০ দেবী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ রাখাল রাজা
কালার্স বাংলা : দুপুর ১২.৩০ অমানুষ-টু
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অধিকার
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : বেলা ১১.৫৫ দেবদাস, বিকেল ৩.৩৯ সন অফ সর্দার, সন্ধে ৬.৫০ হ্যালো ব্রাদার, রাত ১০.০৩ মেরে ইয়ার কি শাদি হ্যায়
স্টার গোল্ড : দুপুর ১২.৫১ কিস কিসকো পেয়ার করুঁ-টু, বিকেল ৩.৫১ কুছ কুছ হোতা হ্যায়, সন্ধে ৭.৫০ দ্য



ডগস ইন দ্য ল্যান্ড অফ লায়নস
বিকেল ৫.০১ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি



অন্নদাতা সন্ধে ৬.০০
কালার্স বাংলা সিনেমা
ওয়ারিয়র, রাত ১০.৩৫ ম্যায় তেরা হিরো
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১.০৩ নীরজা, বিকেল ৩.০৭ ছলাং, ৫.২৮ অংরেজি মিডিয়ম, সন্ধে ৭.৫৯ দ্য বিগ বুল, রাত ১০.৪১ হঙ্গামা-টু



হ্যালো ব্রাদার সন্ধে ৬.৫০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞা

এনকাউন্টারে মৃত ছেলের প্রতি ক্ষোভ

দিলীপের দেহ নিতে অরাজি মা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ৯ নভেম্বর : অশ্রু তো রয়েছেই। সেইসঙ্গে চোখেমুখে রাগ আর অসহায়তা মিলেমিশে গিয়েছে। হঠাৎ সামনে একদল সাংবাদিক দেখে গায়ে থাকা গামছা মুখের ওপর জড়িয়ে নিলেন, যাতে টিভির পর্দায় মুখ অন্তত ঢাকা পড়ে। মুখ ঢাকা পড়লেও ছেলের প্রতি রাগ আর ক্ষোভটা কিন্তু ঢাকা পড়ল না। এনকাউন্টারে মৃত দিলীপ রায়ের মা সাফ বলেন, 'ওরা যা করার করবে। নিয়ে যাক ওকে। ওর বডি আর বাড়িতে নেব না। ওর মুখ দেখব না।'

সোমবার সাতসকালেই পুলিশের হাতে ছেলের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে গিয়েছেন তিনি। বলেন, 'লোকজনের মুখে শুনতে পেলাম, ওকে মেরে ফেলেছে।' পুত্রশোক তো রয়েছেই, তবে তার থেকে বেশি রয়েছে উদ্বেগ। উদ্বেগ দিলীপের বাবা, তাঁর স্বামীকে থানায় আটকে রাখা নিয়ে। তাঁর উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, তাঁকে পুলিশ মারধর করছে কি না— সেসব নিয়েই দুশ্চিন্তা করছেন বেশি। আর দিলীপকে নিয়ে মায়ের বক্তব্য, 'যা হয়েছে, ভালো হয়েছে। পাপী ছেলে চলে গিয়েছে। ভালো হয়েছে। ওর মুখ আর দেখব না।'

খালি তাঁর মা নন, দিলীপকে নিয়ে তাঁর পাড়াপ্রতিবেশীদের মনোভাবটাও অনেকটা একইরকম। এর আগেও মৃতের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল। ২০২৪ সালের ২৭ জুলাই রায়গঞ্জ থানার কর্ণজোড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত কসবা এলাকায় ভুট্টাখেতের ভিতরে আট বছরের এক নাবালকের ওপর দিলীপ চড়াও হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। গলায় গামছা পেঁচিয়ে ওই নাবালককে খুন করার চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে।

সেবার আশপাশের লোকজন ঘটনা দেখতে পেয়ে দিলীপকে বেধড়ক মারধর করে গাছে বেঁধে রেখেছিলেন। এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, নিজের পরিবারের জনা তিনেক নাবালিকার ওপরও চড়াও হয়েছিলেন দিলীপ। সেসব কাণ্ড নিয়ে এলাকায় সালিশি সভাও হয়েছে। এক বিঘা জমি বিক্রি করে ছেলের কাজের ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন দিলীপের বাবা-মা।



চোখে জল নিয়ে ছেলের প্রতি ক্ষোভ উগরে দিলেন দিলীপের মা। সোমবার রায়গঞ্জে।

> **ওরা যা করার করবে। নিয়ে যাক ওকে। ওর বডি আর বাড়িতে নেব না। ওর মুখ দেখব না।**
>
> মৃতের মা

মৃতের বাড়ির লাগোয়া একটি কালী মন্দির রয়েছে। সেই মন্দিরের পুরোহিত বলেন, 'মধ্যরাতে পুজো করতে বসেছিলাম। ভোরে পুলিশ মারফত দিলীপের মৃত্যুর খবর আসে। তখন কিছুক্ষণ পুজো বন্ধ ছিল। ফের ধুমধাম করে পুজো হয়।'

কথা হচ্ছিল এলাকারই বাসিন্দা রাজেশের সঙ্গে। বলেন, 'পুলিশের এনকাউন্টারে আমরা খুশি। নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধারের দিন পুলিশ আমাদের সুবিচারের আশ্বাস দিয়েছিল। সেই কথা রেখেছে।' আর সেই সংশ্লিষ্ট গ্রামের বৃদ্ধা অলকার বক্তব্য তো আরও চাঁচাছোলা। তিনি বলেন, 'আপদ মরেছে, ভালো হয়েছে। দিনের পর দিন লাই পেয়ে এমন বদ হয়ে উঠেছিল। ও মরে যাওয়ায় সবাই খুশি হয়েছে।'

আর এই ঘটনায় সবথেকে বেশি সন্তুষ্ট দেখিয়েছে সেই নিগৃহীত নাবালিকার মা ও বাবাকে। কিশোরীর বাবার বলেন, 'আমার মেয়েকে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করে খুন করেছে দিলীপ। পুলিশ কথা দিয়েছিল, আমি মেয়ের শ্রাদ্ধে বসার আগে অভিযুক্তের শাস্তি হবে। সেটাই হল। পুলিশের ভূমিকায় আমরা খুব খুশি।'

দাম কমল আনারসের

মনজুর আলম

চোপড়া, ৯ নভেম্বর : ছটপুজোর বাজারে ভিনরাজ্যে চোপড়ার আনারসের চাহিদা থাকলেও দাম তলানিতে। কেজি প্রতি আনারসের দাম কমেছে প্রায় ৬-৭ টাকা। গত বছর ছটের মরশুমে যেখানে কেজি প্রতি ২২-২৩ টাকা পর্যন্ত দাম পেয়েছিলেন আনারসচাষিরা, সেখানে এবার কেজি প্রতি ১৪-১৭ টাকার বেশি দাম মিলছে না। ফলে বিক্রি বাড়লেও লাভের অঙ্কে ধাক্কা চাষিদের। মরশুমের শেষ পর্যায়ে দাম আরও কমার আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় রয়েছেন আনারস ব্যবসায়ীরা। এ বছর আনারস উৎপাদন বেশি হওয়ায় দাম কমেছে বলেও মনে করছেন তাঁদের একাংশ।

যদিও ইসলামপুর মহকুমা উদ্যানপালন আধিকারিক অনীক মজুমদার বলছেন, 'জেলায় ৪ হাজার ১১২ হেক্টর জমিতে আনারস চাষ হয়। বছরে উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন। তবে এবার আনারসের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, এমনটা বলা যাবে না। ভিনরাজ্যের বাজারে চাহিদার ওপরই দাম অনেকটা নির্ভর করে।' উত্তর দিনাজপুর জেলায় চোপড়া ব্লকে সবচেয়ে বেশি আনারসের চাষ হয়। হাপতিয়াগছ, মাঝিয়ালি, চোপড়া ও সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার বহু পরিবার আনারস চাষের উপর নির্ভরশীল। ব্যবসায়ীদের হিসাব অনুযায়ী, প্রতি বছর ছটপুজোর আগে চোপড়া থেকে প্রায় ৫০০-৭০০ টন আনারস ভিনরাজ্যে পাঠানো হয়। এবারও বিহার, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে অর্ডার এসেছে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী দাম না মেলায় হতাশ চাষিরা। এলাকার ভৈষপিটা ও কালাগছ এলাকায় পাইকারি দরে আনারস কেনাবেচা হয়। কালীপুজোর দুই-তিন দিন আগে থেকে আনারস বিক্রি শুরু হয়েছে। প্রতিদিনই ট্রাকে করে চোপড়ার আনারস ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে।



ভিনরাজ্যে যাচ্ছে চোপড়ার আনারস।

প্রদীপ সিংহ নামে এক আনারসচাষি জানালেন, গত বছর ছটের বাজারে কেজি প্রতি ২৩ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছিল। এবার রবিবার পর্যন্ত ১৬-১৭ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছে। ছট উপলক্ষ্যে প্রায় ছয় টন আনারস বিক্রির পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। আরেক চাষি সরুন সিংহ জানান, তাঁকে ১০ বিঘা জমির আনারস রবিবার ১৫ টাকা কেজি দরে বিক্রি করতে হয়েছে। সোমবার বাজারে আরও এক টাকা দাম কমেছে বলে তাঁর দাবি।

এদিন কালাগছে সর্বাধিক ১৪ টাকা কেজি দরে আনারস কেনাবেচা হয়েছে। ব্যবসায়ী মহম্মদ কামালউদ্দিন জানান, এবার উত্তরপ্রদেশে প্রায় ৪০ টন আনারস পাঠানো হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ছটের বাজারে সর্বাধিক ১৭ টাকা কেজি দরে কেনাবেচা হয়েছে। মহম্মদ খলিলুর রহমানের মাধ্যমে গৌরবপুরে প্রায় ৫০ টন আনারস যাওয়ার কথা রয়েছে। ব্যবসায়ী মাশুরাম সিংহের বক্তব্য, 'বাইরের সরবরাহকারীদের কাছ থেকে অডার্র থাকলেও সে তুলনায় বাজারে জোগান বেশি হওয়ায় দাম কিছুটা কমেছে।'

দাম না মেলায় উৎপাদন ও পরিবহণের খরচ সামলে শেষপর্যন্ত কতটা লাভ থাকবে, তা নিয়েই এখন চিন্তা। তবে এবার কি সত্যিই উৎপাদন বেড়েছে? চাষিদের একাংশ বলছেন, ছটপুজোর কথা ভেবে অনেকে আনারস চাষ করেন। ভিনরাজ্যে চাহিদা ও দাম তুলনামূলক বেশি থাকে। এবার উৎপাদন কিছুটা বেড়েছে বলেই দাম কম মিলছে, এমনটাই তাঁদের অনুমান।

টেন্ডার হলেও রাস্তা সেই তিমিরে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৯ নভেম্বর : দুর্গাপুজোর আগে ৬ কোটি টাকার টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও ইসলামপুর পুর এলাকার ৪৬টি রাস্তার কাজ এখনও শুরুই করতে পারেনি পুরসভা। বর্তমানে বিভিন্ন ওয়ার্ডের একাধিক রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। পুরসভার এমন উদাসীনতায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ শহরের বাসিন্দারা। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা স্বরূপ পালের কথায়, 'বিটুমেন উঠে রাস্তাজুড়ে পাথর ছড়িয়ে থাকছে। একটু অসাবধান হলেই বাইক স্কিড করছে। কর্তৃপক্ষের টনক কেন নড়ছে না জানি না।'

পুর বোর্ড সূত্রে খবর, ছটপুজোর আগে রাস্তাগুলির কাজ শুরু হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে রাস্তা নিয়ে দুর্ভোগ যে আরও বেশ কিছুদিন পোহাতে হবে, তা বলাই বাহুল্য। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোতি দত্তের প্রতিক্রিয়া, 'প্রথম পর্যায়ে ২২টি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৪টি রাস্তার টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। তবে নথিপত্রের সমস্যার জন্য ওয়ার্ক অর্ডার এখনও দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমরা চেষ্টা করছি, দ্রুত জটিলতা কাটিয়ে যাতে রাস্তাগুলির কাজ শুরু করা যায়।' পুর বোর্ড সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বিটুমেন দিয়ে রাস্তার কাজ বেশিদিন টেকসই হয় না বলে ৪৬টি রাস্তাই পেভার্স ব্লক দিয়ে নতুন করে তৈরি করা হবে। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মৃণাল সাহার কথায়, 'এই রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত রাস্তাটির সংস্কার প্রয়োজন।'

১৫ নম্বর ওয়ার্ডের শনি মন্দির থেকে শুরু করে প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত মূল রাস্তাটি বেহাল, ওই ওয়ার্ডেরই কিষান মান্ডির পিছন দিয়ে যাওয়া রাস্তাটিরও বেহাল দশা। ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ইসলামপুর হাইস্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তাটির অবস্থাও খারাপ। ওই ওয়ার্ডে ইসলামপুর গার্লস হাইস্কুলের সামনে দিয়ে ও মিডল স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তাটি অনেকদিন ধরেই বেহাল। ১২ নম্বর ওয়ার্ডে বটতলা কালী মন্দির থেকে শান্তিনগর রেলগেট সংলগ্ন শনি মন্দির পর্যন্ত রাস্তাটিও দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডে সৎসঙ্গ মন্দিরের সামনে দিয়ে সৎসঙ্গপাড়ায় ঢোকার রাস্তাটির হালও বলার মতো নয়। ১ নম্বর ওয়ার্ডে রাজ্য সড়ক থেকে দুর্গানগর ঢোকার রাস্তাটির অবস্থা নিয়েও বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। ওই এলাকার বাসিন্দা জিতেন সরকার বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি খানাখন্দে ভরে আছে। জানি না আদৌ আমাদের এই দুর্ভোগ মিটবে কি না।' পুর বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে শহরের ১৭টি ওয়ার্ডের মোট ৪৬টি রাস্তাকে চিহ্নিত করা হয়। যার মধ্যে ২২টি রাস্তার জন্য প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও কোনও অজানা কারণে কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হয়নি তা নিয়ে গুঞ্জন তুঙ্গে। বাকি ২৪টি রাস্তার কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া দুর্গাপুজোর আগে হয়ে গিয়েছে। এই ২৪টি রাস্তার জন্য বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা।

ক্ষোভ বাড়ছে ইসলামপুরে



ইসলামপুর পুর এলাকায় বেহাল রাস্তা।

অবশেষে অর্থ কমিশনের বরাদ্দ পঞ্চায়েত স্তরে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : দুই বছর পর রাজ্যের অর্থ কমিশনের টাকা পেল ত্রিস্তর পঞ্চায়েত। বরাদ্দের অঙ্কে রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকা পেয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা (৩৪.৭৯ কোটি)। বরাদ্দের তালিকায় সবচেয়ে নীচে পশ্চিম বর্ধমান। অর্থাৎ, সবচেয়ে কম টাকা পেয়েছে জেলাটি। তার ঠিক ওপরে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং তার ওপরে দার্জিলিং জেলা। মহকুমা পরিষদ রাজ্যের ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের ৭.২৫ কোটি টাকা পেয়েছে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাপক বিন্নাবাড়ি (১৫.৭৮ লক্ষ)।

মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ বললেন, 'তৃণমূল মহকুমা পরিষদের ক্ষমতায় থেকেও মাত্র একবার রাজ্য অর্থ কমিশনের টাকা দিয়েছিল। সেই টাকায় কী কাজ হয়েছে, তার হদিস নেই। ডাবল ইঞ্জিনের সরকার পরিষদে ক্ষমতায় নেই। তারপরও প্রকল্পের বরাদ্দ দিয়েছে। এই অর্থ পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়নে সাহায্য করবে।'

প্রতিবছর অর্থ কমিশনের টাকা পেতে কয়েকটি নিয়ম পালন করতে হয়। উল্লেখযোগ্য হল, বিগত বছরের

> **৭.২৫ কোটি পেল শিলিগুড়ি মহকুমা**

বরাদ্দের ৬০ শতাংশ খরচ করতে হবে। শেষ অর্থ বছরের তুলনায় প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে অন্তত ২ শতাংশ নিজস্ব আয় বৃদ্ধি করতে হবে (তবে এক্ষেত্রে রাজ্যের কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য নিয়মের শিথিলতা রয়েছে)। কিন্তু, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কিছু পঞ্চায়েত আয় সংক্রান্ত নিয়মটি মানতে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়াও, ক্যাগ রিপোর্টে বিরূপ প্রতিক্রিয়া থাকা চলবে না। সঠিক সময়ে নির্দিষ্ট পোর্টালে হিসেবনিকেশ আপলোড করতে হবে। তারপরও জনসংখ্যার কমবেশি হিসেবে বরাদ্দ পরিমাণে হেরফের হয়।

বরাদ্দ দুটি ভাগে বিভক্ত রয়েছে। মোট বরাদ্দের ৬০ শতাংশ কাজ শতধীন। নির্দিষ্ট সেই শর্তের বাইরে এই টাকা খরচ করা যাবে না। বাকি ৪০ শতাংশ শর্তহীন। অর্থাৎ সেই টাকা খরচে কোনও শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। তারপরও মোট বরাদ্দ দিয়ে কী কী কাজ করানো যাবে, সেটা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়া রয়েছে। এই প্রকল্পের বরাদ্দে মাটির কাজ হবে না। অডিটোরিয়াম তৈরি, বাজার শেড তৈরি, স্কুল, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র এবং একাধিক স্থানে পানীয় জলের সুবিধা দেওয়ার মতো পঞ্চাশটিরও বেশি কাজ করানো যাবে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন। মহকুমা পরিষদের এক আধিকারিক বললেন, 'রাজ্যের অর্থ কমিশনের টাকায় সরকারি সম্পত্তি তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি, মানুষের আয়ের উৎস তৈরি করা যেতে পারে।'

হাতির হানায় মৃত্যু

বীরপাড়া, ৯ নভেম্বর : রবিবার সন্ধ্যায় ঢেকলাপাড়া চা বাগানে এমনই পরিস্থিতিতে হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল শ্রমিক অজিত ওরাওঁয়ের (৪০)। গুরুতর জখম হয়েছেন জয়বীরপাড়ার বাসিন্দা রবার্ট ওরাওঁ। ওই দিন সন্ধ্যায় দলগাঁও রেঞ্জের একমাত্র গাড়িটি নিয়ে দলমণি এলাকায় হাতি তাড়াতে গিয়েছিলেন বীরপাড়া স্কোয়াডের কর্মীরা। সেই সময়ই ঢেকলাপাড়ায় হাতির হানার খবর আসে। কিন্তু বিকল্প গাড়ি না থাকায় সেখানে বনকর্মীদের পৌঁছাতে দেরি হয় বলে অভিযোগ। ততক্ষণে হাতির আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছেন অজিত। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়েন স্কোয়াডের বিট অফিসার সহদেব ওরাওঁ।



ক্রেতার অপেক্ষায়। সোমবার জলপাইগুড়িতে। ছবি : মানসী দেব সরকার

সদস্য সংগ্রহে জোর ভিএইচপি'র

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : রাজ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের হাওয়া লাগতেই সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। রাজ্যজুড়ে সংগঠনকে উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে চাইছেন নেতৃত্ব। এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে উত্তরবঙ্গ। যে কারণে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সংগঠনটি। আগামী ২২ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে যা চলবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সংগঠন সূত্রের খবর, এই বিশেষ কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'হিতচিন্তক যাত্রা'। শুধু সাধারণ প্রচার নয়, সরাসরি গণসংযোগের ওপর জোর দিচ্ছে ভিএইচপি।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অনুপকুমার মণ্ডলের বক্তব্য, 'মানুষের ঐক্যবদ্ধতা নতুন নজির তৈরি করেছে। সমাজের মধ্যে সেই বন্ধন অটুট রাখতে আমরা কাজ করছি। বিগত দিনের তুলনায় নারীদের ভয় কমেছে। তাঁরা মাথা উঁচু করে ঘুরছেন। তারপরও কিছু দেশবিরোধী শক্তি যাতে মাথাচাড়া না দেয়, আমরা সে ব্যাপারে সতর্ক করছি।'

সংগঠন সূত্রে খবর, এই কর্মসূচির অধীনে পরিষদের সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন। সাধারণ মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া এবং তাঁদের মতামত গ্রহণ করা হবে। সনাতন ধর্মের নানা আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে প্রতিটি পরিবারে। সেই সঙ্গে বিগত দিনের অর্থাৎ রাজ্যে পালাবদলের আগের সামাজিক অবস্থা এবং বর্তমান সরকারের জমানায় সামাজিক পরিস্থিতির কথা তুলে ধরবে ভিএইচপি। ২০ টাকার বিনিময়ে 'হিতচিন্তক' বা সদস্য হিসেবে নথিভুক্ত করা হবে আগ্রহীদের।

বর্তমানে উত্তরবঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নথিভুক্ত সদস্য সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ। তবে রাজ্যে পালাবদলের পর সাধারণ মানুষের মধ্যে সংগঠনের প্রতি আগ্রহ ও সদস্য হওয়ার প্রবণতা অনেকটাই বেড়েছে বলে দাবি নেতৃত্বের। এমন উৎসাহকে কাজে লাগিয়ে শুধু উত্তরবঙ্গ থেকেই ১০ লক্ষ নতুন সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তনের পর থেকেই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির গতিবিধি ও কার্যকারিতা নজরকাড়াভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী ২২ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর, ১৫ দিনের এই 'হিতচিন্তক যাত্রা' উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেদিকেই নজর বিভিন্ন মহলের।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণীর

নকশালবাড়ি, ৯ নভেম্বর : দীপাবলির রাতে বাইক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক তরুণী। জখম এক তরুণ। রবিবার রাত দেড়টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে নকশালবাড়ি-পানিঘাটা রাজ্য সড়কের তড়িবাড়ি মোড় এলাকায়। মৃতের নাম বন্দনা রাই। জখম তরুণের নাম শিবু প্রধান। দুজনেই বেলগাছি নিরপানি এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই দুজন বাইকে চেপে নকশালবাড়ি থেকে বেলগাছির দিকে যাচ্ছিলেন। তখন বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কালভার্টের নীচে পড়ে যায়। রাস্তার পাশে বাইক সহ দুজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান পথচলতি ব্যক্তিরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বাইক সহ দুজনকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক বন্দনাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শিবু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

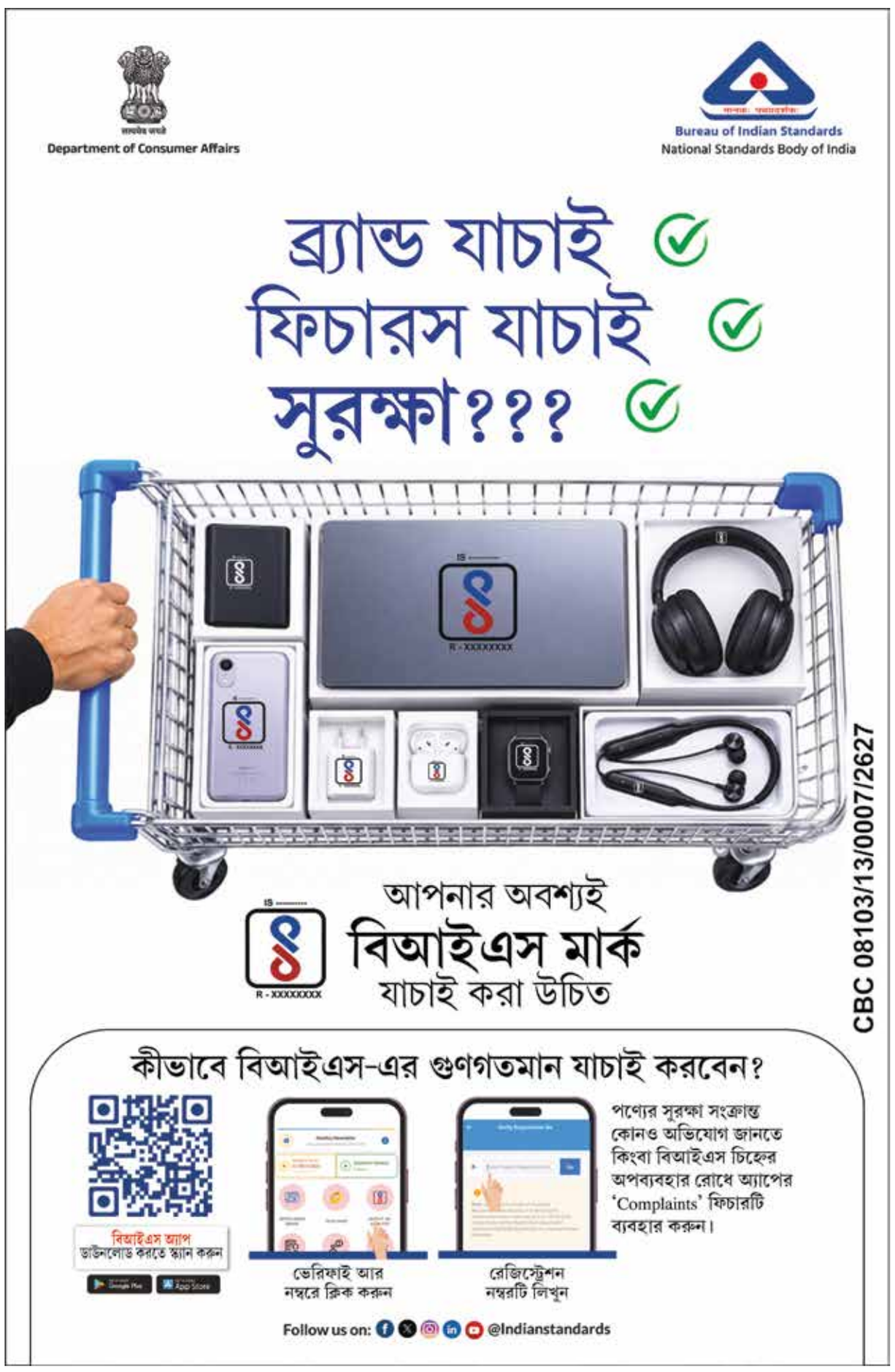
পুড়ে ছাই তিনটি ঘর

চোপড়া, ৯ নভেম্বর : চোপড়া ব্লকের ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিপাড়ায় সোমবার রহমান আলির বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে তিনটি ঘর পুড়ে ছাই হয়। খবর পেয়ে ইসলামপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকল পৌঁছানোর আগেই আগুনে পুড়ে ঘর ছাই হয়ে যায়। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত, তা স্পষ্ট হয়নি। কারণ জানতে তদন্ত করছে পুলিশ।

৩৯ জনের রক্তদান

চোপড়া, ৯ নভেম্বর : চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের জ্যোতিনগর কলোনিতে শচীন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাবের উদ্যোগে সোমবার রক্তদান শিবির হয়। শিবিরে ৩৯ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। দুঃস্থদের হাতে কম্বলও তুলে দেওয়া হয়।





রাস্তাই ডাম্পিং গ্রাউন্ড

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৯ নভেম্বর : খড়িবাড়িতে রাস্তাই এখন ডাম্পিং গ্রাউন্ড। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। রাস্তার ওপর চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে পচা সবজি, মাছ-মাংসের বর্জ্য। দুর্গন্ধে নাভিশ্বাস উঠছে খড়িবাড়ি বাজারের সুকান্তপল্লি এলাকার বাসিন্দা ও পথচলতি মানুষের। অভিযোগ, এ ব্যাপারে পঞ্চায়েতের জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ, ব্যবসায়ী সমিতি কিংবা হাটবাবুর কোনও হেলদোল নেই। যদিও দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন খড়িবাড়ি-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিমল সিংহ। তিনি বলেন, 'বহুবার হাটবাবু, ব্যবসায়ী সমিতিকে বিষয়টি বলা হয়েছে। দু-মাস আগেও আর্থমুভার দিয়ে রাস্তা ও সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছিল। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের গাড়ি চালানো যাচ্ছে না। পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে একটি বর্জ্য ফেলার গাড়ি চালানো হচ্ছে। দ্রুত ওই এলাকার আবর্জনা ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

ঢাকঢোল পিটিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উদ্যোগে খড়িবাড়িতে সলিড ও লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু



- ডুমুরিয়া এলাকায় জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে আবর্জনা নিয়ে যেতে চারটি হাইড্রলিক টোটো কেনা হয়, এখন তিনটি বিকল।
- অভিযোগ, প্রশাসনের নজরদারির অভাবে খড়িবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে

হয়েছিল। বুড়াগঞ্জের ডুমুরিয়া এলাকায় জঞ্জাল প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে আবর্জনা নিয়ে যাওয়ার জন্য চারটি হাইড্রলিক টোটো কেনা হয়। এখন তিনটি বিকল। অভিযোগ, পঞ্চায়েতের বর্জ্য অপসারণের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও সচেতনতা এবং প্রশাসনের নজরদারির অভাবে খড়িবাড়ি বাজার সংলগ্ন এলাকা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পরিণত হয়েছে। আর এতেই ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী।

খড়িবাড়ি বাজারের বাসস্ট্যান্ড থেকে সুকান্তপল্লি যাওয়ার মূল রাস্তার ওপর প্রতিদিন বাজারের সমস্ত আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এছাড়া প্রতি সোমবার ও শুক্রবার হাটের পচা সবজি, দোকানদারদের ও পার্শ্ববর্তী বাড়ির আবর্জনা সুকান্তপল্লিগামী রাস্তার পাশে ফেলা হচ্ছে। এই পথ দিয়ে সুকান্তপল্লি, নেতাজিপল্লির বাসিন্দারা তো বটেই হিন্দি হাইস্কুল ও প্রাইমারি স্কুলের কয়েকশো পড়ুয়াও যাতায়াত করে। পরিস্থিতি এমনই যে তাদের নাকে রুমাল দিয়ে যাতায়াত করতে হয়।

খড়িবাড়ি হিন্দি হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মহম্মদ ইকবাল বলে, 'স্কুলে যাওয়ার পথে চরম দুর্গন্ধ ও আবর্জনায় নাজেহাল হতে হয়।'

স্থানীয় বাসিন্দা মিন্টু মালাকারের অভিযোগ, 'এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। পাশেই স্কুল এবং জনবসতি। পঞ্চায়েত থেকে বাড়ি ও দোকানের বর্জ্য সংগ্রহের গাড়ির ব্যবস্থা করা হলেও বেশ কিছু অসাধু ব্যবসায়ী নিয়ম না মেনে রাস্তার ওপর আবর্জনা ফেলছেন।'

সুকান্তপল্লির দীপায়ন চতুর্বেদীর কথায়,'প্রায় এক-দেড় বছর ধরে এমন অবস্থা। হাটের পচা টমেটো, মাংস ও মাছের বর্জ্য, নোংরা জল রাস্তায় ফেলায় অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখানে অনেকে প্রকাশ্যে মূত্রত্যাগও করছেন।'



শেষবেলার দর্শন।। গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন অঙ্কুর রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

উচ্ছেদ রুখতে ফের একজোট

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৯ নভেম্বর : উচ্ছেদের নোটিশ ঘিরে ফের একজোট লাটাগুড়ি। রাজনৈতিক মতাদর্শের ফারাক সরিয়ে এবার একই মঞ্চে বিজেপি ও সিপিএম। পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে কংগ্রেসও। লক্ষ্য একটাই, রেলের উচ্ছেদ অভিযান রুখে বসতভিটে বাঁচানো। লাটাগুড়ি স্টেশনপাড়ার ২০০-র বেশি পরিবারের মাথার ওপর যখন উচ্ছেদের খাঁড়া ঝুলছে, তখন পুরোনো আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকেই হাতিয়ার করতে চাইছেন বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে উচ্ছেদবিরোধী সংগ্রাম কমিটি। রেলের নোটিশের জবাবে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে।

লাটাগুড়ি স্টেশনপাড়ায় কয়েক দশক ধরে বসবাস করছে ২০০-র বেশি পরিবার। অনেকেরই পূর্বপুরুষের আমল থেকে সেখানে বসবাস। ২০১২ সালে স্টেশনের উন্নয়নের জন্য এই এলাকা থেকে বহু পরিবারকে সরানোর উদ্যোগ নিয়েছিল রেল। সেই সময় রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে তৃণমূল, সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেস একসঙ্গে আন্দোলনে নেমেছিল। শেষপর্যন্ত পিছু হটতে হয় রেলকে। দীর্ঘ ১৪ বছর পর ফের একই পরিস্থিতির মুখোমুখি বাসিন্দারা।

সম্প্রতি রেলের তরফে নোটিশ পাঠিয়ে বাসিন্দাদের আলিপুরদুয়ারে ডিআরএম অফিসে হাজির হতে বলা হয়। সেইমতো গত ৬ নভেম্বর নোটিশ পাওয়া বাসিন্দারা রেল আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন। গ্রামবাসীর দাবি, সেখানে তাঁদের রেলের জমি দখল করে অবৈধভাবে বসবাসের বিষয়টি লিখিতভাবে জানাতে বলা হয়। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে রেল উচ্ছেদ অভিযান চালালে কোনও বাধা দেওয়া হবে না, এমন লিখিত সম্মতিও চাওয়া হয়। এই প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে আলোচনা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন বাসিন্দারা। এরপরই আন্দোলন সংগঠিত করতে তৈরি হয় উচ্ছেদবিরোধী সংগ্রাম কমিটি। আগামী ১১ নভেম্বর ফের বহু বাসিন্দাকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিটির সম্পাদক তথা স্থানীয় সিপিএমের পঞ্চায়েত সদস্য মনা বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'আগের নোটিশের পর সোমবার থেকে ফের নতুন করে ১১ নভেম্বর বহু গ্রামবাসীকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে আলিপুরদুয়ারে।'

কমিটির অন্যতম সদস্য তথা বিজেপির ২০/২৩৪ নম্বর বুথ সভাপতি সুমিত দে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে বাসিন্দারা এই এলাকায় রয়েছেন। এতদিন কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। এখন আচমকা কেন নোটিশ দেওয়া হচ্ছে? এলাকার বেশিরভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন।



- ২০০-র বেশি পরিবারের মাথার উপর উচ্ছেদের খাঁড়া, রেলের নোটিশে আতঙ্ক
- আন্দোলনের ময়দানে বিজেপি-সিপিএম, পাশে থাকার আশ্বাস কংগ্রেসেরও
- ২০১২-র মতো এবারও দলমতনির্বিশেষে প্রতিরোধ গড়ার প্রস্তুতি

উন্নয়নমূলক কাজের জন্য রেলের জমি প্রয়োজন হলে সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু বাসিন্দাদের সরাতে হলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

সংগ্রাম কমিটির যুগ্ম সম্পাদক তাপস বিশ্বাস বলেন, 'উন্নয়নমূলক কাজে রেলের জমি প্রয়োজন হলে সেই জমি অবশ্যই ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে অনৈতিকভাবে গোটা গ্রামের বাসিন্দাদের সরিয়ে দেওয়া কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

এদিকে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

রাসমেলার উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

কোচবিহার, ৯ নভেম্বর : ২৪ নয়, ২৫ নভেম্বর কোচবিহার আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ফলে রাজ আমলের প্রথা মেনে ২৪ নভেম্বর রাসপূর্ণিমার দিন রাস উৎসবের উদ্বোধন হলেও গত কয়েকবছরের মতো এবারও রাসমেলার উদ্বোধন হবে তার পরের দিন অর্থাৎ ২৫ নভেম্বর। মুখ্যমন্ত্রী সেদিন মেলার উদ্বোধন করবেন। পাশাপাশি, সেদিন তিনি এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং জেলা সংশোধনাগারও পরিদর্শন করবেন। রাসমেলায় মুখ্যমন্ত্রীর আসাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের তরফে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে রাসমেলা নিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে বিধায়ক তথা রাজ্যসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করতে চলেছেন বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। জেলা শাসক

কোচবিহার

জিতিন যাদব বলেন, '২৫ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারে আসবেন। ২৪ নভেম্বর রাস উৎসবের উদ্বোধন ও ২৫ নভেম্বর মেলার উদ্বোধন হবে।' কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে কোচবিহারে উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যতম বৃহৎ রাসমেলা অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবছর। অন্যবার শুধু পুরসভা পরিচালনা করলেও এবার পুরসভা ও প্রশাসন মিলিতভাবে রাসমেলা পরিচালনা করবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

বিশেষ সূত্রে খবর, প্রথা মেনে জেলা শাসককে পুজো করে রাস উৎসবের উদ্বোধন করতে হয়, সেজন্য অনেকটা সময় লাগে। অপরদিকে, মেলা শুরুর দিন থেকে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী সাগরদিঘিতে প্রশাসনের তরফে রবীন্দ্রসংগীত ও ভক্তিগীতি বাজানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জেলা শাসক বলেন, 'মেলার ১৫ দিন তো থাকবেই। পাশাপাশি আমরা এটাকে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি।'

মন্ত্রীর নির্দেশই সার

হোটেল, লজে ঠুঁটো আইন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : চলতি বছরের ২০ অগাস্টের কথা।

শিলিগুড়ি শহরজুড়ে হোটেল, গেস্টহাউস থেকে নার্সিংহোম, মলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায় কোনও খামতি থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যে দূর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। কাগজপত্র ঠিক না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি সিল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন। সেজন্য বিশেষ কমিটি গঠন করা হলেও কাজের কাজ আখেরে কিছুই হয়নি।

অভিযানের মাসতিনেক পর সোমবার শহর ঘুরে দেখা গেল, পরিস্থিতি সেই তিমিরে। জংশন থেকে জলপাই মোড়ের হোটেলে কোথাও অবৈধভাবে তৈরি কনফারেন্স হল, কোথাও পার্কিংয়ের জায়গায় রিসেপশন- সবমিলিয়ে দমকল দপ্তরকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে কারবার। সরকারি ট্যুরিস্ট লজ মৈনাকেও সমস্যা মেটেনি।

মাসপাঁচেক আগে সন্তোষী মোড় সংলগ্ন একটি হোটেলে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে অভিযান চালিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন দমকলকর্মীরা। দেখা যায়, ঘরগুলোর মধ্যে যাওয়া-আসার রাস্তা একেবারে সংকীর্ণ। এরমধ্যেই পার্কিংয়ের জায়গায় রিসেপশন চালু করে রাখা হয়েছে। দমকলের তরফে বিপজ্জনকভাবে নির্মিত ওই রিসেপশন সরিয়ে নেওয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি। জলপাই মোড় সংলগ্ন বিলাসবহুল হোটেলে ছাদের একটি অংশে কনফারেন্স রুম তৈরির বিষয়টি আগেরবার অভিযানে নজরে এসেছিল। কনফারেন্স রুমটি একই



লজের তলায় খাবার দোকান।

জায়গায় রয়েছে।

এদিন মৈনাক ট্যুরিস্ট লজে গিয়ে দেখা গেল, অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত কোনও সুব্যবস্থা নেই। জলের রিজার্ভার কি এতদিনেও তৈরি হয়নি? লজ কর্তৃপক্ষ জানাল, তারা যাবতীয় তথ্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছে। টেকনিকাল টিম বিষয়টি দেখছে। প্রশ্ন উঠছে, তারাপীঠ ও কলকাতায় পরপর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পরও সরকারি সম্পত্তিতে সুরক্ষায় নজর দেওয়া হল না?

শিলিগুড়ি জংশনের একাধিক হোটেল, লজে অনিয়মের ছবি সামনে আসছে। বেশ কয়েকটির নীচে মিষ্টির দোকানে দেদারে বিক্রিবাটা চলছে। এদিন কথা হচ্ছিল একটি লজের মালিকের সঙ্গে।

ইমার্জেন্সি গেট নেই কেন? হোটেল থেকে বেরোনোর মাত্র একটাই রাস্তা? কোনওভাবে নীচের দোকানটিতে আগুন লাগলে লজে থাকা মানুষ কীভাবে বাঁচবেন?'

প্রতিবেদকের প্রশ্নে আমল না দিয়ে ওই লজ মালিকের কথা, 'ওসব কিছু হবে না।'

পালটা প্রশ্ন করা হল, 'লজে কি কোনও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে?' উত্তর দিতে পারলেন না সেই ব্যক্তি।

গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষের বক্তব্য, 'জংশন এলাকায় বেশকিছু লজ এবং হোটেল এখনও অবৈধভাবে চলছে। প্রশাসনের অবশ্যই বিষয়টি দেখা উচিত।'

পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের কথায়, 'একটা বিষয় লক্ষ করেছি, কোনও বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা হয়, তখন সবাই সেটা নিয়ে উৎসুক হয়ে পড়েন। পরে ইস্যু থিতিয়ে গেলে আইনভঙ্গকারীরা ভাবেন, এভাবেই তাঁরা চলতে থাকবেন। তবে সেটা কিন্তু হবে না। পুর এলাকার মধ্যে এমন হোটেল কিংবা লজ থাকলে পুরনিগম দেখবে। শহর সংলগ্ন এলাকায় হলে ও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের আওতায় থাকলে দেখবেন জলপাইগুড়ির জেলা শাসক।'

'চোরচুন্নি'র ঐতিহ্য রক্ষার প্রচেষ্টা

জটেশ্বর, ৯ নভেম্বর : স্মার্টফোনের যুগে হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতিকে বাঁচাতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন আলিপুরদুয়ারের জটেশ্বর বাজার এলাকার ধ্যানারপুল গ্রামের বাসিন্দা ও শিশুশিল্পীরা। বিলুপ্তপ্রায় 'চোরচুন্নি' গান ও খেলাকে টিকিয়ে রাখতে দৃষ্টান্ত গড়লেন তাঁরা। আদিবাসী সমাজে কালীপুজোর পরের দিন 'দেউসি' বা 'ধাউচি' নাচ হয়। রাজবংশী সমাজে এই প্রথা 'চোরচুন্নি' নামে পরিচিত। সোমবার এই খেলায় মেতে ওঠেন ধ্যানারপুল এলাকার কলাকুশলীরা।

গ্রাম ঘুরে ওই বিশেষ নাচ-গান পরিবেশন করা হয়। গান শেষে প্রতি বাড়ি থেকে চাল, ডাল, আলু ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। পরে সংগৃহীত সামগ্রী দিয়ে একসঙ্গে ভোজের আয়োজন করার প্রথা আছে। এই গান মূলত চোর ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রচিত। গল্পে একজন চুরি করে সংসার প্রতিপালন করতেন। চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে তাঁকে মার ও চরম অপমানের মুখোমুখি হতে হয়।

সেই পরিস্থিতিতে বেকার স্বামীকে চুরি ছেড়ে সৎপথে সামাজিক কাজ করে উপার্জনের আবেদন জানান তাঁর স্ত্রী। এই কথোপকথনই নির্দিষ্ট সুরে গেয়ে শোনান শিল্পীরা। ভাষা ও সংস্কৃতির গবেষক ও লেখকদের একাংশের মতে, এই গান একদিকে লৌকিক জীবনকে ফুটিয়ে তোলে, অন্যদিকে পরোক্ষভাবে রাধাকৃষ্ণের জীবনদর্শনকে তুলে ধরে।

স্লোগান প্রকাশ

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : চলতি বছরের ঘুম উইন্টার ফেস্টিভাল অনুষ্ঠিত হবে স্যালামান্ডার থিমের উপর। এবারের ফেস্টিভালের আনুষ্ঠানিক স্লোগান হল, 'ঘুম কা ভাইব, স্যালামান্ডার ট্রাইব'। সেখানে স্যালামান্ডার 'টাইলো'-কে দেখা যাবে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের স্টেশনগুলি জুড়ে ২৮ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ফেস্টিভাল চলবে। সোমবার ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী ফেস্টিভালের স্লোগান সম্পর্কে জানান।

বাজির আগুনে পুড়ল ছাদের গুদাম

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : সোমবার রাতে একটি তিনতলা বাড়ির ছাদে থাকা গুদাম অগ্নিকাণ্ডে পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উড়ে আসা বাজির আগুন থেকে গোডাউনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পুরনিগমের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সর্বমঙ্গলা রোডে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকা ওই গোডাউনের আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে দমকলকর্মীদের। পরিস্থিতি এমনই হয় যে আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য দুই পাশের বাড়ির ছাদ দমকলকর্মীদের ব্যবহার করতে হয়েছে। সবমিলিয়ে, প্রায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিনের সহায়তায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। বিষয়টা খতিয়ে দেখছে দমকল বিভাগ। এই ঘটনায় ওই বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, তিনতলার ওপরে ওই গোডাউন তৈরি করা হলেও তাতে অগ্নিনির্বাপণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এমনকি বিষয়টা নিয়ে স্থানীয়রা একাধিকবার সরব হলে বাড়ি মালিকের সঙ্গে তাঁদের ঝগড়া হয়। এমনকি ছাদ ছাড়াও তিনটে তলাতেই মুদিখানার জিনিসপত্র রেখে গোডাউন হিসেবে



দাউদাউ করে জ্বলছে ছাদের ওপরে গুদাম। সর্বমঙ্গলা রোডে।

ব্যবহার করা হচ্ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ ও পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। অমিত বলেন, 'বিগত বোর্ডের সময় এধরনের বহু অনিয়ম হয়েছে। সেগুলো সব তদন্তের আওতায় আনা উচিত।'

শংকর বলেন, 'বেশকিছু অভিযোগ উঠেছে। তবে তদন্ত না করেই সিদ্ধান্তে আসা ঠিক নয়। এই ধরনের একটাকে ধরতে পারলেই বাকিগুলো বেরিয়ে আসবে। কমিশনারকে বলে দিয়েছি, এধরনের বিষয়গুলি কড়াভাবে দেখছেন।'

স্থানীয় বাসিন্দা অভিজিৎ হেলার কথায়, 'এই বাড়িতে শুধু একজন নিরাপত্তারক্ষী থাকেন। আজ সন্ধ্যায় আগুন দেখে ওই বাড়ির সামনে ছোটোছুটি শুরু হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর নিরাপত্তারক্ষীও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। এরপরই ওপরে তাকিয়ে দেখি, দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।'

এদিকে, আগুনের তেজে সংলগ্ন একটি বাড়ির দেওয়ালও সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ওই বাড়িতে এক হৃদরোগী থাকেন। আগুন দেখে তাঁকে তড়িঘড়ি পরিবারের সদস্যরা নামাতে যান। সেসময়ে পড়ে গিয়ে আহত হন তিনি।

কাছেই বাড়ি থাকায় ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হন পুরনিগমের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার মানিক দে। দমকল ও বিদ্যুৎ দপ্তরকে তিনিই খবর দেন। মানিকের কথায়, 'বাড়ির নীচে পার্টসের দোকান রয়েছে। প্রথম তলাটা থাকার জায়গা। মালিক না থাকায় ওই বাড়িতে একজন নিরাপত্তারক্ষী থাকেন। আমি জানি, ওপরে ওরা কিছু ফার্নিচার মজুত করে রেখেছিল। সেটাই জ্বলে গিয়েছে।'

চাকুলিয়ার ত্রাণ ভবন যেন ভূতুড়ে বাড়ি

বাড়ছে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৯ নভেম্বর : বিপদের দিনে সাধারণ মানুষের আশ্রয় ও জরুরি সহায়তার জন্য তৈরি হয়েছিল চাকুলিয়ায় সরকারি ত্রাণ ভবন। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে প্রশাসনের চূড়ান্ত অবহেলা আর রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে সেই সুরক্ষাস্থলই আজ যেন পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ির রূপ নিয়েছে। গোয়ালপোখর-২ ব্লকের চাকুলিয়া হাইস্কুল সংলগ্ন সুধানি নদীর গা ঘেঁষে এই ত্রাণ ভবনটি অবস্থিত।

বাম আমলে নির্মিত এই ভবনটিতে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ সংযোগ নেই। ফলে সন্ধ্যা নামলেই গোটা চত্বরে নেমে আসে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভবনটি এখন দুষ্কৃতী ও সমাজবিরোধীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা আশিফ রেজা বলছেন, 'প্রশাসনের চোখের সামনে একটি সরকারি সম্পত্তি এভাবে নষ্ট হচ্ছে, অথচ কোনও পদক্ষেপ নেই।' স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সূর্যাস্তের পরেই সেখানে শুরু হয় বহিরাগতদের আনাগোনা। নানা অসামাজিক কাজকর্ম চলে। বসে নেশার ঠেকও। সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় হল, ভবনের ঠিক পাশেই রয়েছে চাকুলিয়া হাইস্কুল। এ নিয়ে উদ্বেগে থাকেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। সন্ধ্যার পর ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে ভয় পান স্থানীয় মহিলারা। সরকারি এই ভবনটি বর্তমানে চরম অবহেলার শিকার। ভবনের ভেতরে ও বাইরে স্তূপ করে রাখা হয়েছে জ্বালানির শুকনো খড়। দেওয়ালে অবাধে দেওয়া হচ্ছে ঘুঁটে। সব মিলিয়ে ভবনের চারপাশ ঘিরে গড়ে উঠেছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সুব্রত সাহা নামে এক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'অবিলম্বে আলোর ব্যবস্থা করা উচিত। পুলিশি টহলদারি দরকার। ভবনটির দ্রুত সংস্কারও করতে হবে।'

চাকুলিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাসুদেব দে ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, 'ভবনটি এভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে না রেখে সরকারি কোনও কাজে লাগানো হোক। অথবা স্কুলের হাতে তুলে দেওয়া হোক। এর আগে স্কুলে একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে।

> **ভবনটি এভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে না রেখে সরকারি কোনও কাজে লাগানো হোক। অথবা স্কুলের হাতে দেওয়া হোক।**
>
> **বাসুদেব দে**
> প্রধান শিক্ষক,
> চাকুলিয়া হাইস্কুল

সমাজবিরোধীদের বাড়বাড়ন্তে আমরা চরম উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।'

অভিযোগ স্বীকার করে চাকুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিবি তাজকেরা খাতুন বলেছেন, 'নিয়মিত দেখাশোনার লোক না থাকায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।' এদিকে, চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনোয়ার আলম আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। সরকারি সম্পত্তি রক্ষা এবং স্থানীয়দের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে দ্রুত ভবনটির প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।



চাকুলিয়ার পরিত্যক্ত ত্রাণ ভবন।

অস্তিত্ব সংকটে লছকা নদী, দেখা নেই মাছের

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৯ নভেম্বর : কালীপুজো শেষ। অথচ এখনও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন কাউয়াখাড়িতে লছকা নদীতে পড়ে রয়েছে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো। শুধু তাই নয়, এলাকার আবর্জনা ও বর্জ্য ফেলা হচ্ছে নদীর বুকে। এর জেরে নদীর জল ব্যাপক দূষিত হচ্ছে। একসময় যে নদীতে প্রচুর সংখ্যক মাছ পাওয়া যেত, এখন তা কার্যত অদৃশ্য। তখন মাছ ধরে এলাকার অনেক মানুষ জীবিকানির্বাহ করতেন। সেই চেনা ছবি বদলে গিয়েছে। এ ছাড়া অবৈধভাবে নদীর পাড় দখল হয়ে যাচ্ছে। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। নদীর স্বাভাবিক পরিবেশ ও জলজ জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নদী প্রায় নালায় পরিণত হয়েছে। না আছে জল, না আছে মাছ। এক কথায় অস্তিত্বের সংকটে লছকা নদী। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের নজরদারির জোরালো দাবি উঠছে। অন্যথায় উত্তরবঙ্গের মানচিত্র থেকে নদীটি বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য।

সোমবার কাউয়াখাড়িতে গিয়ে দেখা গেল, মেডিকেল কলেজ মোড় সংলগ্ন ফাঁসিদেওয়া সড়কের লছকা সেতুর পাশে নদীতে পড়ে রয়েছে বেশ কিছু দুর্গা প্রতিমার কাঠামো। স্থানীয় বাসিন্দা জয়মণি রায় জানালেন, স্থানীয় একটি পুজো কমিটি এখানে বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু পরিষ্কার করেনি। আবর্জনা ফেলতে ফেলতে নদীতে আর সেভাবে জল নেই। ধনঞ্জয় সিংহ নামে এক প্রবীণ বাসিন্দা আক্ষেপের সুরে বললেন, 'একসময় নদীর জলে মিলত কালবোস, দাঁড়কিনা, শোল, মাগুরের মতো নানা প্রজাতির মাছ। নদীকে ঘিরে ছিল স্থানীয় মানুষের



নদী নাকি নালা, বোঝা দায়। কাউয়াখাড়িতে।

জীবন-জীবিকা। আমরা রাতে লণ্ঠন নিয়ে মাছ ধরতাম। সকালে বাজারে বিক্রি করতাম। এখন মাছ হারিয়ে গিয়েছে।'

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লছকার চেনা ছবি ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে চলা এই নদীর বেশ কিছু অংশ সিমেন্টের খুঁটি ও বেড়া দিয়ে দখল করেছিল একটি সংস্থা। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রকাশ পেতেই অবশ্য দখলমুক্ত হয়। কিন্তু এভাবে কতদিন? প্রশাসনের নজরদারি কোথায়, এই প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা। বাউনিভিটার হেমন্ত সিংহ স্মৃতিমন্থন করে বলেন, 'ভাদ্র মাসে নদীর জল কমে গেলে কচুরিপানা সরিয়ে টিনের সঙ্গে রশি বেঁধে জলসেচ করে মাছ ধরতাম। এখন তো নদীতে জলই থাকে না, মাছ থাকবে কোথায়। নদীর পাড় দখল হচ্ছে। আবর্জনা ফেলায় নদী দূষণে জর্জরিত হয়ে গিয়েছে।'

নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা পরিবেশপ্রেমী বিপ্লব রায়ের কথা, 'একসময় তারাবাড়ি ফরেস্ট থেকে লছকার উৎপত্তি হয়। বর্তমানে আবর্জনা ফেলে, দখল করে আর নদীতে জল নেই, মাছ নেই। কিছুদিন আগেও যেসব মাছ পাওয়া যেত, সেগুলো মাছশিকারিদের লোভে শেষ হয়ে গিয়েছে। মাছশিকারিরা কীটনাশক ব্যবহার করছে এবং বিদ্যুতের শক দিয়ে মাছ মারায় জলজ পোকারও মৃত্যু হচ্ছে। নদীর পাড়ে একের পর এক বহুতল হচ্ছে। জনবসতি বাড়ছে। ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়ায় জলস্তর নীচে নেমে গিয়েছে। ফলে লছকায় জল থাকছে না। এরকম চলতে থাকলে লছকার মতো ছোট নদীগুলির মৃত্যু হবে।'

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রশাসনের উচিত নদীর সীমানা চিহ্নিত করা, দখল হয়ে যাওয়া অংশের প্রকৃত অবস্থা খতিয়ে দেখা, দূষণের উৎস চিহ্নিত করা এবং নদীর জল ও মাছের প্রজাতি নিয়ে বৈজ্ঞানিক স



যৌন নির্যাতন

পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানা এলাকায় ৮ বছরের নাবালিকাকে খেলার সময় তুলে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।



ক্ষতিপূরণ

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনায় ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে মঙ্গলবার দেখা করে আর্থিক সাহায্য করবেন মুখ্যমন্ত্রী।



সততার নজির

পুলিশের ডাকে বর্ধমানে এসে চুরি যাওয়া মোবাইল ফেরত দিলেন বাংলাদেশি এক নাগরিক। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ চত্বর থেকে হারিয়ে যাওয়া ফোনটি নওদার দোকান থেকে কিনেছিলেন তিনি।



শান্তি কামনায়

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ও বিশ্বশান্তির কামনায় তারাপীঠে মা তারাকে পুজো দিলেন দুই দেশের কয়েকজন বাসিন্দা। মন্দির চত্বরে মিলল দুই দেশের মানুষের ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের ছবি।

কালিম্পংয়ে জেলা, মালে বিশেষ সংশোধনাগার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : দীর্ঘ কয়েক বছর অপেক্ষার পর অবশেষে কালিম্পংয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জেলা সংশোধনাগার (ডিস্ট্রিক্ট জেল) গড়তে চলেছে রাজ্য সরকার। ২০১৮ সালে পাহাড়ে কালিম্পং পৃথক জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, এর আগে সংশোধনাগার তৈরির বিষয়ে একাধিকবার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েও তা ফাইলবন্দি ছিল। রাজ্যে পালাবদলের পর কালিম্পংবাসীর দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণে এবার জরুরি পদক্ষেপ করেছে নতুন সরকার। পাহাড়ি এলাকায় প্রতিনিয়ত বন্দিদের ক্রমবর্ধমান চাপ ও আইনি ব্যবস্থার কথা মাথায় রেখে কালিম্পংয়ের পাশাপাশি মালবাজারেও একটি বিশেষ সংশোধনাগার গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কারা দপ্তর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই কালিম্পংয়ে ডেলোর কাছে হোম স্কুল এলাকার কাছাকাছি প্রায় ২ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে এবং রাজ্যের কারা দপ্তরের ডিজি স্বয়ং ওই প্রস্তাবিত এলাকা পরিদর্শন করে আসায় কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরেই নতুন এই জেলা সংশোধনাগার নির্মাণের কাজ শুরু হবে।

দপ্তর সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, বর্তমানে কালিম্পং জেলায় একটিমাত্র সাব জেল বা উপ-সংশোধনাগার রয়েছে, যেখানে বন্দি ধারণক্ষমতার অভাব রয়েছে। বর্তমান ছোট ওই সাব জেলে প্রায় ৬০ জন বন্দি থাকলেও সেখানে অতিরিক্ত চাপের কারণে নানা সমস্যা তৈরি হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রায় ২০০ জন বন্দি থাকতে পারে এমন পরিকাঠামো বিশিষ্ট নতুন জেলা সংশোধনাগার গড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ডুয়ার্সের মালবাজার এলাকাতেও বন্দিদের চাপ সামলাতে একটি বিশেষ সংশোধনাগার নির্মাণের ভাবনা রয়েছে প্রশাসনের। পাহাড়ি ও জঙ্গলেঘেরা এই দুই জনবহুল অঞ্চলে নতুন কারাগার তৈরি হলে দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

আলোতে ঢাকে না আঁধার



কালীপুজো ও দীপাবলিতে যখন পৃথিবী মেতে উঠেছে উৎসবে, তখন দক্ষিণ কলকাতার এক বাসস্ট্যান্ডে আশ্রয় নেওয়া এই গৃহহীন মা ও শিশুর শুধুই বেঁচে থাকার আরেকদিনের কঠিন লড়াই চলল। উৎসবের কোনও ছোঁয়া নেই এদের দৈনন্দিন জীবনে। সমাজের এই তীব্র বৈষম্য তিলোত্তমার বিষণ্ণ বাস্তব।

সনাতনের জাগরণে শব্দবাজির দাপট

সাফাই মুখ্যমন্ত্রীর, ভিন্ন সুর অগ্নিমিত্রার মুখে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : রাতভর কলকাতা সহ রাজ্যজুড়ে চলল 'শব্দদানব'-এর তাণ্ডব। সেই তাণ্ডবের হাত থেকে রেহাই পেল না হাসপাতালের সাইলেন্স জোন থেকে শুরু করে বয়স্ক ও শিশুরাও। শব্দবাজির দাপটের মধ্যেই বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে রাস্তায় নামতে হল পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালকে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মতে, আসলে এটা সনাতনের জাগরণ। ফলে শব্দবাজি ইস্যুতে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকার সমালোচনার পাশাপাশি শাসক দলের অভ্যন্তরে সমন্বয়ের অভাবটিও প্রকট হয়েছে বলে মনে করছেন প্রশাসনের একাংশ।

কালীপুজোয় এবছর শব্দবাজির তাণ্ডব নিয়ে আশঙ্কা ছিল খোদ পুলিশেরই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রাত ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে বাজি পোড়ানোর সময়সীমা কাগজকলমে থেকে যাবে, তেমনই আশঙ্কা করেছিলেন সাধারণ নাগরিক থেকে প্রশাসনের কর্তারাও। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী আগেই বলেছিলেন, 'কালীপুজোয় বাজি ফাটবে না তো কী হবে? বাজি ফাটবে না, আলো জ্বলবে না, এটা কি ইসলামিক দেশ নাকি?' ফলে কালীপুজোর রাতে সময় যত গড়িয়েছে শব্দবাজির তাণ্ডব ততই লামাগছাড়া হয়েছে। এমনকি হাসপাতালের মধ্যেও বাজি ফাটানোর অভিযোগ উঠেছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী হাসপাতালের ১০০০ ফুট এলাকার মধ্যে বাজি পোড়ানো যায় না। অথচ দক্ষিণ কলকাতার শিশুমঙ্গল হাসপাতালের আশপাশে রাত ১১টার সময় শব্দদূষণের মাত্রা ছিল ৭০ ডেসিবেল। কালীপুজোর রাতে শহরজুড়ে পুলিশি অভিযানে নিষিদ্ধ বাজি পোড়ানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন ২০৫ জন। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ২৩৮.৬ কেজি নিষিদ্ধ বাজি। যদিও তা বিগত বছরগুলির তুলনায় অনেক কম। এদিকে সময়ের পরেও যে বাজির তাণ্ডব চলেছে সেকথা মেনেও মুখ্যমন্ত্রী একে সনাতনের জাগরণ বলে সাফাই দিয়ে বলেন, 'দীপাবলিতে মানুষজন একটু আনন্দ করবেন তাতে এত আপত্তি কেন? সনাতনের জাগরণ ঘটেছে। সেজন্য কিছু লোকের সমস্যা। শব্দবাজি নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের বলব, আগের জমানার মতো এবারে কিন্তু কোথাও ডিজে বাজেনি। ডিজে বাজানো বন্ধ হওয়ার বিষয়টিরও প্রশংসা করুন।' তবে মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেন, রাত ১০টার পর কোথাও কোথাও বাজি পোড়ানো হয়েছে, কিন্তু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। শব্দবাজির তাণ্ডবে অতিষ্ঠ পরিবেশবিদ থেকে সমাজকর্মী। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টিকে কমিউনিস্টদের কারসাজি বলে কটাক্ষ করে বলেন, 'শব্দবাজি নিয়ে যত জ্বালা কমিউনিস্টদের। এখনও কেউ কেউ চিমটি কাটার কাজ করছে। এদের মধ্যে দিমাগী নকশাল আছে, জামাতি আছে, জঙ্গি আছে, কমিউনিস্টরা আছে। আরশোলা, ছারপোকারাও আছে। এদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। এদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবাদীদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যে অনেকেই মনে করছেন যে শব্দবাজির তাণ্ডবের এই বিষয়টিকে কিছুটা লঘু করে দেখানো হল।

অন্যদিকে কালীপুজোর দিন গভীর রাতে পুলিশের গাড়িতে চেপেই দক্ষিণ কলকাতার বেশকিছু এলাকা পরিদর্শন করেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। পুলিশের গাড়ি থেকেই রাস্তায় শব্দবাজির দাপট দেখেন তিনি। পরে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'রাত ১০টার পরও অনেক পটকার আওয়াজ, ফায়ার ক্র্যাকার ফাটছিল। শেষে থাকতে না পেরে রাস্তায় বেরোতে হল। এত জোরে বাজি ফাটছে যে বুক ধড়পড় করছে।' মানুষকে সচেতন করতে পথে নেমেই মন্ত্রী বলেন, 'মানুষের কথা একটু ভাবুন। আনন্দ করুন তবে বয়স্ক, অসুস্থ মানুষদের কথা একটু ভাবুন।' মন্ত্রীর সুরেই পরিবেশবিদ নব দত্তও বলেছেন, 'এটাই তো আমরা বলতে চেয়েছি। বাজি ফাটিয়ে আনন্দ করার অধিকার যেমন আছে, বাজির শব্দে কারও ক্ষতি না হয় সেটাও দেখা দরকার।'

সম্প্রতি শাসক দলের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী বলেছিলেন, বাজি ফাটলে নাকি কিছু কিছু অসুখও ভালো হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী ও শাসক দলের মনোভাবই শব্দবাজি নিয়ে বাড়াবাড়ির কারণ বলেই মনে করে বিরোধীরা।

> **দীপাবলিতে মানুষজন একটু আনন্দ করবেন তাতে এত আপত্তি কেন? সনাতনের জাগরণ ঘটেছে। সেজন্য কিছু লোকের সমস্যা।**
>
> **-শুভেন্দু অধিকারী**

> **রাত ১০টার পরও অনেক পটকার আওয়াজ। থাকতে না পেরে রাস্তায় বেরোলাম। এত জোরে বাজি ফাটছে যে বুক ধড়ফড় করছে।**
>
> **-অগ্নিমিত্রা পাল**

মমতার বাড়িতে দিল্লি পুলিশ

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : মামলার প্যাঁচে এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। খুঁজে খুঁজে ১৩ বছর আগের একটি মামলার তদন্তে তৃণমূলনেত্রীকে সাক্ষী হিসেবে তলব করল দিল্লি পুলিশ। সোমবার বিকালে তাঁর ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে পৌঁছোয় দিল্লি পুলিশের একটি বিশেষ দল। সঙ্গে ছিলেন কালীঘাট থানার পুলিশ আধিকারিকরাও। পূর্বতন ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬০ ধারায় মমতাকে একটি নোটিশ দিয়েছেন দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা। মমতা-তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস চক্রবর্তী ওই নোটিশটি গ্রহণ করেন। ২০১৩ সালে দিল্লিতে সিপিএমের ছাত্র-যুবদের বঙ্গভবন ঘেরাও এবং বিক্ষোভের ঘটনার মামলায় তদন্তকারীদের সঙ্গে দেখা করার কথা বলা আছে ওই নোটিশে। তৃণমূলনেত্রীর সুবিধা অনুযায়ী যেকোনও দিন তাঁর দপ্তর অথবা বাড়ি কিংবা পছন্দের যেকোনও জায়গায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় দিল্লি পুলিশ।

২০১৩ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লির পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায় মামলাটি দায়ের হয়েছিল। ওই বছরের এপ্রিলে দিল্লির বঙ্গভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বামপন্থী ছাত্র-যুবরা। অভিযোগ, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র হেনস্থার শিকার হন। সরকারি কাজে বাধা, আধিকারিকদের ওপরে হামলা-সহ একাধিক অভিযোগে মামলা দায়ের হয়। মামলায় এসএফআইয়ের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক তথা বর্তমানে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সেই মামলায় এতদিন পর কেন নোটিশ পাঠানো হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে মমতা-তৃণমূল। দলের নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'প্রায় ৩৬ বছর ধরে ফৌজদারি মামলা লড়ছি। কিন্তু এমন ঘটনা আগে দেখিনি। ১৩ বছর ধরে তদন্তকারীরা কী করছিলেন, তা তাঁরাই বলতে পারবেন।' সাংসদ দোলা সেন অবশ্য জানিয়েছেন, 'এরকম কোনও নোটিশের কথা আমাদের জানা নেই।' এই নোটিশ পাঠানোর ঘটনায় অবশ্য মমতার পাশে দাঁড়িয়েছেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, '১৩ বছর পর রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে নোটিশ দেওয়ার ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে দেখার কারণ নেই। বিরোধীদের ওপরে চাপ তৈরির এটাই বিজেপির কৌশল।' তবে একইসঙ্গে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনও বিরোধীদের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দিতেন।'

অন্যদিকে, রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, 'মামলা চলতে থাকলে অনেক দিন পরেও কাউকে ডাকা যায়। তবে এত দিন কেন ডাকা হয়নি, সেই প্রশ্নের উত্তর আদালতে দেবে দিল্লি পুলিশ।'

উত্তেজনার বশে খুন

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : গড়িয়ায় সার্থক সরকার খুনের পিছনে ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্ক থাকতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। ঘটনার দিন রাতে মদ্যপানের আসরে ত্রিকোণ প্রেমের প্রসঙ্গ উঠতেই যুগলের মধ্যে বচসা বাধে। এরপর সার্থককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। তবে সঞ্চালিকার মা মৌমিতা বসুর কী ভূমিকা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তদন্তকারীদের ধারণা, শনিবার সার্থকের চিৎকার শুনে ছুটে আসেন সঞ্চালিকার মা। তিনি সার্থককে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ততক্ষণে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। তবে স্বার্থককে যে অস্ত্রটি দিয়ে খুন করা হয়েছিল, সেটি এখনও উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ। তরুণীর দাদু অরুণকুমার দত্তের দাবি, কলেজের বেতন মেটানো নিয়ে প্রথমে মা ও মেয়ের মধ্যে বচসা বাধে। পরে সার্থক ফ্ল্যাটে আসলে তাঁর সঙ্গেও ঝগড়া করেন সঞ্চালিকা। সেই সময় ঘটনাটি ঘটেছে বলে দাবি প্রৌঢ়ের। এদিন প্রেমিকা ও তাঁর মাকে ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে বারুইপুর আদালত।

এসএসসি'র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : হাইকোর্টের চাপে পড়ে নতিস্বীকার করল স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। আদালত অবমাননা মামলার জেরে শেষমেশ ৭৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল এসএসসি। হাইকোর্টের নির্দেশে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলায় বাদ পড়েছিলেন এই ৭৯ জন। সেই মামলা সুপ্রিম কোর্টেও গড়ায়। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যোগ্য এবং যাঁদের বিরুদ্ধে কোনও অনিয়মের অভিযোগ নেই, তাঁদের পুরোনো চাকরিতে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা ছিল না। তাই সেই সুযোগ পেতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

আবেদনকারীদের আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী আদালতে জানিয়েছিলেন, আবেদনকারীরা প্রত্যেকেই যোগ্য শিক্ষক। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আপার প্রাইমারি, নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা। প্রতিটি নিয়োগ প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত মেধাতালিকায় তাঁদের নাম ছিল। নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগ প্রক্রিয়া আগে সম্পন্ন হওয়ায় আপার প্রাইমারি কাউন্সেলিংয়ে আর অংশ নেননি এই ৭৯ জন। এখন এসএসসির গাফিলতিতে চাকরি গিয়েছে। তাই আপার প্রাইমারির কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চাইছেন তাঁরা। আদালত এরপর এসএসসিকে নির্দেশ দেয়, এই প্রার্থীদের কাউন্সেলিংয়ে অংশ নিতে সুযোগ দিতে হবে। তারপরও কমিশন কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ায় আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। আদালতে মুচলেকা জমা দিয়ে ৬ সপ্তাহের মধ্যে মামলাকারীদের নিয়োগের আশ্বাস দেয় এসএসসি। শেষপর্যন্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কমিশন।

তরুণ চিকিৎসকের মৃত্যুতে রহস্য

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : 'আমি আর পেরে উঠছি না।' মৃত্যুর আগে হোয়াট্‌সঅ্যাপ স্টেটাসে এই কথাই লিখেছিলেন এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের তরুণ চিকিৎসক অভিজিৎ সরকার (২৮)। রবিবার নাগেরবাজারের একটি হস্টেলের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিক ভাবে আত্মহত্যার ঘটনা বলে মনে করছে পুলিশ। তবে পরিবারের অভিযোগ, আত্মহত্যা নয়, ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।

নদিয়ার মাঝেরগ্রামের বাসিন্দা অভিজিৎ ২০১৮ সালের ব্যাচের ছাত্র ছিলেন। ২০২৪ সালে এমবিবিএস পাশ করার পরে এনআরএস থেকে ২০২৫ সালে হাউসস্টাফশিপ শেষ করেন। কর্মসূত্রে নাগেরবাজারের ওই হস্টেলে থাকতেন তিনি। রবিবার বিকেলে হস্টেল থেকে ফোন পেয়ে পরিবারের লোকজন সেখানে পৌঁছন। পরে তাঁকে আরজি কর মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। পরিবারের দাবি, মৃত্যুর আগে কয়েক দিন ধরে সমাজমাধ্যমে নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন অভিজিৎ। তবে কী কারণে এমন আশঙ্কা তা স্পষ্ট নয়। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার তৃণমূল বিধায়ক

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : কলকাতা থেকে মুম্বই যাওয়ার পথে গ্রেপ্তার করা হল ধর্ষণে অভিযুক্ত ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসকে। সোমবার বারুইপুর পুলিশ জেলার বিশেষ দল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে পাকড়াও করে। পুলিশের দাবি, তদন্ত এড়াতে শহর ছাড়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। প্রায় তিন বছর আগে এক মহিলা ক্যানিংয়ের এসডিপিও-র কাছে বিধায়কের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেন। এ ছাড়াও ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তি বাধানো এবং ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনাতেও অভিযুক্ত ছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'মমতাদির প্রতি আস্থা দেখানোর পরে গ্রেপ্তার করা হল। এর থেকে প্রমাণিত, পুলিশ মামলা দিয়ে কয়েকজন বিধায়ককে ঋতব্রত শিবিরে পাঠানোর চেষ্টা করছে।'



টালা ওয়াটার রিজার্ভের পাইপ ফাটায় জল জমেছে রাস্তায়।-রাজীব মণ্ডল।

পাইপ ফেটে বিপত্তি উত্তর কলকাতায়

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : জলমগ্ন গোটা উত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা। কোথাও বাড়ির একতলা জলের নিচে, কোথাও আবার জল জমেছে হাঁটুসমান বা তারও বেশি। সোমবার সকালে টালা রেলগেট সংলগ্ন টালা ব্রিজের নিচে হঠাৎই বিকট শব্দে ফেটে যায় ব্রিটিশ আমলের প্রায় ৭২ ইঞ্চি ব্যাসের পানীয় জলের পাইপলাইন। এর জেরে বনমালী সরকার স্ট্রিট, টালা স্টেশন, ঘোষবাগান, বিধান সরণির একাংশ এবং হাটখোলাসহ আশপাশের এলাকা জলমগ্ন হয়। নিরাপত্তার খাতিরে বেশ কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হয় এবং সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয় চক্ররেল পরিষেবা। কলকাতা স্টেশনেও জল ঢুকে পড়ায় পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ চারটি দূরপাল্লার ট্রেনের সময় পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

টালা ট্যাঙ্ক থেকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জল সরবরাহকারী প্রাচীন পাইপলাইনের ফাটল মেরামতে দ্রুত তৎপর হয় কলকাতা পুরসভার নিকাশি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা। তবে পাইপটি মাটির নীচে এবং তার ওপর রেললাইন থাকায় মেরামতির কাজ সহজ নয়। এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পুরকমিশনার স্মিতা পান্ডের বক্তব্য, 'ওই এলাকায় রেললাইনের নীচে নিকাশি ব্যবস্থার দায়িত্ব রেলের। জমা জল সরানোর কাজেও দুই পক্ষের সমন্বয় প্রয়োজন। পুরসভার কর্মীরা জল বের করার ব্যবস্থা করছেন।'

এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই এবং স্থানীয় বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি বিগত সরকারকে আক্রমণ করেন। মন্ত্রীর দাবি, ব্রিটিশ আমলের এই পাইপ পরিবর্তনের বিষয়ে পূর্ববর্তী সরকার কোনও কাজ করেনি, যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। একই সুরে বিধায়ক বলেন, '১৫ বছর ক্ষমতায় থেকে শুধু নীল-সাদা রং করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অথচ জল জমলেই এই হাল হয়।' যদিও এই সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।

পুরসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই পাইপে সামান্য ফাটল ছিল এবং জল চুঁইয়ে পড়ছিল। বিষয়টি স্থানীয় কাউন্সিলর ও বোরো চেয়ারম্যানকে জানানো সত্ত্বেও সময়মতো কাজ তবে পাইপে আগে থেকে ফাটল থাকার বিষয়টি পুরসভার তরফে এখনও নিশ্চিত করা হয়নি। এর ফলে পানীয় জল সরবরাহেও সাময়িক প্রভাব পড়েছে। তবে পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই এলাকায় একাধিক সমান্তরাল পাইপ থাকায় গোটা উত্তর কলকাতায় বড় ধরনের জলসংকটের কোনও আশঙ্কা নেই। তা সত্ত্বেও সিআর অ্যাভিনিউ, রাজাবাজার, পার্কসার্কাস, এজেসি বোস রোড, কলেজস্ট্রিট, বিধান সরণি, বালিগঞ্জ ও কসবার কিছু অংশে জলের চাপ কম থাকতে পারে।



তুমি যেমন করে নেচেছিলে মা যশোদার ঘরে... *নদিয়ায় নিরঞ্জনের পথে কালীঠাকুর । -পিটিআই।*

বাম বুকস্টলে আক্রান্ত দেবলীনা

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : দুর্গাপুজোর পর কালীপুজোতেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বামেদের বুকস্টলে হামলার অভিযোগ উঠল। সোমবার বাঁকুড়া শহরের স্কুলডাঙায় সিপিএমের জেলা কার্যালয়ের সামনে এসএফআইয়ের বুকস্টলে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হামলা আটকাতে গিয়ে শারীরিক হেনস্থার শিকার হন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএমের বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক দেবলীনা হেমব্রম। অভিযোগ, আক্রমণকারীরা তাঁর মোবাইল ফোন ছুড়ে ভেঙে দেন।

এসএফআইয়ের অভিযোগ, সোমবার দুপুর ২টো নাগাদ চার-পাঁচ জন বিজেপি ও আরএসএসের সমর্থক বুকস্টলে এসে কর্মীদের গালিগালাজ ও হুমকি দেন। প্রতিবাদ করলে স্টলের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করা হয়। ছড়িয়ে দেওয়া হয় বইপত্র। স্টলে টাঙানো এসএফআইয়ের প্রয়াত নেতা সুদীপ্ত গুপ্তের ছবিও খুলে ফেলে তাতে লাথি মারা হয় বলে অভিযোগ। সেসময় দেবলীনা দলীয় কার্যালয়েই ছিলেন। গোলমালের শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে হামলাকারীদের বাধা দিতে গেলে তাঁকে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।



বাঁকুড়ায় হামলার পর সুদীপ্ত গুপ্তর ছবি হাতে এসএফআই-এর নেতারা।

এসএফআই নেতা মৌসম নন্দী অভিযোগ করেন, পরিকল্পিত ভাবেই বুকস্টলে হামলা চালানো হয়েছে। ভাঙচুর চলাকালীন থানায় ফোন করা হলেও পুলিশ অনেক দেরিতে পৌঁছয় বলে তাঁর দাবি। ঘটনার বিচার না হলে থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। দেবলীনা হেমব্রমও ঘটনার নিন্দা করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। যদিও বিজেপি নেতা সৌগত পাত্র সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যেই বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলছে সিপিএম।

উল্লেখ্য, রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটি ও হাবড়াতেও বামেদের বুকস্টলে হামলার অভিযোগ উঠেছিল। সেখানেও অভিযোগের তীরে শাসকদলের বিরুদ্ধে থাকলেও যথারীতি তা অস্বীকার করেছে বিজেপি।

হাইকোর্টে ৫৭টি বিএড কলেজ

কলকাতা, ৯ নভেম্বর : বিএড কলেজ বন্ধ হওয়া নিয়ে এবার জল গড়াল কলকাতা হাইকোর্টে। নোটিশ ছাড়া রাজ্যের ২০৫টি বিএড কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। ওই কলেজগুলিতে আপাতত নিয়োগ প্রক্রিয়াও স্থগিত রয়েছে। এই অভিযোগে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল ৫৭টি বিএড কলেজ। মঙ্গলবার মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্প্রতি ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য অ্যাফিলিয়েশন নবীকরণের ক্ষেত্রে অযোগ্য কলেজগুলির তালিকা প্রকাশ করেছিল বাবা সাহেব আম্বেদকার এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়। তালিকায় থাকা কলেজগুলির নির্ধারিত সরকারি ও প্রশাসনিক মানদণ্ড পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের অ্যাফিলিয়েশন নবীকরণ বাতিল করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে। এই প্রসঙ্গে বাবা সাহেব আম্বেদকার এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অরুণাশিস গোস্বামী বলেন, 'দেশে গণতন্ত্র, বিচারব্যবস্থা আছে। কলেজগুলি আদালতে যেতেই পারে। তবে তাদের এই অবস্থার জন্য তারাই দায়ী। প্রথমবার শোকজ করার পরে অনুমোদন পাওয়ার জন্য ন্যূনতম নম্বর কমানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা পরিস্থিতি ঠিক করতে পারেনি। তাই আমরা নিয়ম মেনে ব্যবস্থা নিয়েছি।'

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৭১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৩ কার্তিক ১৪৩৩

শব্দ দৈত্যে শাসকের সায়

আলোর উদযাপন হয়ে উঠল বিভীষিকার রজনী। শিকেয় উঠল সুপ্রিম কোর্ট, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা। আনন্দের নামে চরমে উঠল শব্দযন্ত্রণা। গ্রিন ক্র্যাকার নয়, রাতভর দাপট চলল শব্দবাজির। তার আওয়াজ কোথাও কোথাও গ্রেনেডের মতো ভয়ংকর। বঙ্গবাসীর এমন অভিজ্ঞতার বিস্ফোরণ ঘটছে নেট দুনিয়ায়। শব্দ আর মানুষের বিনোদনের পর্যায়ে থাকল না। হয়ে উঠল গগন ভেদী। যা সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষকে স্বস্তি দিল না। শিশু, অসুস্থদের শারীরিক, মানসিক কষ্ট চরমে তুলে দিল কয়েক ঘণ্টায়।

বাজি পোড়ানোর নামে এই বিকৃত উল্লাস এখন ভবিতব্য। কেননা, সরকার এই উল্লাসকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কার্যত পৃষ্ঠপোষকতা করছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুঝিয়ে দিলেন, বাজি পোড়ানো সনাতনী ধর্মের অঙ্গ। পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী বা যাঁরাই বাজি পোড়ানোয় আপত্তি করছেন, তাঁরা সনাতনী বিরোধী। তাঁদের সবাইকে 'কমিউনিস্ট' তকমায় এক ব্র্যাকেটে ফেলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

টালিগঞ্জের বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী এক ধাপ এগিয়ে অদ্ভুত বয়ান শুনিয়েছেন। বাজির ধোঁয়ায় নাকি অসুখবিসুখ সেরে যায়। চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের মতে, এর চেয়ে অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আর কিছু হয় না। শাসক শিবিরের মন্ত্রী, নেতাদের এমন মনোভাবে পরিষ্কার, এই শব্দযন্ত্রণা সৃষ্টিতে সরকারের সায় আছে। যার ফলে অবাধে শব্দবাজি বিক্রি হয়েছে এবং তা ফাটানো হয়েছে। রাতভর বাজি ফাটানোর সময় কোথাও পুলিশের দেখা মেলেনি।

পুলিশ বরং ব্যস্ত থেকেছে থানায় থানায় কালীর আরাধনায়। থানায় থানায় এমনিতেই কালীপুজোর প্রচলন আছে দীর্ঘদিন ধরে। তার ওপর এবার উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সাড়ম্বরে সব থানায় কালীপুজোর পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি, অতীতে ডাকাতদের মতো পুলিশ শক্তির উপাসক। তাই কালীপুজো তাদের কাছে অবশ্য করণীয়। পুলিশের থানার পুজোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ায় নজরদারি লঘু হয়েছে সন্দেহ নেই। তাছাড়া শব্দবাজি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ এবার প্রথম থেকে নিজেদের গুটিয়ে ফেলেছিল।

শব্দবাজির বিরোধিতায় অভিনেত্রী দিয়া মির্জার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট বৃহন্মুম্বই পুরসভা ডিলিট করিয়েছিল। পরে আদালতের ধমক খেয়েছিল বটে। কিন্তু সনাতনীদের চাপে পুর কর্তৃপক্ষ ওই কাণ্ড ঘটিয়েছিল। তেমনই বাংলায় কলকাতা পুলিশ সমাজমাধ্যমে শব্দবাজি নিয়ে নির্দেশিকা পোস্ট করে তুলে নিয়েছিল। কেননা, ততক্ষণে স্বঘোষিত একদল সনাতনী সরকারকে তাদের আপত্তি জানিয়ে দিয়েছে। পুলিশের নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই অনেকদিন থেকে।

শাসকের ইচ্ছাই পুলিশের কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রক এখন। সনাতনী সংস্কৃতির রক্ষক বলে এখনকার রাজ্য সরকার নিজেদের দাবি করে থাকে। সেই সংস্কৃতিতে শব্দযন্ত্রণা বা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তোয়াক্কা না করে বেলাগাম বাজি পোড়ানোর প্রশ্রয় আছে। টালিগঞ্জের বিধায়ক বলেই দিয়েছেন, কালীপুজোয় বাজি ফাটবে না- তা আবার হয় নাকি! খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, দীপাবলিতে একটু আনন্দ করবে, তাতেও এত অসুবিধা। তিনি আরও এক কদম এগিয়ে নতুন তত্ত্বের আমদানি করেছেন।

শুভেন্দুর সেই তত্ত্ব হল- রাজ্যে সনাতনের এক জাগরণ হচ্ছে বলে কারও কারও সমস্যা হচ্ছে। অর্থাৎ বাজির শব্দে ভয় পেয়ে শিশুর কান্না, পশুপাখির সিঁটিয়ে যাওয়া কিংবা বাজির ধোঁয়ায় অসুস্থ ও বয়স্কদের শারীরিক কষ্ট ইত্যাদি কোনও কিছুই বিচার্য নয় সরকারপক্ষের। সনাতনী জয়গান গাওয়াটাই অগ্রাধিকার। শাসকের হাতের পুতুল হয়ে যাওয়া পুলিশের পক্ষে তাই পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে পদক্ষেপ করার আর মুরোদ হয়নি।

ভবিষ্যতেও হবে বলে মনে হয় না। মেরুদণ্ড বিকিয়ে দেওয়া প্রশাসন ও পুলিশ এবং শাসক শিবিরের ঘোর অবৈজ্ঞানিক যুক্তি পরিবেশের বারোটা বাজাতেই থাকবে। বিভিন্ন পরিবেশ সংগঠনের যুক্তি ও আর্জিতে প্রশাসন কান দেয়নি। ফলে অবধারিত যে ভয়ংকর পরিবেশের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছি আমরা। দিল্লির দূষণ তো সর্বকালীন রেকর্ড ছাড়িয়ে গিয়েছে। তাতে না পুলিশ, না প্রশাসন, না সরকারের ভ্রূক্ষেপ থাকবে।

অমৃতধারা

আত্মমর্যাদাকে কখনও হারাইও না। ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতাই মহাশক্তি- এই মহামন্ত্র সতত স্মরণ করিয়া চলিও। আত্মপ্রতারণা করিয়া কখনও কর্তব্য কর্মে অবহেলা করিও না। মানুষের শক্তির বিকাশ প্রকাশ হয় কার্যের দায়িত্বের মধ্য দিয়া। কর্মও যেমন করিবে জপধ্যানও তেমনি করিবে। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়া গেলে ধর্মভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। তাহা না হইলে কর্মের ভিতর নানা প্রকার বিঘ্ন আসিয়া ধর্মজীবন নষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম হয় ভগবচ্চিন্তা ও ভগবৎ ধ্যানে। যেখানে সংযম নাই, সেখানে সত্য ও সাধনা নাই- এমন অশুদ্ধ আধারের দ্বারা বিশেষ কোনও সৎকার্য হইতে পারে না। যে লোক আদর্শ হইবে তাহাকে বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করতে শিখছে ভারত

রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের বিশাল সমাবেশ শুধু লোকদেখানো ভিড় ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের যে প্রশ্ন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, এই জমায়েত যেন সেই অধিকার ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ের শুরু।

পল্লব বসু



রাজধানীর রামলীলা ময়দানে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সমাবেশের পর বিস্তর কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে। একটা সমাবেশ থেকে হয়তো রাতারাতি কোনও বড় আধিকারিককে সরানো সম্ভব নয়। বিরোধীদের খুঁত ধরতে ব্যস্ত সমালোচকরা হয়তো ভিড় মেপে প্রমাণের চেষ্টা করবেন যে এই জমায়েত পুরোপুরি ফ্লপ। বিরোধীদের এই বিশাল সমাবেশকে অনেকেই নিছক রাজনৈতিক তামাশা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু দেশের রাজনীতিই যখন একটা অনন্ত তামাশায় পরিণত হয়েছে, সেখানে বিরোধীদের এই শক্তি প্রদর্শনকে শুধু ভিড় দিয়ে মাপাটা চরম বোকামি হবে। এই সমাবেশের আসল তাৎপর্য লুকিয়ে আছে এর ভেতরের বার্তায়।

রাজনীতির একটা খুব পুরোনো স্বভাব হল, তাৎক্ষণিক এবং ছোটখাটো বিষয়গুলোকে বড় করে দেখানো। সংবাদমাধ্যমও এইগুলোর পেছনেই দৌড়াতে ভালোবাসে। তাই রামলীলা ময়দানের সমাবেশের পর ইন্ডিয়া জোট কতটা হালে পানি পেল বা বিরোধী শিবিরের নেতা হিসেবে রাহুল গান্ধির গ্রহণযোগ্যতা কতটা বাড়ল, তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হবে। কিন্তু এই সমাবেশের কি এর চেয়ে বড় কোনও মানে নেই? রাজনীতি যদি এর ফলে একটুও বদলায়, তবে তো তাকে স্বাগত জানানোই উচিত।

ভারত জোড়ো যাত্রার পর থেকে রাহুল গান্ধি দেশের রাজনীতিতে এক নতুন ন্যারেটিভ তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। একটা দেশে যখন একটিমাত্র দল সবদিক থেকে আধিপত্য কায়েম করে, তখন বিকল্প কোনও কথা বলা মোটেই সহজ নয়। সত্যি বলতে, ভারত জোড়ো যাত্রার পর রাহুল বা কংগ্রেস— কেউই সেই উদ্যোগকে ঠিকমতো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। কিন্তু এবারের ছবিটা আলাদা। নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে টানা এক বছর ধরে প্রচার চলছে। ককরোচ জনতা পার্টির লাগাতার আন্দোলন দেশের সাধারণ মানুষের মনে, বিশেষ করে তরুণদের মনে, নতুন করে প্রশ্ন করার একটা সাহস জুগিয়েছে।

রামলীলা ময়দানের সমাবেশকে আসলে জবাবদিহি এবং প্রশ্ন করার একটা নতুন শুরু হিসেবেই দেখা উচিত। বিরোধী রাজনীতিতে এমন সুযোগ খুব একটা আসে না। তাই শাসকদলের আধিপত্যের যোগ্য জবাব দিতে বিরোধীদের সামনে এখন একটাই কাজ— এই নতুন ভাষাকে সারাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সরকারকে তার উত্তর দিতে বাধ্য করা। রামলীলা ময়দানের সমাবেশ শুধু সেই সম্ভাবনার দরজাটা খুলে দিয়েছে, আসল কাজ শুরু হবে এবার।

শাসকদলের কড়া প্রতিক্রিয়া এবং তাদের পালটা 'গণতন্ত্র বাঁচাও' প্রচারই প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, বিরোধীদের আন্দোলন একদম ঠিক জায়গায় আঘাত করেছে। শাসকদলের এই প্রচার আসলে সমান্তরাল একটা ন্যারেটিভ খাড়া করার চেষ্টা, যেখানে নাগরিককে শুধু অন্ধ আনুগত্য আর শৃঙ্খলার পাঠ দেওয়া হয়। আজ আমরা নাগরিকের দুটো সম্পূর্ণ উলটো ছবি দেখতে পাচ্ছি। একদল নাগরিক সরকারের সমস্ত কাজে প্রশ্ন তুলছেন, আর একদল কোনও প্রশ্ন না করেই অন্ধের মতো সব মেনে নিচ্ছেন। একদল সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, আর একদল শাসকদলের কথায় ওঠবস করছেন।

রামলীলা ময়দানের সমাবেশ এই কারণেই এত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শাসকদলের অন্ধ আনুগত্যের বিপরীতে নাগরিকদের প্রশ্ন করার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছে। শাসকদের একটা পুরোনো ও চেনা যুক্তি হল— প্রতিবাদ করলেই নাকি গণতন্ত্র বিপদে পড়ে! তাদের মতে, কোনও প্রশ্ন না করে সব মেনে নেওয়াই ভালো গণতন্ত্রের লক্ষণ। একটা সংবেদনশীল সরকার নিজের ভুল শুধরে নিলে প্রতিবাদের দরকার এমনিতেই কমে যায়। কিন্তু যখন দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে পড়ে, মানুষের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না, তখন এই ধরনের গণজমায়েত বা আন্দোলনই হয়ে দাঁড়ায় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ।

তরুণদের আন্দোলন এবং রামলীলা ময়দানের সমাবেশ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্র একটা সস্তা তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্ষমতার দম্ভ শাসকের চোখ-কান বন্ধ করে দেয়, তাই সংসদে একটা শক্তিশালী বিরোধী দলের খুব প্রয়োজন। সরকার সবসময় বিরোধীদের কোণঠাসা করার চেষ্টা করে, তাই আইনসভার বাইরেও গণ আন্দোলনের একটা বড় জায়গা থাকা জরুরি। মূলধারার সংবাদমাধ্যম এবং বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যখন শাসকের ভয়ে বা লোভে আপস করে, তখন সাধারণ মানুষকে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার বিকল্প রাস্তা খুঁজতেই হয়।

ককরোচ জনতা পার্টির হাত ধরে বিরোধীরা এবার শুধু নির্বাচন কমিশনের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। রামলীলা ময়দানের সমাবেশে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, ভোটার তালিকা তৈরির অস্বচ্ছতা মূলত উঠে এলেও, এর ভেতরে লুকিয়ে ছিল সমস্ত প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা এবং ক্ষমতার ভারসাম্যের প্রশ্নটিও। গত কয়েক বছরে বিজেপির আগ্রাসী রাজনীতিতে গণতন্ত্রের এই অত্যন্ত জরুরি বিষয়গুলো সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গিয়েছিল। ইন্ডিয়া জোট এখন সেই হারিয়ে যাওয়া পরিসরটিকেই ফেরানোর চেষ্টা করছে।

এই বিশাল সমাবেশের পরই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ইস্তফা দেবেন— এমন আজগুবি আশা কেউ করেনি। কিন্তু ভিড় নিয়ে নানা কুতর্কের মাঝেও এটা পরিষ্কার যে, এই আন্দোলন আশাতীত সাফল্য পেয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের বাইরে থাকা অনেক দল, যারা এতদিন নানাভাবে সরকারকে সমর্থন করে এসেছে, তারাও এখন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। সংসদীয় বিরোধীদের এই ঐক্যবদ্ধ অনাস্থা যে কোনও গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষেই এক বিরল ঘটনা। এটা যেন কোনও খেলার টুর্নামেন্টে সমস্ত দল একসঙ্গে রেফারির বিরুদ্ধে পথে নেমেছে!

এই আন্দোলন এখন আর শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আটকে নেই। সম্প্রতি ছায়া সংসদ এবং পরদিনের সমাবেশে বহু কৃষক ও যুব সংগঠনের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের বিরাট অংশের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, এই লড়াই শুধু ভোট চুরির বিরুদ্ধে নয়, এটি বৃহত্তর গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই। সমাজমাধ্যমের পরিচিত মুখ ধ্রুব রাঠি থেকে শুরু করে কৃষক নেতা রাকেশ টিকাইট— সকলেই এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ইন্ডিয়া জোটের মঞ্চ আজ সাধারণ মানুষের ক্ষোভ উগরে দেওয়ার এক বিশ্বস্ত জায়গায় পরিণত হয়েছে।

গত কয়েক সপ্তাহের লাগাতার আন্দোলনের ফলে সাধারণ মানুষের মনে একটা ধারণা ক্রমশ গেঁথে যাচ্ছে যে, ডালের মধ্যে নিশ্চয়ই কালো কিছু আছে! নির্দিষ্ট কিছু ফর্মের যথেচ্ছ অপব্যবহার করে ভোটার তালিকায় কারচুপি এবং পশ্চিমবঙ্গে বেনামী আপিলের মতো একাধিক তথ্য এখন সাধারণ মানুষের হাতের মুঠোয়। নির্বাচন কমিশন এখন রীতিমতো ব্যাকফুটে। এমনকি দেশের শীর্ষ আদালতের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

তবে, এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব এখন এর নেতাদের ঘাড়েই। কোনও আধিকারিককে সরানো বা নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম বাতিল করাই এর একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। গত দশ-বারো বছরে দেশের যে গণতান্ত্রিক পরিসর ছোট হয়ে এসেছে, তাকে ফেরানোই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তবে এখনই 'সরকার পতনের' ডাক দেওয়াটা হয়তো বোকামি হবে। গণতান্ত্রিকভাবে সরকার পরিবর্তনের দাবি জানানো মোটেই বেআইনি নয়, কিন্তু রাজপথের আন্দোলনে এই দাবি তুললে সাধারণ মানুষের মূল দাবিদাওয়া থেকে নজর ঘুরে যাওয়ার ভয় থাকে।

আপাতত অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচনের দাবিটাই মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। এর সঙ্গেই জুড়ে থাকা উচিত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, প্রতিবাদের অধিকার এবং বিচার ব্যবস্থা, তদন্তকারী সংস্থা ও সংবাদমাধ্যমের নিরপেক্ষতার দাবি। এই দাবিগুলোর ওপর ভর করেই উত্তরপ্রদেশের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে দেশের গণতন্ত্রের এক বিরাট বড় পরীক্ষা। উত্তরপ্রদেশের এই নির্বাচন নির্দিষ্ট কোনও নেতার জনপ্রিয়তার চেয়েও দেশের নির্বাচন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)



রামলীলা ময়দানে 'চলো দিল্লি' প্রতিবাদ মিছিলে ইন্ডিয়া জোটের অন্য নেতাদের সঙ্গে রাহুল গান্ধি।–ফাইল চিত্র

রামলীলা ময়দানের জমায়েত হয়তো রাতারাতি কাউকে গদি থেকে সরাতে পারবে না, কিন্তু এটা অন্তত প্রমাণ করেছে যে সাধারণ মানুষ ফের প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। সরকারের অন্ধ আনুগত্যের পালটা হিসেবে এই আন্দোলন এখন একটা বৃহত্তর গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে। আর এই লড়াইয়ে উত্তরপ্রদেশের আসন্ন নির্বাচনই হতে চলেছে দেশের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা।

আজ

১৮৪৮



স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৫৪



আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন কবি জয় গোস্বামী।

আলোচিত



আমাদের পাড়ার কুকুরটা খাটের তলায় ঢুকে আছে। তাকে বোঝাতে গেলাম, ভয় পাস না, তোর চিকিৎসা হচ্ছে। সে বোঝেনি। শিক্ষার অভাব। পাপিয়া অধিকারী জানিয়েছেন, বাজি ফাটালে অনেক অসুখ-বিসুখ চলে যায়। এখন কয়েকটা ছোটখাটো বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার। কোন রোগে কত পটকা? খাওয়ার আগে, না পরে? বয়স্কদের জন্য অর্ধেক চকোলেট বোমা চলবে? আর যাঁর হৃদযন্ত্র দুর্বল, তাঁর চিকিৎসাটা কি একটু দূর থেকে করা যায়?

- দেবজ্যোতি মিশ্র

ভাইরাল/১



মিডটার্ম ভোটে পরাজিত ডোনাল্ড ট্রাম্পের দল। সম্প্রতি হোয়াইট হাউসের বাইরে সাংবাদিক সম্মেলনে একজন তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'মিস্টার প্রেসিডেন্ট একজন লুজার হিসেবে আপনার অনুভূতি কেমন?' চাঁছাছোলা প্রশ্নে অবাক ট্রাম্প। কোনও প্রতিক্রিয়া না দিয়ে তড়িঘড়ি পিছুটান দেন।

ভাইরাল/২



লখনউয়ের পেট্রোল পাম্পে টাকা না দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন এক গাড়িচালক। এক কর্মী গাড়িটি থামাতে যান। কিন্তু চালক গাড়ি না থামিয়ে কর্মীকে ঝুলিয়ে নিয়ে হাইওয়েতে ছুটতে থাকেন। এক কিলোমিটার গিয়ে রাস্তায় ছিটকে পড়েন তিনি। গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই কর্মী।

জনমন জনমত

শিক্ষিত তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ কোন পথে?

বর্তমানে শিক্ষিত বেকারত্ব আমাদের সমাজের অন্যতম বড় সমস্যা। উচ্চশিক্ষিত হয়েও বহু তরুণ-তরুণী উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন না। কেউ বছরের পর বছর সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, কেউ আবার বয়সসীমা পেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি, আবেদন, পরীক্ষা, ফলাফল ও নিয়োগ— প্রতিটি ধাপেই দীর্ঘসূত্রিতা অনেকের জীবনের মূল্যবান সময় কেড়ে নিচ্ছে।

বিশেষ করে গ্রাম ও মফসসলের ছেলেমেয়েদের সংগ্রাম আরও কঠিন। সীমিত পারিবারিক আয়, পড়াশোনার খরচ, শহরে গিয়ে কোচিং করার সামর্থ্যের অভাব— সবকিছুর সঙ্গে লড়াই করে তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন দেখে। অথচ চাকরির সুযোগের অভাবে অনেকের স্বপ্ন মাঝপথেই থেমে যায়।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে ভাবার মতো। একজন শিক্ষিত তরুণ যখন দীর্ঘদিন কর্মহীন থাকেন, তখন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত জীবনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাঁর পরিবার, সমাজ এবং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিও। বেকারত্ব থেকে জন্ম নেয় হতাশা, আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং সামাজিক অনিশ্চয়তা।

আমরা চাই না প্রত্যেক শিক্ষিত তরুণকে শুধু সরকারি চাকরির পেছনে ছুটতে হোক। বেসরকারি ক্ষেত্র, ক্ষুদ্র শিল্প, কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়াতে হবে। তবে সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা ও ফল প্রকাশ এবং মেধার ভিত্তিতে দ্রুত নিয়োগ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

সরকারের কাছে আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন— শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও নিয়োগে বিলম্ব কেন? পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিয়োগ প্রক্রিয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা যায় না কেন? গ্রামীণ শিক্ষিত তরুণদের জন্য কর্মমুখী প্রশিক্ষণ ও স্থানীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়ানো হবে না কেন?

মনে রাখতে হবে, আজকের বেকার তরুণরাই আগামীদিনের সমাজ ও রাষ্ট্রের চালিকাশক্তি। তাঁদের হাতে শুধু সার্টিফিকেট নয়, কাজের সুযোগ তুলে দিতে হবে। কারণ শিক্ষা যদি কর্মসংস্থানের পথ না দেখায়, তবে সেই শিক্ষার সুফল সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে।

আমাদের দাবি খুব বেশি নয়— যোগ্যতার মর্যাদা চাই, নিয়োগে স্বচ্ছতা চাই, সময়মতো কর্মসংস্থান চাই।

একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন শুধু বড় বড় রাস্তা, সেতু কিংবা অট্টালিকা দিয়ে বিচার করা যায় না। প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন সেই দেশের শিক্ষিত তরুণ সমাজ নিজের যোগ্যতায় সম্মানের সঙ্গে বাঁচার সুযোগ পায়।

আজ তাই প্রশ্ন একটাই— ডিগ্রি অর্জনের পরও যদি কাজের নিশ্চয়তা না থাকে, তবে শিক্ষিত তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ কোন পথে?

আলমগির মিয়াঁ
নলগ্রাম ফ্র্যাগমেন্ট, শীতলকুচি।

আকাশপথে ভাড়ার লাগাম টানবে কে?

নতুন বিমান বিধিতে স্বচ্ছতার আশ্বাস, তবু যাত্রীস্বার্থ রক্ষায় রয়ে গিয়েছে একাধিক প্রশ্ন।

বিধানচন্দ্র সান্যাল



উৎসবের মরশুমে ঘরমুখী মানুষের আবেগ ও প্রয়োজনকে পুঁজি করে বিমানভাড়ার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি গুরুতর ভোক্তা ও নাগরিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। দুর্গাপুজো, দীপাবলি, ইদ কিংবা বড়দিনে পরিবারের কাছে ফেরার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সুযোগে টিকিটের দাম কয়েকগুণ বেড়ে গেলে যাতায়াতের স্বাধীনতাই আর্থিক সামর্থ্যের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। আকাশপথে যাতায়াত কি তবে কেবল সচ্ছল মানুষের অধিকার হয়েই থাকবে? বিমানভাড়া নিয়ন্ত্রণ ও মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতার দাবি তাই জোরালো হচ্ছে।

সমাজকর্মী এস লক্ষ্মীনারায়ণ বিমান সংস্থাগুলির অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে অস্বচ্ছ ভাড়া নির্ধারণ, হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধি ও অতিরিক্ত মালপত্রের মাশুল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছেন। মে মাসের শুনানিতে একই রুটে একই দিনের উড়ানে ইকনমি শ্রেণির ভাড়া একটি সংস্থায় ৮ হাজার, অন্যটিতে ১৮ হাজার টাকা হওয়ার উদাহরণ তুলে আদালত পার্থক্যের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। গত ১৬ অক্টোবর কেন্দ্র আদালতকে জানায়, ২০২৪ সালের ভারতীয় বায়ুযান অধিনিয়ম অনুযায়ী ভাড়া সংক্রান্ত বিধি চূড়ান্ত হয়েছে এবং প্রশাসনিক অনুমোদন পেয়েছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার বক্তব্যের পর বিচারপতি বিক্রম নাথ, আর মহাদেবন ও অপরেশকুমার সিংয়ের বেঞ্চ ১৬ নভেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে। ২ নভেম্বর উৎসবের সময় ভাড়া বেঁধে দেওয়ার অন্তর্বর্তী আবেদন জরুরি ভিত্তিতে শুনতে রাজি হয়নি আদালত।

এর মধ্যে ২৬ অক্টোবর কেন্দ্র 'ভারতীয় বায়ুযান নিয়ম, ২০২৬' বিজ্ঞপ্তি জারি করে, যা ৩১ অক্টোবর গেজেটে প্রকাশিত হয়। ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হতে চলা এই বিধির ১৯২ নম্বর ধারায় নির্ধারিত বিমান পরিষেবা পরিচালনাকারী সংস্থাগুলিকে পরিচালন ব্যয় সহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে ভাড়া স্থির করতে বলা হয়েছে। নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভাড়ার তথ্য অসামরিক বিমান চলাচলের মহাপরিচালকের কাছে জমা দিতে হবে এবং সংস্থার ওয়েবসাইট বা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। বুকিংয়ের সময় ও টিকিটে মোট প্রদেয় অর্থের পাশাপাশি মূল ভাড়া, কর, ফি, বাতিলের চার্জ, টাকা ফেরতের শর্ত ও অন্য খরচের পৃথক বিবরণ জানাতে হবে। নির্ধারিত বিমান সংস্থাগুলির ভাড়ার ওপর নজরদারি চালাবে মহাপরিচালকের দপ্তর। অসাধারণ পরিস্থিতিতে জনস্বার্থে কেন্দ্র লিখিত নির্দেশ দিতে পারবে, তবে তা পরিস্থিতির অনুপাতে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কার্যকর থাকবে।

চাহিদা অনুযায়ী ভাড়া বদল বাজারভিত্তিক অর্থনীতির স্বীকৃত পদ্ধতি। আসনপ্রাপ্যতা, বুকিংয়ের সময়, জ্বালানির দাম ও পরিচালন ব্যয় এতে প্রভাব ফেলে। কিন্তু অস্বচ্ছ পদ্ধতিতে অল্প সময়ে ভাড়া অস্বাভাবিক বেড়ে গেলে সমস্যা তৈরি হয়। উৎসব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা চিকিৎসার জরুরি প্রয়োজনে যাত্রীর বিকল্প সীমিত থাকে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল ও প্রত্যন্ত এলাকায় রেল বা সড়ক যোগাযোগ পর্যাপ্ত না হলে বিমানই দ্রুত যাতায়াতের ভরসা। ফলে আর্থিকভাবে দুর্বল ও সময়ের চাপে থাকা যাত্রীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। নতুন বিধিতে নিয়মিত সর্বোচ্চ ভাড়া বেঁধে দেওয়া হয়নি; সাধারণ পরিস্থিতিতে ভাড়া নির্ধারণের স্বাধীনতা সংস্থাগুলির হাতেই থাকছে। তাই 'অসাধারণ পরিস্থিতি'র পরিধি, হস্তক্ষেপের শর্ত ও দ্রুত প্রয়োগ সম্পর্কে স্পষ্টতা জরুরি।

নির্বিচারে সর্বোচ্চ ভাড়া বেঁধে দেওয়াই একমাত্র সমাধান নয়। জ্বালানি, দূরত্ব ও পরিষেবার ধরনভেদে ভাড়ার পার্থক্য স্বাভাবিক। প্রয়োজন অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে নজরদারি, ভাড়া নির্ধারণের স্বচ্ছতা, তথ্য প্রকাশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা। সাশ্রয়ী বিমানযাত্রাকে সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের সরাসরি মৌলিক অধিকার বলা যায় না, তবে চিকিৎসা ও জরুরি পরিষেবায় পৌঁছানোর সঙ্গে নাগরিকের জীবন ও জীবিকার সম্পর্ক রয়েছে। অন্যায্য বাণিজ্যিক আচরণের বিরুদ্ধে ভোক্তা সুরক্ষা আইনেও প্রতিকারের সুযোগ রয়েছে। বিমান পরিবহণের সাফল্য কেবল বিমানবন্দর নির্মাণ বা যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে মাপা চলে না; পরিষেবা সাধারণ মানুষের নাগালে থাকাও জরুরি। উৎসবে অতিরিক্ত উড়ান চালু করা ও চাহিদাসম্পন্ন রুটে আসন বাড়ানো জরুরি। বিমান সংস্থার মুনাফার অধিকার রয়েছে, কিন্তু তা জনস্বার্থের ঊর্ধ্বে নয়। নতুন বিধির সাফল্য নির্ভর করবে তার স্বচ্ছ প্রয়োগ ও বাস্তব সুফলের ওপর।

(লেখক শিক্ষক। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)



প্রতীকী।

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের

পাঁচ বছরের রেকর্ড ভেঙে বিষের চাদরে নয়াদিল্লি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : বিষের ধোঁয়ায় মুমূর্ষু রোগীর দশা রাজধানীর। দীপাবলির আলো নিভতেই বিষবাষ্পে ভরেছে দিল্লির আকাশ। উৎসবের পর বাসিন্দাদের একটাই আতঙ্ক—কবে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নেওয়া যাবে?

দীপাবলির রাতে কালকাজিতে ছেলের বাড়িতে বেড়াতে এসে কেরলের এর্নাকুলামের এক বৃদ্ধ দম্পতি রাত দুটো নাগাদ তীব্র শ্বাসকষ্টের শিকার হন। জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে ভর্তি সত্তরোর্ধ্ব ওই দম্পতিকে এখন অক্সিজেনের সাহায্য নিতে হচ্ছে। এই ঘটনা দূষণ সংকটের অমানবিক দিকটি স্পষ্ট করেছে। রাতে বাজির তাণ্ডবের পর সোমবার ভোরে দৃশ্যমানতা ছিল প্রায় শূন্য। চোখ জ্বালা, কাশি ও শ্বাসকষ্টে নাকাল হতে হচ্ছে আট থেকে আশি—সকলকে।

বাতাসের গুণমান সূচক (একিউআই) একাধিক এলাকায় ৪০০ ছাড়িয়ে 'গুরুতর' পর্যায়ে পৌঁছোয়। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার ভোর ৪টা ২০ মিনিটে আইটিও এলাকায় একিউআই ছিল ৪০৬, যা গত পাঁচ বছরের দূষণের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু একিউআইয়ের বাইরে এর বড় অভিঘাত পড়েছে দৈনন্দিন জীবনে। কালকাজির ওই বৃদ্ধ দম্পতির ছেলে রাজীব আইয়ার জানিয়েছেন, রবিবার রাত দুটো নাগাদ তাঁর বাবা-মায়ের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। রাজীবের কথায়, 'আগে কখনও তাঁদের এমন সমস্যা হয়নি।' ফর্টিস হাসপাতালের চিকিৎসক জয়া রায়শর্মার বক্তব্য, 'দিল্লি দূষণ পরিস্থিতি এই মুহূর্তে যে কোনও মানুষের পক্ষেই কষ্টকর। তার ওপর দীপাবলির রাতে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় ওই বৃদ্ধ দম্পতির শ্বাসকষ্টের সমস্যা আরও গুরুতর আকার নিয়েছে। আপাতত তাঁদের অক্সিজেনে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।'



দীপাবলির রাতে আলোর রোশনাই জয়পুরে। (ডানদিকে) শব্দবাজির দূষণে ধোঁয়াশায় ঢাকা নয়াদিল্লি। সোমবার।

সোমবার সকাল থেকে এইমস, আরএমএল ও সফদরজং হাসপাতালের বহির্বিভাগে শ্বাসকষ্ট, চোখে তীব্র জ্বালা ও বুকে অস্বস্তি নিয়ে রোগীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ শিশুদের নিয়ে, কারণ ছোটদের ফুসফুস বিকাশের পর্যায়ে থাকায় ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। দীপাবলির পর অনেক পরিবারই শিশুদের বাইরে বেরোনো বন্ধ করে ঘরে এয়ার পিউরিফায়ার চালাচ্ছে। বসন্তকুঞ্জের সাক্ষী গুপ্তার দুই মেয়ে। বড় মেয়ের বয়স ছয় বছর, ছোটটির মাত্র ১০ মাস। বাজি না ফাটিয়ে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে উৎসব পালন করলেও দূষণের কারণে পরের পরিকল্পনা বদলাতে বাধ্য হয়েছেন সাক্ষী।

পতপড়গঞ্জের ক্লাউডনাইন হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ রজত গ্রোভার বললেন, দীপাবলির পরেও দূষণের প্রভাব থাকায় শিশুদের ঘরে রাখা উচিত। এমসের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ নিখিল রাজবংশীর পরামর্শ, বাইরে দূষণ বেশি থাকলে জানলা বন্ধ রাখা প্রয়োজন। কারণ, দূষণে শিশুদের ফুসফুস মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

দূষণ এড়াতে দেরাদুনের বাসিন্দা শৈলেশ দীপাবলিতে দিল্লিতে এসে প্রতিদিন পাঁচ কিলোমিটার দৌড়ের বদলে মাত্র এক কিলোমিটার দৌড়েই ফিরতে বাধ্য হন। চাণক্যপুরীর বাসিন্দা বেদ প্রকাশের বক্তব্য, 'শীতকালে দূষণ নিয়ে আলোচনা হলেও অন্য সময়ে তা উপেক্ষিত থাকে। বাজির একদিনের দূষণ ছাড়া সামগ্রিক সমস্যায় সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। এতে পশুপাখিরাও আতঙ্কিত হয়, ব্যাহত হয় তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও।'

পরিস্থিতি মোকাবিলায় সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করে দিল্লি ও তিন রাজ্যের কাছে পুরোনো যান নিয়ন্ত্রণ, দূষণ শংসাপত্র পরীক্ষা ও মেয়াদ উত্তীর্ণ গাড়ি সরানোর রিপোর্ট চেয়েছে। অন্যদিকে, বাতাসের গুণমান পর্যবেক্ষণ বিষয়ক সরকারি কেন্দ্রগুলিতে গড় একিউআই ৩৭০ দেখালেও বেসরকারি প্ল্যাটফর্মে মাত্রা অনেক বেশি ছিল। দীপাবলির রাতে ৫৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩৬টি কেন্দ্র তথ্য দেওয়া বন্ধ রাখায় প্রকৃত দূষণের মাত্রা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একটি ছবি প্রকাশ করে আম আদমি পার্টির নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের অভিযোগ, 'নগর চৌখণ্ডী এলাকায় একিউআই ৩০৩৬-এ পৌঁছেছে। সরকারি পরিসংখ্যানে দূষণের ভয়াবহতার প্রকৃত ছবি ধরা পড়ছে না।'

রকেট বাজি ফেটে মৃত্যু বালকের

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : দীপাবলির আনন্দ মুহূর্তে বিষাদে পরিণত হল দিল্লির নারেলায়। রবিবার পরিবারের সঙ্গে রকেট বাজি ফাটাতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল বছর দশেকের এক বালকের। ঋষি নামের ওই বালক রকেট ওড়ানোর সময় বাজিটি আকাশে যাওয়ার বদলে সরাসরি তার বুকে এসে আঘাত করে। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। তবে মৃতের পরিবারের অভিযোগ, কর্তব্যরত চিকিৎসকদের গাফিলতির কারণেই মৃত্যু হয়েছে ঋষির। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরেও বেঁচে ছিল সে। ঋষির দাদা মোহিত বলেন, 'জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু চিকিৎসকেরা তৎপরতা দেখাননি। আমার ভাই বেঁচে ছিল। ওকে বাঁচানো যেত।' পুত্রের মৃত্যুর খবর শুনে হাসপাতালেই জ্ঞান হারান ঋষির বাবা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি। দীপাবলির রাতে দিল্লির দমকল বিভাগে মোট ২৫৭টি জরুরি ফোনকল আসে, যার মধ্যে ২১৪টিই ছিল আগুন লাগার ঘটনা এবং ১৪টি ক্ষেত্রে বাজি থেকেই আগুন ধরেছিল।

বাস্তুহারা প্রশ্নে মণিপুরে স্থগিত জনগণনা

ইম্ফল, ৯ নভেম্বর : ঘরছাড়া মানুষের গণনা হবে কীভাবে? এই ধন্দেই আপাতত মণিপুরে আটকে গেল জনগণনা ২০২৭।

মণিপুর হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২৭ পর্যন্ত রাজ্যে জনগণনার কাজ স্থগিত থাকবে। প্রধান বিচারপতি এম সুন্দর ও বিচারপতি এ গুনেশ্বর শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ ৪ নভেম্বরের রায়ে কেন্দ্রের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেন্সাস কমিশনারকে সাতটি আবেদন খতিয়ে দেখে যুক্তিসংগত নির্দেশ দিতে বলেছে। সিদ্ধান্তের

হাইকোর্টের নির্দেশ

পরেও আরও চার সপ্তাহ গণনা বন্ধ থাকবে, যাতে আপত্তিকারীরা চাইলে ফের আদালতে যেতে পারেন।

মামলা করেছিল কাংলেইপাক স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ও ইন্টারন্যাশনাল পিস অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট, সঙ্গে ছিলেন এক আবেদনকারী শান্তা সিংহ নাহাকপাম। তাঁদের বক্তব্য, ২০২৩ সালের মে থেকে জাতিগত হিংসায় হাজার হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত। শিবিরে থাকা তাঁদের ঠিকভাবে গুনতে না পারলে জনসংখ্যার হিসাবই ভুল হবে। আবেদনে বিধানসভার ২০২২ ও ২০২৪ সালের এনআরসি প্রস্তাবের কথাও উঠেছে। নতুন আবেদন জমা দেওয়া যাবে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত।

দীপাবলি-ইদের তুলনায় বিতর্কে খাড়গে

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : প্রথমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাবাও যাবে মন্তব্যের জন্য বিজেপির রোষানলে পড়েছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। এবার দেশবাসীকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে খুশির ইদ বলে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি। বিজেপি ওই মন্তব্যের জবাবে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতাকে সনাতন বিরোধী, হিন্দু বিরোধী বলে তোপ দেগেছে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোষণের অভিযোগও তুলেছে তারা। জ্ঞানেশ ইস্যুতে কোণঠাসা অবস্থায় খাড়গের মন্তব্যটিকে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে দেরি করেনি পদ্মব্রিগেড।

শনিবার খাড়গে বলেছিলেন, 'আমি সবাইকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বহু মানুষ একে খুশির ইদ হিসেবে পালন করে।' মানুষকে মতভেদ সরিয়ে দেশকে রক্ষার জন্য একযোগে কাজ করার এবং জাতীয় ঐক্য মজবুত করার আহ্বানও জানান খাড়গে। তাঁর ওই মন্তব্যের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই রে রে করে উঠেছে বিজেপি। দলের মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারী বলেন, 'কংগ্রেস সনাতন এবং হিন্দু বিরোধী। খাড়গের শব্দচয়ন থেকে পরিষ্কার ভোটারদের তোষণই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য।' বাটলা হাউস এনকাউন্টার এবং বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনায় সোনিয়া গান্ধির প্রতিক্রিয়া, অযোধ্যায় রাম মন্দিরে না যাওয়ার ঘটনাকে সামনে রেখে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতি করার অভিযোগও এনেছেন তিনি। দলের আরও এক নেতা সিআর কেশবন বলেন, 'জওহরলাল নেহরুর আমলে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের বিরোধিতা থেকে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার উৎসবকে রাহুল গান্ধির নাচগানের অনুষ্ঠান বলার পরম্পরা থেকে পরিষ্কার কংগ্রেস বারবার হিন্দু ধর্মাচরণ এবং অনুষ্ঠানগুলিকে অপমান করেছে।'

মোদিকে ফের প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ রাহুলের

দিমাগী নকশালের জবাব

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : দীপাবলিতে একদা মাও দুর্গ বাস্তারে কর্তব্যরত সিআরপিএফ জওয়ানদের সামনে দাঁড়িয়ে দিমাগী নকশালদের নিশানা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশ থেকে মাও আতঙ্ক মুছলেও এখনও যে দিমাগী নকশালরাই তাঁর মাথাব্যথা সেকথা ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। সেই বার্তার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কারা দেশবিরোধী সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মোদিকে ফের তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ জানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। সোমবার সমাজমাধ্যমে রাহুল লেখেন, 'প্রিয় সিআরপিএফ, আপনাদের মুখ দেখেই সবকিছু বোঝা যাচ্ছিল। আপনারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মিথ্যাচার মানতে পারছিলেন না। উনি আমাদের নকশাল বলেছেন। আমার চ্যালেঞ্জ রইল। কে দেশবিরোধী আর কে বিদেশি শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে বিতর্কে বসুন। যেকোনও সময়, যে কোনও জায়গায়। আমি নিশ্চিত, বিতর্কের পর আর একজনও জওয়ানের সামনে দাঁড়ানোর সাহস থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর।'

> **কে দেশবিরোধী আর কে বিদেশি শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তা নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে বিতর্কে বসুন। যে কোনও সময়, যে কোনও জায়গায়। আমি নিশ্চিত, বিতর্কের পর আর একজনও জওয়ানের সামনে দাঁড়ানোর সাহস থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর।**
>
> **রাহুল গান্ধি**

রবিবার বাস্তারের করণপুরে সিআরপিএফের ক্যাম্পে দাঁড়িয়ে মোদি বলেছিলেন, মাওবাদীদের আতঙ্ক মুছে গেলেও দিমাগী নকশালদের আতঙ্ক এখনও মোছেনি। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সহ একাধিক সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছে এবং মানুষকে সংবিধান ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছে। আমাদের অবশ্যই তাদের চিহ্নিত করতে হবে এবং পরাস্ত করতে হবে আর আমাদের দেশকে সুরক্ষিত করতে হবে।

এসআইআর বিতর্ক, ভোট চুরির অভিযোগ এবং সিইসি জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে রামলীলা ময়দানে সুর চড়ানোর পর ২ নভেম্বর মোদিকে তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্যে বিতর্কে বসার চ্যালেঞ্জ জানান রাহুল। ৩ তারিখও আরও চাঁচাছোলা ভাষায় প্রধানমন্ত্রীকে সেই চ্যালেঞ্জ জানান কংগ্রেস নেতা। বিজেপি নেতা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা রাহুল ও কংগ্রেসকে সংসদে আলোচনায় বসার পালটা চ্যালেঞ্জ জানান। কিন্তু তাতেও চাপানউতোর থামেনি।

এদিকে এদিন মোদিকে নিশানা করার পাশাপাশি ফের মণিপুর সফরের নির্ঘণ্টও ঘোষণা করেছেন রাহুল গান্ধি। ২০২৩ সালের মে মাসের গোড়ায় গোষ্ঠীহিংসা শুরুর পর থেকে এই নিয়ে চতুর্থবার উত্তর-পূর্ব ভারতের এই বিজেপি-শাসিত রাজ্যে যাবেন তিনি। ফেব্রুয়ারিতে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পঞ্জাব, গোয়ার সঙ্গেই মণিপুরেও বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। কিন্তু মেইতেই বনাম কুকি-জ়ো জনগোষ্ঠীর হিংসার জেরে এখনও কয়েক হাজার মানুষ ত্রাণশিবিরে রয়েছেন। কংগ্রেসের তরফেও সোমবার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, ২৬ নভেম্বর কয়েকটি ত্রাণশিবির পরদর্শনে যেতে পারেন রাহুল। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের জুন মাসে অগ্নিগর্ভ মণিপুরে প্রথম গিয়ে দুই জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন রাহুল। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা মণিপুর থেকেই শুরু করেছিলেন তিনি। লোকসভায় বিরোধী দলনেতা হওয়ার পরে ২০২৪ সালের ৮ জুলাই রাহুল জিরিবাম, চূড়াচাঁদপুর এবং মৈরাংয়ের ত্রাণশিবিরগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। কংগ্রেসের একটি সূত্র জানিয়েছে, ২৬ নভেম্বর রাজধানী ইম্ফল এবং চূড়াচাঁদপুরের ত্রাণশিবিরে যাবেন রাহুল। গত লোকসভা ভোটে মণিপুরের দুটি আসনেই কংগ্রেস জয়ী হয়েছে।



ওরে মুক্ত বিহঙ্গ... সোমবার যমুনা নদীতে পরিযায়ী পাখির দল।

নতুন পাসপোর্টের আবেদন হাসিনার

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর : ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরতে চান বলে আগেই ঘোষণা করেছেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই লক্ষ্য পূরণে প্রথম পদক্ষেপ করলেন তিনি। সোমবার নয়াদিল্লিস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের কাছে আইনজীবী মারফত নতুন পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্রের আবেদন করেছেন আওয়ামি লিগ সভানেত্রী। যদিও বাংলাদেশ সরকার তাঁকে পাসপোর্ট বা পরিচয়পত্র কোনওটিই দিতে রাজি নয়। ঢাকার পরিষ্কার জানিয়েছে, একজন পলাতক অপরাধীকে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী ফেরানো হবে।

লন্ডনস্থিত ম্যাট্রিক্স চেম্বার্সে হাসিনার আইনজীবী সোমবার যে চিঠিটি নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার প্রীতি রহমানকে লিখেছেন তাতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের তরফে ওঁর (শেখ হাসিনার) বাংলাদেশি পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রত্যাহার করে নেওয়ায় আমার মক্কেলকে নতুন বাংলাদেশি পাসপোর্ট এবং এনআইডি দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার বিনীতভাবে অনুরোধ করছি। ২০২৪ সালে দেশান্তরী হওয়ার পর এই প্রথমবার বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন হাসিনা। বাংলাদেশ হাইকমিশনকে তাঁর আবেদনটি দ্রুততার সঙ্গে

নারাজ ঢাকা



নিষ্পত্তি করার আর্জিও জানিয়েছেন মুজিব-কন্যার আইনজীবী। হাসিনার সহযোগীদের মতে, সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মিটলে হাসিনা কবে নাগাদ দেশে ফিরবেন সেই তারিখ ঘোষণা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সরকার অবশ্য হাসিনার ওই অনুরোধ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছে। বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর বলেন, আমাদের দেশ সন্ত্রাসবাদীদের কখনও পাসপোর্ট দেয় না। উনি একজন সন্ত্রাসবাদী। একজন পলাতক অপরাধী। ভারতের সঙ্গে আমাদের সক্রিয় প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে। আমরা চাই ওঁকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কবীরের কটাক্ষ, ওঁকে কি আমরা সাধারণ একজন বাণিজ্যিক যাত্রী হিসেবে দেখব আর বলব যে আসুন আপনার শ্বশুড়বাড়ি ঘুরে যান। পাসপোর্টের আবেদন খারিজ করে কবীর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, হাসিনাকে শুধুমাত্র প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ীই দেশে ফেরানো হবে। ২০২৪ সালের অগাস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গদি হারান হাসিনা। সেই থেকে দেশান্তরী মুজিব-কন্যার অস্থায়ী ঠিকানা নয়াদিল্লির গোপন আস্তানা। প্রথমে ইউনূস আমলে তারপর তারেক রহমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর একাধিকবার হাসিনাকে ফেরত চেয়ে নয়াদিল্লিকে আবেদন করেছিল। কিন্তু একবারও তাতে সাড়া দেয়নি ভারত। ফলে নয়াদিল্লি-ঢাকা টানাপোড়েন ক্রমশ বেড়েছে।

রবিবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে হাসিনার ফেরার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, 'শেখ হাসিনার বিষয়ে আইনগতভাবে যা যা করার, আমরা তা করছি। আইনসঙ্গতভাবেই ডিল করা হবে। আমরা যখন কোনও পদক্ষেপ করব, সেখানে ইমোশনের (আবেগের) কোনও বিষয় নেই। আমরা আইনটাকে প্রয়োগ করব।' এর আগে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক অবশ্য বাংলাদেশের অনুরোধ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বার্তা দিয়েছিল। তারপর থেকে আর কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। এবার হাসিনা নতুন পাসপোর্ট এবং এনআইডির আবেদন করায় তাঁর ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ফেরা ঘিরে পরিস্থিতি আরও তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।



দীপাবলির পরের দিন ভাগ্যলক্ষ্মী মন্দিরে পুণ্যার্থীরা। সোমবার হায়দরাবাদে।

স্বীকারোক্তি মার্কিন এআই কর্তার

ওয়াশিংটন ও বেজিং, ৯ নভেম্বর : পরকীয়া ফাঁস হওয়ার পর 'প্যায়ার কিয়া তো ডরনা কিয়া' বলার সাহস হল না মার্কিন প্রযুক্তি সংস্থা এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াংয়ের। এক চিনা মহিলার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা রীতিমতো চিঠি লিখে স্বীকার করতে হয়েছে তাঁকে। চিঠিটি তিনি লিখেছেন নিজের সংস্থার কর্মীদের উদ্দেশে।

অ্যালিস চিনা গোয়েন্দা সংস্থার চর হিসাবে এনভিডিয়া থেকে তথ্য হাতিয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে অভ্যন্তরীণ নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু হয়েছে। নিজের সংস্থার কর্মীদের কাছে লিখিত বিবৃতিতে জেনসেন হুয়াং বলেছেন, 'আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা করেছি। আমার কাজে সে এবং আমার সন্তানরা দুঃখ পেয়েছে। আমি যা করেছি, তার কোনও অজুহাত হয় না।' পালটা চিনের বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন দাবি করেন, 'তথাকথিত চিনা গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগটির কোনও ভিত্তি নেই।

অভিবাসন নীতি ভুল ছিল, কবুল ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৯ নভেম্বর : দেখে শেখার বান্দা তিনি নন। কিন্তু ভোটে ভরাডুবির পর ঠেকে শেখার ইঙ্গিত মিলল তাঁর কথায়!

আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনে বড় ধাক্কা খেয়ে নিজের 'বিদেশি তাড়াও' নীতির কঠোরতাকেই দায়ী করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে তাঁর প্রশাসন 'প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কড়া' অবস্থান নিয়েছিল এবং তার ফলে রিপাবলিকান পার্টিকে বড় নির্বাচনি খেসারত দিতে হয়েছে বলে কবুল করেছেন তিনি।

এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'আমার মনে হয় অভিবাসন নীতি একটু বেশিই কঠোর ছিল।' একইসঙ্গে তিনি যোগ করেন, 'সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করার জন্য আমার এ-প্লাস পাওয়া উচিত। কিন্তু অর্থনীতিতে অবদান রাখা বহু ভালো মানুষকেও এর জন্য অহেতুক মাশুল মেটাতে হয়েছে।'

ভোটে ডেমোক্র্যাটরা মার্কিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি সভা এবং সেনেট দুটি কক্ষেরই নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নিয়েছে। ট্রাম্পের অভিবাসী বিরোধী অভিযানে এযাবৎ হাজার হাজার মানুষকে হাতে হাতকড়া পরিয়ে বিমানে করে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। তবে মধ্যবর্তী ভোটের লড়াইয়ে ধাক্কা খেয়ে ট্রাম্প স্বীকার করেছেন, ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে আমেরিকায় থাকা পরিশ্রমী ও নির্দোষ মানুষদের বাস করার সুযোগ দিতে বিরোধীদের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে পৌঁছোতে তাঁর কোনও আপত্তি নেই।

তবে ট্রাম্পের এই নরম সুরের মাঝেও মার্কিন প্রশাসনের নীতি সত্যিই বদলাবে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন থাকছে। কারণ, কড়া অভিবাসন নীতির প্রধান কারিগর স্টিফেন মিলারকেই সম্প্রতি হোয়াইট হাউসের 'চিফ অফ স্টাফ' পদে উন্নীত করেছেন ট্রাম্প নিজেই। ভোটে হারের পিছনে ইরান যুদ্ধ এবং শেয়ার বাজারের ৩ লক্ষ কোটি ডলারের ক্ষতিকেও দায়ী করেছেন প্রেসিডেন্ট।

ক্ষমতায় এসে নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে মারকাটারি পদক্ষেপ করেছিলেন মার্কিন ট্রাম্প। কিন্তু মধ্যবর্তী ভোটে বড় রাজনৈতিক মাশুল মেটাতে হওয়ায় এখন ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার বার্তা দিচ্ছেন তিনি। বিপর্যয়ের পরই প্রশাসনের এই কৌশল বদল স্পষ্ট।

লাহোরে বাজল 'জো বলে সো নিহাল'

লাহোর, ৯ নভেম্বর : দেশভাগের রক্তাক্ত ইতিহাস আর সাত দশকেরও বেশি সময়ের স্তব্ধতা পেরিয়ে অবশেষে পাকিস্তানের লাহোরে অর্গলমুক্ত হল ঐতিহাসিক 'ছেভি পাতশাহি শ্রী গুরু হরগোবিন্দ সাহিব' গুরুদোয়ারার দরজা। দীর্ঘ ৭৯ বছর পর রবিবার শিখ ধর্মীয় রীতি মেনে ফের সূচনা হল প্রার্থনাসভার।

৭৯ বছর পর

লাহোরের ঐতিহাসিক টেম্পল রোডের বাতাস দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আবার মুখরিত হয়ে উঠল গুরুবাণী এবং 'জো বলে সো নিহাল' জয়ধ্বনিতে।

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, ১৬ শতকে ষষ্ঠ শিখ গুরু, যোদ্ধা-সন্ত গুরু হরগোবিন্দ



(১৫৯৫-১৬৪৪) লাহোর সফরে এসে তাঁর ভক্তভাই জীবনের বাড়িতে টানা তিন দিন অবস্থান করেছিলেন। গুরুসাহেবের স্মৃতিবিজড়িত সেই বসতবাড়িই কালক্রমে গুরুদোয়ারার রূপ নেয়। পরবর্তীতে মোগল শাসকের বাজেয়াপ্ত করা দুটি প্রিয় ঘোড়া—'দিলবাগ' ও 'গুলবাগ' পুনরুদ্ধার করতে এসে এই ঐতিহাসিক স্থানেই অবস্থান করেছিলেন বীর শিখ সেনাপতি ভাই বিধি চাঁদ। মহারাজা রঞ্জিত সিংহের আমলে নির্মিত গুরুদোয়ারার মূল ভবনটি ১৯১৫ সালে সম্প্রসারিত করেন স্থানীয় ভক্তসমাজ (সংগত)। ১৯২১ সালে মহন্ত হরি সিংহের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে সংগত পরিচালনার দায়িত্ব নেয় এবং ১৯২৭ সালে তা যায় শিরোমণি গুরুদোয়ারা প্রবন্ধক কমিটির অধীনে।

১৯৪৭-এর দেশভাগের উত্তাল দিনগুলিতে এই পবিত্র উপাসনালয় রক্ষা করতে গিয়ে বহু শিখ পুণ্যার্থী প্রাণ হারিয়েছিলেন। বন্ধ হয়েছিল নিয়মিত উপাসনা, দরজায় পড়েছিল তালা। ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের পর রবিবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্জাবের সংখ্যালঘু মন্ত্রী রমেশ আরোরা এবং ইভাকুই ট্রাস্ট প্রপার্টি বোর্ডের সচিব নাসির মুস্তাক। মন্ত্রী রমেশ আরোরা জানান, শিখ ঐতিহ্য রক্ষা ও তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে পাকিস্তানজুড়ে ৫০টিরও বেশি গুরুদোয়ারার সংস্কারকাজ পুরোদমে চলছে।

তারার আলো

আলোয় আলোকময় টলিউড



কালীপুজোয় আলো দিয়ে, পুজো দিয়ে উৎসবে মাতলেন বাংলার তারকারা। আলো দিয়ে বাড়ি সাজিয়েছেন মিমি চক্রবর্তী। নিজে পরেছেন কালো পোশাক, সঙ্গে গয়না, বাবা-মায়ের সঙ্গে সেলফি তুলেছেন, পোষ্যকেও সাজিয়েছেন। কাচ বসানো লহেঙ্গায়, কানে ভারী দুলে, ঝলমলে হয়ে দিপাবলি উদযাপন করেছেন শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। বাড়িও সাজিয়েছেন আলো দিয়ে। এক মণ্ডপে গিয়েছিলেন প্রিয়াংকা সরকার, পরেছিলেন হালকা কমলা রঙের সালওয়ার কামিজ। সব্যসাচী চক্রবর্তীর পরিবার একসঙ্গে কালীপুজো উদযাপনের ছবি পোস্ট করেছেন। ঋদ্ধিমা লাল শাড়িতে, গৌরব ও ধীর সবুজ পাঞ্জাবিতে সেজছেন। অর্জুনও সবুজ পাঞ্জাবি পরেছেন, তবে তাঁর ডিজাইনটা আলাদা. সৃজা সেন নীল লহেঙ্গায় সেজে ছবি তুলেছেন। মিঠু চক্রবর্তীও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।

বন্ধুর বাড়ি পুজো, খাওয়া, আড্ডা দিয়ে দীপাবলি কাটিয়েছেন ইশা সাহা। বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়েছেন যশ ও নুসরত। মণ্ডপে বাতিও জ্বেলেছেন দুজন। যশ কালো পাজামা পাঞ্জাবি আর ম্যাজেন্টা রঙের শাড়িতে সেজেছিলেন নুসরত। কাঞ্চন মল্লিকের বাড়ি কালীপুজো হয়। ব্যস্ত ছিলেন শ্রীময়ী। পরেছিলেন নীল শাড়ি, কাঞ্চন পাজামা-পাঞ্জাবি, মেয়ে কৃশভি লাল লহেঙ্গা পরেছিল। কৌশানী মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতেও কালীপুজো হয়। সেখানেই পুজোয় ব্যস্ত ছিলেন নায়িকা, সঙ্গে অবশ্যই ছিলেন বনি সেনগুপ্ত। গোলাপি পাড়ের সাদা শাড়ি, গোলাপি ব্লাউজে সেজে টান করে চুল বেঁধে বাড়িতে প্রদীপ জ্বালিয়েছেন পার্নো মিত্র। শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন সবাইকে।

উৎসবে মেতেছেন তৃণা সাহা, পাওলি দামও।



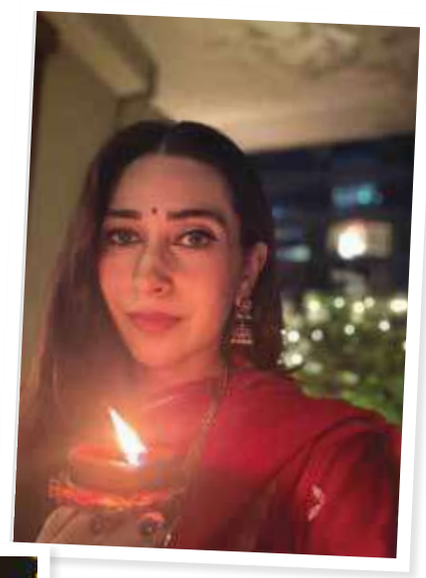


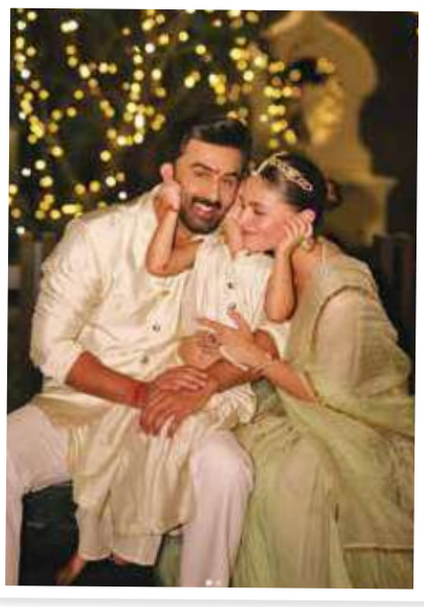


আলোকময় বলিউড

ওঁরা, তাতে দেখা যাচ্ছে রণবীরের কপালে তিলক, সঙ্গে স্ত্রী ও মা, পিছনে ঋষি কাপুরের ছবিতে মালা ঝুলছে।

আবেগতাড়িত হয়েছেন সেলিনা জেটলি। তিন ছেলের সঙ্গে তাঁর একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'আমি ভাবতেই পারছি না, তোমাদের ছাড়া এটা আমার দ্বিতীয় দিওয়ালি।' প্রসঙ্গত, সন্তানেরা এখন অস্ট্রিয়ায় তাদের বাবা পিটার হাগের সঙ্গে আছে। সেলিনা সন্তানদের পৃথিবীতে আনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। পোস্টে জানিয়েছেন সন্তানরাই তাঁর শক্তি, সেই শক্তিতেই তিনি এগিয়ে যেতে পারছেন। সন্তানদের সুস্থতা ও আলোকিত জীবন প্রার্থনা করেছেন সিয়া রাম, হনুমানজি ও মাতা বগলামুখীর কাছে। তাঁদের আর এক সন্তান শামসেরের মৃত্যু হয়েছে।





দেওয়ালিতে বহু বলিউড তারকা বাড়িতে পুজোর আয়োজন করেন। এদিন ঐতিহ্য, পরম্পরা, বন্ধু আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের উদযাপন—এভাবেই তাঁরা দেখেন। ব্যতিক্রম নয় চলতি বছরও।

অক্ষয় কুমার আরতি করছেন এমন এক ভিডিও শেয়ার করেছেন, সঙ্গে জানিয়েছেন তিনি ও তাঁর পরিবার সবাইকে দিওয়ালির শুভেচ্ছা জনাচ্ছেন।

রীতেশ দেশমুখ বাড়ির পুজোর ছবি পোস্ট করেছেন, সঙ্গে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সবাইকে। কৃতি শ্যানন ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'বছরের এই সময়টা আমার প্রিয়, সঙ্গে থাকে আমার প্রিয় মানুষেরা।' এরপর সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

নতুন বাড়িতে প্রথমবার দিওয়ালি উদযাপন করলেন রণবীর কাপুর, আলিয়া, রাহা, নীতু সিং। একটি ছবি পোস্ট করেছেন করিশমা ও করিনা কাপুর বাবা রণধীর ও মা ববিতা কাপুরের সঙ্গে দিওয়ালি উদযাপন করেছেন, দু বোনই পরেছিলেন সালওয়ার কামিজ। বাড়িতে ঘরোয়া পরিবেশে লক্ষ্মী ও গণেশের পুজো করেছেন তমান্না ভাটিয়া।

প্রিয়াংকা জোনাস, নিক জোনাস তাঁদের আমেরিকার বাড়ি আলোয় সাজিয়েছিলেন। প্রিয়াংকা পরেছিলেন লহেঙ্গা, মাথায় মালা, নিক সাদা পাজামা-পাঞ্জবি, মেয়ে মালতি সাদা লহেঙ্গায় সেজেছিল।

সোনম কাপুর বাড়ির পুজোর ছবি শেয়ার করেছেন, সঙ্গে স্বামী আনন্দ আহুজা। শ্রদ্ধা কাপুর বাড়ির পুজোর ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, দিওয়ালি কেন সাত দিনের হয় না।

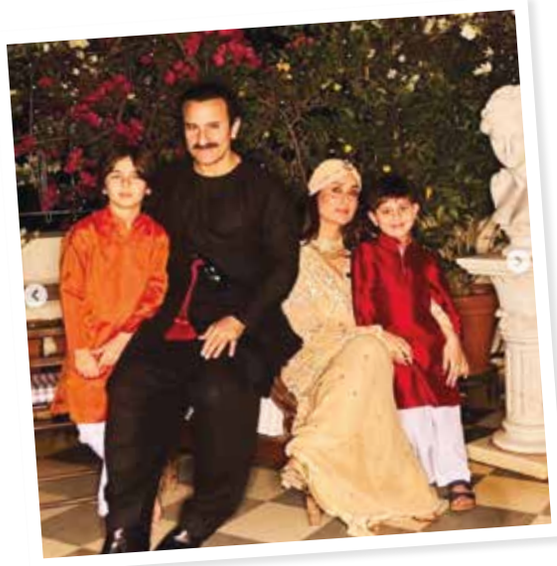
নিজেকে নিয়ে বেশ খুশি করিনা

বোটক্সের সুঁচ দিয়ে স্বাস্থ্য ধরে রাখার চেয়ে স্বাস্থ্য ধরে রাখার চেয়ে প্রাকৃতিক দিক থেকে স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেওয়াটাই অনেক বেশি জরুরি বলে মনে করেন করিনা কাপুর। করিনার মতে, বয়স ধরে রাখার চেষ্টা করার চেয়ে নিজের শরীর, মন ও অভিনয় প্রতিভাকে আগলে রাখাই আসল 'সেলফ-প্রিজারভেশন'।

বোটক্স এবং কৃত্রিম চিকিৎসা প্রসঙ্গে করিনা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, 'আমি বোটক্সের চরম বিরুদ্ধে এবং এ বিষয়ে সবসময়ই খুব সৎ কথা বলেছি। আমি সঠিক অর্থে নিজের শরীর ও মন রক্ষা করার পক্ষে। এর অর্থ হল সুস্থ থাকা, মানসিকভাবে ভালো বোধ করা এবং প্রাকৃতিক থেরাপির ওপর ভরসা রাখা।'

তিনি যোগ করেন যে সুঁচ ফোটানো বা ছুরি-কাঁচির নিচে যাওয়ার বদলে পরিবার-বন্ধুদের সঙ্গে ছুটি কাটানো, বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে মানসিক রিফ্রেশমেন্ট নেওয়াও এক ধরনের স্বাস্থ্যকর থেরাপি।

অভিনেত্রীর কথায়, শরীরে ইনজেকশন নেওয়ার চেয়ে শরীর ও মস্তিষ্কের যত্ন নেওয়া এবং নিজের ভেতরের প্রতিভাকে টিকিয়ে রাখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একজন শিল্পীর ক্ষেত্রে তাঁর অভিনয় ও পারফর্ম করার ক্ষমতাই হল তাঁর আসল হাতিয়ার।





একনজরে সেরা

সবথেকে বেশি

জানা গিয়েছে, বহুল প্রচলিত টিকিট বিক্রির প্ল্যাটফর্মে এক ঘণ্টায় রামায়ণ-এর ১.৪০ লাখ টিকিট বিক্রি হয়েছে এবং বিক্রির পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। এর ফলে পুষ্পা ২-র ১.০৭ লাখ ও ধুরন্ধর ২-র ১.০৯ লাখ টিকিট বিক্রির রেকর্ড ভেঙে গেল। মাত্র চারদিনে ছবিটি বিশ্বজুড়ে ৪০০ কোটির ওপর ব্যবসা করে ফেলেছে।

অসুস্থ অভিনেতা

রণজয় বিষ্ণ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি। ওষুধ খেয়ে তাৎক্ষণিক উপশম হলেও তাঁর জ্বর ফিরে ফিরে আসছিল। হাসপাতাল থেকে তাঁর ছবি পোস্ট করা হয়েছে, নাকে নল, হাতে স্যালাইন। তিনি প্রতিজ্ঞা ধারাবাহিকের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন, ধারাবাহিকের নির্মাতারা জানিয়েছেন অভিনেতা একেবারে সুস্থ হয়েই যেন কাজে ফেরেন।

সুনীতার বিশ্বাস

গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা তাঁদের বাড়িতে অতীতে হওয়া দিওয়ালির উদযাপনের ছবি পোস্ট করেছেন। এর আগে এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন এখন সময় আমাদের সঙ্গে নেই। আমি আমার কাজ করছি, গোবিন্দা তাঁর। তবে আমি বিশ্বাস করি, এ জীবনে আমাদের সম্পর্ক ভাঙবে না। তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। ...আমাদের সম্পর্ক এখন ঈশ্বরের হাতে।

নৈহাটির মা

হিন্দি ছবি মহাকালী, শুক্রাচার্যস ওয়ার ক্রাই-এর ঝলকের শেষে হিন্দি অক্ষরে বাংলা লেখা 'বড়মা দেখছে' শব্দবন্ধ কৌতূহল বাড়িয়েছে। বড়মা মানে নৈহাটির কালী মা। তবে কি ছবিতে মায়ের কোনও যোগ আছে? আলোচনা তাই নিয়েই। পূজা অপর্ণা কুল্লুরু পরিচালিত ছবিতে শুক্রাচার্য হয়ে অক্ষয় কান্না তাক লাগিয়েছেন। কালীর চরিত্রে শ্রীয়া রেড্ডিও নজর কেড়েছেন।

গরহাজির ঐশ্বর্য

অমিতাভ বচ্চনের বাড়ির দিওয়ালি উদযাপনে দেখা গেল না ঐশ্বর্য রাইকে। নব্যা নন্দার শেয়ার করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, অভিষেক ও শ্বেতা ফুলঝুরি পোড়াচ্ছেন। অগস্ত্য ও আরাধ্যা ছবি তুলেছেন। অ্যাশের না থাকায় প্রশ্ন উঠছে। আবার, সম্প্রতি একটি পার্টিতে দুজন একসঙ্গেই গিয়েছিলেন, তাই দিওয়ালিতে না-থাকা মানে বিচ্ছেদ, এমনটা ভাবা ঠিক নয়।

মিডিয়া দায়িত্বজ্ঞানহীন! চটে আগুন ফারহা



দীপাবলিতে দুর্যোগ? ফারহা খানের নিরাপত্তা নিয়ে মুম্বইয়ের সবাই উদ্বিগ্ন। ঘটনাটা ঠিক কী হয়েছে? পরিচালক ও কোরিওগ্রাফার ফারাহ খানের আবাসনে নাকি ভয়াবহ আগুন লেগেছে! সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সংক্রান্ত কিছু ভিডিও দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তবে এই দাবি সম্পূর্ণ ভুয়ো ও বিভ্রান্তিকর বলে জানিয়েছেন ফারহা খান নিজেই।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলোতে দেখা যাচ্ছে, একটি বহুতল ভবনে আগুন ও ধোঁয়া জ্বলছে, যা নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। দাবি করা হয়, মুম্বইয়ের 'ওবেরয় স্কাই হাইটস'-এ অবস্থিত ফারহা খানের নিজস্ব ফ্ল্যাটে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। আর এই বিষয়টি নজরে আসতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন ফারহা খান। নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ভাইরাল ভিডিওর স্ক্রিনশট শেয়ার করেন তিনি। ফারহা লেখেন, 'অনলাইন পোর্টালগুলোর কাছে অনুরোধ, দয়া করে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করুন! এটা একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং! ভিউ বা ক্লিকবেটই সব কিছু হতে পারে না।' প্রকৃতপক্ষে, মুম্বইয়ের একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন বিল্ডিং-এ কাজ চলার সময় সামান্য আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছিল। এর সঙ্গে ফারহা খানের আবাসনের কোনও সম্পর্ক নেই। এই ঘটনায় ফারাহ খান বা তাঁর পরিবারের কেউই ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েনি এবং কেউ হতাহত হননি।



ভক্তির প্রতিমূর্তি হয়ে কালী আরাধনায় শুভশ্রী

বর্ধমানে বাপের বাড়িতে ৪৫০ বছরের কালীপুজোয় রীতিমতো অনন্যা হয়ে উঠলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর পুজো করা দেখে নেটমহল এই অভিধায় ভূষিত করেছে তাঁকে। টান করে বাঁধা চুল, লাল শাড়ি, লাল টিপ, সিঁদুর, সোনার গয়নাতে এমনিতেই পুজোর পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছিলেন শুভশ্রী। তার ওপর মাথায় ও দু হাতে মাটির পাত্র নিয়ে তাতে আগুন দিয়ে তাঁর ধুনো পোড়ানোর ভঙ্গী দেখে নেটমহল উত্তাল। ধুনো পোড়ানো এক পুরনো পুজা পদ্ধতি। বলা হয়, সংসার, সন্তানের কল্যাণ কামনায় এয়োস্ত্রীরা এই ধুনো পোড়ানোর রীতি পালন করেন। সেই ধুনো পোড়ানো ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে।

অভিনেত্রীর পাশে ছিল ইয়ালিনি, সেও লাল পোশাক পরেছে মায়ের মতো। ছেলে ইউভান হলুদ পাজামা-পাঞ্জাবিতে সেজেছে। পুজোয় আরও একটি ঘটনা ঘটে। অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর দিদি দেবশ্রীর ইদানিং নাকি একটু দূরত্ব হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছিল, দুজনকে একসঙ্গে দেখা যাচ্ছিল না। এই পুজোয় সেই জল্পনারও অবসান ঘটল। দেবশ্রী বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে কখনও দূরত্ব ছিল না। শুভশ্রীর সঙ্গে আমার কখনও ঝগড়া হয়নি, যেমন অন্য ভাইবোনদের মধ্যে হয়। কোনওদিন হবেও না। আমি ওর থেকে ছ-বছরের বড়।'বাস্তবিকই, ইয়ালিনি মাম্মাম দেবশ্রীর তত্ত্বাবধানেই ছিল, সে ছবিও নেটে ঘুরছে। দেবশ্রী ছেলে অনীশের সঙ্গেই এখন বেশি থাকেন। অনীশ বেনারসে আশ্রম খুলেছেন, চলতি বছর সেখানে দুর্গাপুজো হয়েছে। আর দেবশ্রী সোশ্যাল মিডিয়াতেও তত সক্রিয় নন এখন। সেই জন্যই দু-বোনের মধ্যে দূরত্বের কথা উঠেছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ছোট্ট তারা



বাল্মীকি বিদ্যাপীঠ প্রাথমিকের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী অঙ্কিতা দে অঙ্কনে পারদর্শী। খুদে এই পড়ুয়া পড়াশোনাতেও সমান মনোযোগী।

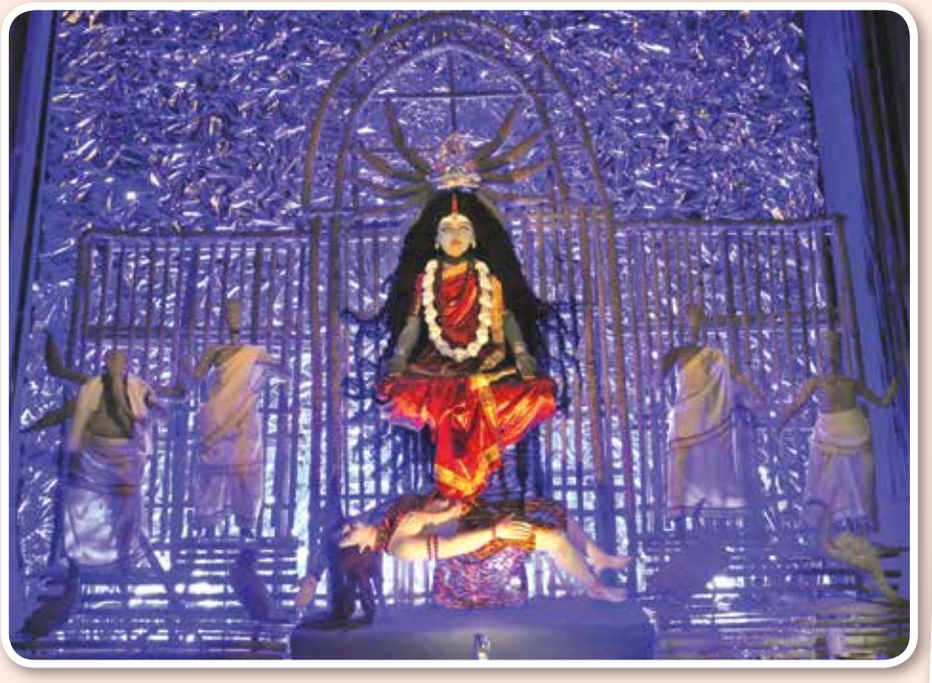
বেহাল রাস্তার চিন্তা নিয়েই প্রস্তুতি ছটপুজোর

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : হাতেগোনা আর মাত্র ক'দিন। কালীপুজোর পর ছটপুজো, যার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে পুরনিগম। শহরের বিভিন্ন ছটঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজ সোমবার শুরু করা হয়েছে। সেইসঙ্গে বালির বস্তার সাহায্যে ঘাট বাঁধানোর কাজও শুরু হয়েছে। এদিন পুরনিগমের আধিকারিকরা সেই কাজের তদারকিও করেন। যদিও এই আবহে শহরের একাধিক প্রান্তের বেহাল রাস্তা পুজো উদ্যোক্তাদের চিন্তা বাড়িয়ে তুলছে। তাঁদের কথায়, এখনও শহরের বেশকিছু রাস্তা খারাপ, ফলে দণ্ডি কেটে ঘাটে পৌঁছাতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে। পুর কর্তৃপক্ষ অবশ্য এক্ষেত্রে আশার বাণী শুনিয়েছে। পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'ছটপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় ঘাট পরিষ্কার করার কাজ চলছে। সেইসঙ্গে পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তার জন্য খানাখন্দে ভরা প্রতিটি রাস্তাই পুজোর আগে মেরামত করা হবে। এছাড়াও ছটঘাট থেকে প্রায় ১০০ মিটার পথে কার্পেটও বিছিয়ে দেওয়া হবে।'

সম্প্রতি একদিনের শিলিগুড়ি সফরে এসেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ওই সফরকালে তিনি আচমকা শিলিগুড়ি পুরনিগমে পৌঁছে পুর আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে পুর পরিষেবা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ছটপুজোর প্রস্তুতিতে জোর দেওয়ার কথা বলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মূলত ছটপুজোর আগেই খানাখন্দে ভরা রাস্তা মেরামতের কথা জানিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর ওই নির্দেশের জেরে প্রশাসক-পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষ ছটপুজোর আগেই ঘাটের পথে যাওয়ার প্রতিটি রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। পুরনিগম সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে খানাখন্দে ভরা রাস্তার জরিপের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার থেকেই প্রাথমিকভাবে সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে। তবে শুধু সংস্কার করাই নয়, এবার প্রতিটি ছটঘাটের প্রবেশপথেই পুণ্যার্থীদের জন্য কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হবে।

এদিন সকাল থেকেই শহরের সন্তোষীনগর ছটঘাট প্রস্তুতির লক্ষ্যে পাঁচটি আর্থমুভার কাজে লাগানো হয়েছিল। মূলত আবর্জনা সরিয়ে ফেলার পাশাপাশি বালির বস্তার সাহায্যে নতুন করে ঘাট বাঁধানোর কাজ চলে। এছাড়াও শহরের অন্যান্য ঘাটগুলিও সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশ মেনেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। পুণ্যার্থীরা যাতে মাঝনদীতে নামতে না পারেন, সেক্ষেত্রে বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করা হবে। শ্রীশ্রী ছটপুজো সেবা সমিতি লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জনঘাটের সহকারী সাধারণ সম্পাদক মণীশ বারি বলেন, 'পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে ভাঙাচোরা রাস্তার জেরে আমাদের খুবই সমস্যায় পড়তে হবে। মূলত প্রকাশনগর, চম্পাসারি সহ বিভিন্ন এলাকার ছটঘাটে যাওয়ার রাস্তা খুবই খারাপ অবস্থায় রয়েছে।' সন্তোষীনগর ছটঘাটে কমবেশি প্রায় পাঁচ হাজার পুণ্যার্থী পুজো করেন। শহর শিলিগুড়ির অন্যতম বড় ছটঘাট হিসেবে ওই ঘাটের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রী ছটপুজো সেবা সমিতির সভাপতি পাপ্পু সিং বলেন, 'রাস্তাঘাট কিছুটা খারাপ। পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে প্রতিটি রাস্তাই সংস্কার করে দেওয়া হবে।'







(বাঁদিক থেকে) এলিট স্পোর্টিং ক্লাব, কিরণ সংঘ ও বাবুপাড়া বয়েজ ক্লাবের দেবী প্রতিমা ও মণ্ডপসজ্জার ছবিগুলি তুলেছেন সূত্রধর। শিলিগুড়িতে সোমবার।

বই নিয়ে এবার বাড়ির দুয়ারে বামেরা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : এবারে বই নিয়ে মানুষের দুয়ারে পৌঁছানোর প্রস্তুতি শুরু করেছে বামেরা। দুর্গাপুজো ও কালীপুজোয় বুকস্টল বসানোর পরিচিত অভ্যাসকে এবার আরও বিস্তৃত করতে চাইছে তারা। নভেম্বর বিপ্লবের স্মরণে নেওয়া হয়েছে 'ঘরে ঘরে বই' কর্মসূচি। কালীপুজোর পর্ব পুরোপুরি মিটতেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে বই বিক্রি করবেন বাম নেতা-কর্মীরা। পাশাপাশি শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে বই পৌঁছে দিতে নামবে ভ্রাম্যমাণ বিক্রির গাড়ি। এতদিন পুজোর কয়েকটি দিনেই বইয়ের স্টল ঘিরে পাঠকদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ তৈরি হত। এবার সেই যোগাযোগকে সারা শহরে আরও ছড়িয়ে দিতে চাইছে তারা। পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে বই হাতে তুলে দেওয়ার পাশাপাশি মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলাও এই কর্মসূচির লক্ষ্য।

শিলিগুড়িতে বুকস্টলের দায়িত্বে থাকা সিপিএমের প্রবীণ নেতা জীবেশ সরকার বলেন, 'প্রতিটি এরিয়া কমিটির অবস্থান অনুযায়ী ভ্রাম্যমাণ বই বিক্রির গাড়ি থাকবে। সেখান থেকে যেমন বই বিক্রি হবে, পাশাপাশি আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়েও বই বিক্রি করব।'

জানা গিয়েছে, ১৫ নভেম্বর এই কর্মসূচি হবে। এরপর এরিয়া কমিটিগুলি নিজেদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্মসূচির মেয়াদ আরও বাড়াতে পারে। শহরের বিভিন্ন পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে সাহিত্য, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বই বিক্রি করবেন বাম নেতা-কর্মীরা। এই কর্মসূচিতে দেখা যাবে অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকার, সমন পাঠক, শরদিন্দু চক্রবর্তী, মুন্সি নরুল ইসলাম ও দিলীপ সিংয়ের মতো নেতাদের।

ভ্রাম্যমাণ গাড়িগুলি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, বাজার ও জনবহুল এলাকায় ঘুরে বই বিক্রি করবে। ছোটদের গল্পের বইয়ের পাশাপাশি থাকবে সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বই। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও লেখা বই রাখা হবে সেখানে।

সিপিএমের শিলিগুড়ি ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার বললেন, 'সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় বই পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমাদের বই স্টলের ওপর যত হামলা হয়েছে,



বিক্রি আরও বেড়েছে। সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসে আমাদের স্টল থেকে বই কিনছেন।'

এবার দুর্গাপুজোয় রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রে ছিল বামেদের বুকস্টল। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সেই স্টল হামলার মুখে পড়ে। বাদ যায়নি রাজনৈতিক সম্প্রীতির শহর বলে পরিচিত শিলিগুড়িও। বুকস্টলে হামলার অভিযোগ সরাসরি বিজেপির দিকে তুলেছে বামেরা। দুর্গাপুজোর পর সেই চ্যালেঞ্জ নিয়েই শহরের কালীপুজোতেও বুকস্টল বসিয়েছে তারা। দার্জিলিং জেলার ফুলবাড়ি, সেবক রোড, হায়দরপাড়া, মাটিগাড়া ও সূর্য সেন কলোনি মিলিয়ে কালীপুজোয় পাঁচটি বুকস্টল দিয়েছে বামেরা। উৎসবের দিনগুলিতে স্টলে পাঠকদের ভালো সাড়া মিলেছে বলে দাবি তাদের।

উৎসবের বুকস্টল এবার পাড়ায় পাড়ায় জনসংযোগের নতুন উদ্যোগে রূপ নিতে চলেছে। বই বিক্রির পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের অভাব-অভিযোগের কথাও শোনার সুযোগ থাকবে বামেদের।

প্রতিপদের ভিড়ে সপ্তমীর আমেজ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : দুর্গাপুজোর সপ্তমীতে শিলিগুড়ি শহর যে জনজোয়ারের সাক্ষী হয়েছিল, সোমবার রাতে যেন সেই ছবিরই পুনরাবৃত্তি হল। শহরের রাজপথ থেকে শুরু করে বড় বাজেটের পুজো মণ্ডপ চত্বর— সর্বত্রই উপচে পড়ল মানুষের ভিড়। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত যত বেড়েছে, ততই বেড়েছে দর্শনার্থীদের ঢল। তরুণ সংঘ, এলিট ক্লাব, জিটিএসসি, ভিএনসি-র মতো পুজো মণ্ডপগুলিতে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

রবিবার কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষ্যে অনেকেই বাড়ির পুজো এবং অন্যান্য আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ফলে সেদিন অনেকের পক্ষেই শহরের বড় বড় কালীপুজো মণ্ডপে গিয়ে প্রতিমা দর্শন করা সম্ভব হয়নি। সেই ব্যস্ততা মিটতেই সোমবার সন্ধ্যা থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে প্রতিমা দর্শনে বেরিয়ে পড়েন বহু মানুষ। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ায় রাতে কিছুটা হলেও শীতের আমেজ। ফলে অনেকের শরীরেই দেখা গিয়েছে গরম পোশাক। জ্যাকেট চড়িয়ে বা চাদর জড়িয়ে মোটরবাইক ও স্কুটারে চড়ে তাঁরা ছুটেছেন শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

শুধু শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দারাই নন, আশপাশের ফুলবাড়ি, জটিয়াকালি, মাটিগাড়া, সাহুডাঙ্গি এমনকি রাজগঞ্জ থেকেও বহু মানুষ পুজো দেখতে শহরে এসেছেন। দেশবন্ধুপাড়া, মিলনপল্লি, বাবুপাড়া সহ শহরের বিভিন্ন এলাকার পুজোমণ্ডপেও ছিল দর্শনার্থীদের ভিড়। এবছর কালীপুজো উপলক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তা মণ্ডপসজ্জায় বিশেষ চমক রেখেছেন। চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা, বাহারি মণ্ডপ এবং নজরকাড়া প্রতিমা দেখতে উৎসাহ ছিল তুঙ্গে। এদিন মাটিগাড়া থেকে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সেবক রোডের এলিট ক্লাবে এসেছিলেন সম্পা সরকার ও তাঁর স্বামী তন্ময় সরকার। সঙ্গে ছিল তাঁদের ছোট্ট মেয়ে। ঠান্ডার কথা মাথায় রেখে ছোট্ট মেয়েকে গরম পোশাক পরিয়ে এনেছেন তন্ময়-সম্পা। তাঁরা জানান, সাধারণত দুর্গাপুজোর সময়ই তাঁরা





শিলিগুড়ি আসেন। কিন্তু এবার কালীপুজোতেও কয়েকটি মণ্ডপ বড় আকারের হওয়ায় চলে এসেছেন। পুজোমণ্ডপের পরিবেশ ভালো লেগেছে তাঁদের।

রাজগঞ্জ থেকে চারচাকা গাড়ি নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শিলিগুড়ি জিটিএসসি ক্লাবের কালীপুজো দেখতে এসেছিলেন পিনাকী বর্মন। তিনি জানান, এ বছর তাঁরা প্রথমে ধূপগুড়ি ও ময়নাগুড়ির বিভিন্ন পুজো দেখেছেন। তবে শিলিগুড়িতে কালীপুজোর আয়োজন দিনদিন বড় আকার ধারণ করায় এবছর এই শহরের পুজো দেখার সিদ্ধান্ত নেন। পিনাকীর কথায়, 'শিলিগুড়িতে এ বছর যথেষ্ট ভালো পুজো হয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় মণ্ডপসজ্জায় যেভাবে শহর নজর কেড়েছিল, কালীপুজোর মণ্ডপ তৈরিতেও উদ্যোক্তারা অনেকটা একই ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।' শুধু বড় বাজেটের পুজো নয়, কালী মন্দিরগুলিতেও অনেকে গিয়েছিলেন দেবী দর্শনে। এদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাল্মীকি ময়দানে আয়োজিত কালীপুজো মণ্ডপেও এদিন ছিল দর্শনার্থীদের ভিড়। প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি সেখানে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতেও ভিড় জমান বহু মানুষ। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বাড়তি যানবাহনের চাপ সামাল দিতে তৎপর ছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। গুরুত্বপূর্ণ মোড় ও পুজোমণ্ডপ সংলগ্ন এলাকায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে পুলিশের সক্রিয় ভূমিকা চোখে পড়েছে।

এদিন বিকেল থেকে নবপ্রভাত সংঘের তরফে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের জন্য খিচুড়ি প্রসাদের আয়োজন করা হয়। প্যান্ডেল হপিংয়ের পাশাপাশি চলে খিচুড়ি খাওয়া। অন্যদিকে, বিধান মার্কেট খুচরো ফল ও সবজি ব্যবসায়ী সমিতির তরফেও ১২০ জনকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

চারপাশে কংক্রিটের দেওয়াল, ব্যস্ত শহুরে জীবনে হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির ছোঁয়া। অথচ একফালি বারান্দাতেই গড়ে উঠছে সবুজের নিজস্ব জগৎ। কারও কাছে অবসর, আবেগ, আবার কারও কাছে শান্তির ঠিকানা।

সবুজ বারান্দায় একফালি শান্তি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস



শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : ক্রমশ কংক্রিটের খাঁচায় বন্দি হচ্ছে শহর। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে যখন একঘেয়েমি গ্রাস করে, তখন একফালি বারান্দা কিংবা ছোট্ট ব্যালকনিই হয়ে ওঠে মুক্তির ঠিকানা। বহুকাল ধরেই মানুষের জীবনে বারান্দার একটা বিশেষ জায়গা রয়েছে। জড়িয়ে রয়েছে নানা স্মৃতি, আবেগ ও ভালো লাগা। ক্রমবর্ধমান শহরে ফ্ল্যাটবাড়ির দৌলতে যাঁরা বড় বারান্দা হারিয়েছেন, তাঁদের কাছে ছোট্ট ব্যালকনিই হয়ে উঠেছে প্রকৃতির কাছে ফেরার ঠিকানা।

প্রকৃতির ছোঁয়া পেতে সেই বারান্দা কিংবা ব্যালকনিকে একটুকরো বাগান করে তুলেছেন শহরের অনেকেই। ফুল, পাতাবাহার আর নানা ধরনের গাছের সমাহারে তৈরি হয়েছে তাঁদের নিজস্ব সবুজের জগৎ।

শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষিকা মহুয়া রায়চৌধুরী ভাওয়াল এবং তাঁর স্বামী সজল ভাওয়াল বাড়ির ব্যালকনি ও বারান্দা দুটিকেই সাজিয়েছেন মনের মতো করে। নানা ধরনের পাতাবাহার ও জলপদ্মে সেজে উঠেছে জায়গাগুলি। মহুয়া বলেন, 'ব্যালকনি আমার কাছে একটুকরো অবসর। স্বামী ও মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে পারিবারিক সময় কাটানোর জায়গা। বারান্দার সঙ্গে আমার অনুভূতিও অনেক দিনের।' ছোটবেলার স্মৃতিচারণা করে তিনি জানান, বাড়িতে অনেকটা সময় বারান্দায় কাটত। বড় হয়ে ভেবেছিলেন, নিজের বাড়ি হলে সেখানেও বারান্দা রাখবেন। সেই ভাবনা থেকেই বাড়িতে তৈরি করেছেন দুটি বারান্দা। পরিবারের সকলে সেখানে বসে গল্প করেন। শীতের হালকা রোদে কমলালেবু খাওয়া কিংবা পোষ্যদের সঙ্গে সময় কাটানো— সব কিছুরই আদর্শ জায়গা এই বারান্দা। সেখানেও রয়েছে তাঁর পছন্দের নানা পাতাবাহার।





হাকিমপাড়ার মিতালি সোমেরও রয়েছে ছোট্ট একটি শখের বাগান। তাঁর বারান্দায় আগে ছিল বোগেনভিলিয়া, জবা, গরমের মরশুমে টগর সহ আরও নানা গাছ। তবে শীতের মরশুমে আপাতত সেখানে জায়গা পেয়েছে পিটুনিয়া, গাঁদা, ডায়ান্থাস ও প্যানজি। আগামীদিনে আরও গাছ লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। মিতালি বলেন, 'গাছের পিছনেই অনেকটা সময় কেটে যায়। কী সমস্যা হচ্ছে, কোন গাছ কেমন বাড়ছে, সেদিকেই নজর থাকে। ফুল কতটা ফুটল, তা নিয়ে আমার বিশেষ মাথাব্যথা নেই। গাছ লাগাতে এবং সেগুলিকে বড় হতে দেখতেই আমি খুশি। ওই বারান্দাটা দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।'

শিবরামপল্লির চন্দন দত্তের বাড়িতে ছাদ নেই। তাই তাঁর কাছে বারান্দার গুরুত্ব বরাবরই একটু বেশি। দোকান সামলানোর পর তাঁর অন্যতম ব্যস্ততা বারান্দার গাছগুলির পরিচর্যা করা। সেখানে রয়েছে টগর, ডালিয়া ও পিটুনিয়া। শীতের মরশুমে আরও অনেক গাছ লাগানোর ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। বোগেনভিলিয়া লাগিয়ে বারান্দা সাজানোরও পরিকল্পনা রয়েছে। চন্দন বলেন, 'আমি দোকানে থাকলে স্ত্রী গাছগুলির দেখাশোনা করে। ওকেও সব বুঝিয়ে দিয়েছি। বাড়িতে অতিথিরা এলে সবাই বলেন, বারান্দাটা খুব সুন্দর। সেখানেই বসে গল্প হয়।'

এই বারান্দাগুলি যেন তাঁদের কাছে একমুঠো শান্তি। তাই নিজেদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস দিয়েই সাজিয়ে তুলেছেন সেই জায়গা। দিনশেষে ব্যস্ত শহুরে জীবনের ক্লান্তি সরিয়ে বারান্দার সবুজেই যেন তাঁরা ফিরে পান নিজের শিকড়ের টান।

অন্ধকারে জুটি বেঁধে ভালোবাসার আলোয়

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আবহে ব্ল্যাক আউটের অন্ধকারে হ্যাজাকের আলোয় ১৯৭১ সালে চার হাত এক হয়েছিল। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গিয়েছে ৫৫ বছর। আজও একসঙ্গে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে শুরু হয় গণেশ-মিনুর প্রতিদিনের জীবন।



শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : দেশে তখন যুদ্ধ চলছে। সন্ধ্যা হলেই ব্ল্যাক আউট। আলো জ্বালানো বারণ। তাহলে অন্ধকারে বিয়ে হবে কী করে। তবু এই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যেই গণেশ ও মিনুর বিয়ে হল ব্ল্যাক আউটে ঢাকা দেওয়া হ্যাজাকের অল্প আলোয়। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গিয়েছে বিয়ের ৫৫ বছর। আজও বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই প্রথমে মনে পড়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কথা। বর্তমান সময়ের বিয়ের আয়োজন দেখতে দেখতে নিজেদের বিয়ের স্মৃতিচারণায় মেতে ওঠেন শিলিগুড়ির সূর্যসেন কলোনির বাসিন্দা গণেশ দে ও মিনু দে। তাঁদের গল্পের শ্রোতা এখন শুধু ছেলেমেয়েরা নয়, বৌমা-জামাই এবং নাতি-নাতনিরাও।

কবি শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন, 'হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়, সারা জীবন বইতে পারা সহজ কথা নয়।' দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে কবির এই কথাগুলি যেন আজও সমান সত্যি। একজন মানুষের পাশে থেকে সারা জীবন সুখে-দুঃখে পথ চলা সত্যিই সহজ নয়। তবে গণেশ ও মিনুর কাছে জীবন মানে কোনও কিছুর জন্য আক্ষেপ করে কাটানো নয়, বরং একে অপরের পাশে থেকে প্রতিটি মুহূর্ত উদযাপন করা।

মিনু বলেন, 'আজকের দিনে যেভাবে বিয়ে হতে দেখি, আমার বিয়ে সেভাবে হয়নি। সেই সময় বিয়ে মানে ছিল চারটি কলা গাছ লাগিয়ে ছাদনাতলা তৈরি করে বিয়ে। আমার বিয়ের সময় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি থাকায় আলো জ্বালানো বারণ ছিল। তাই ছাদনাতলার উপরে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে হ্যাজাক জ্বালিয়ে বিয়ে হয়েছিল।'

স্ত্রীর মুখে বিয়ের কথা শুনে হেসে গণেশ জানান, দেখাশোনা করেই তাঁদের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের দিনের কথা মনে করে তিনি বলেন, 'রিকশায় করে বিয়ে করতে



গণেশ দে ও মিনু দে।

গিয়েছিলাম। তখন ব্ল্যাকআউট চলছিল, তাই আলো জ্বালানো বারণ ছিল। এর মধ্যেই বিয়ে হয়।'

বিয়ের ছবি বাড়িতে না থাকলেও বিয়ের পরে স্টুডিওতে গিয়ে তোলা ছবি সাজিয়ে রাখা হয়েছে তাঁদের শোবার ঘরের দেওয়ালে। পেশায় রেলকর্মী গণেশ কর্মসূত্রে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন। তবে স্ত্রীকে নিয়ে রাজ্যের বাইরে খুব একটা ঘোরা হয়নি। কিন্তু স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য মাঝেমধ্যেই তাঁকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতেন। এখন বার্ধক্যের কারণে সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখা না হলেও প্রতিবছর দুর্গাপুজোয় স্ত্রীকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরোন তিনি।

স্বামীর এই অভ্যাস নিয়ে মিনু হেসে বলেন, 'দুর্গাপুজোয় ঠাকুর দেখা আমার কোনও বছর বাদ যায় না। স্বামীর বায়নাতেই পুজোর দিনগুলিতে সেজেগুজে পরিবারের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বের হতে হয়।'

আজকের দিনে যেখানে সামান্য বিষয় নিয়েও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি লেগে যায়, সেখানে এখনও গণেশ ও মিনুর দিন শুরু হয় একসঙ্গে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে। গণেশ মাঝেমধ্যেই নিজের হাতে স্ত্রীর জন্য চা বানিয়ে দেন। মনে রাখেন তাঁর ওষুধ খাওয়ার সময়ও। স্বামীর হাতে তৈরি চা খেতে কেমন লাগে, জানতে চাইলে মিনু মুচকি হেসে জানান, কর্মসূত্রে গণেশকে দীর্ঘদিন বাড়ির বাইরে থাকতে হয়েছে। তাই তিনি নিজেই রান্না করতে পারেন। বিয়ের পর মাঝেমধ্যেই মাছের নানা পদ রান্না করে খাওয়াতেন। অন্যদিকে, স্ত্রীর হাতের সব রান্নাই প্রিয় গণেশের।

একে অপরের পাশে থাকাই সুখী দাম্পত্যের সবচেয়ে বড় চাবিকাঠি বলে মনে করেন গণেশ। তিনি বলেন, 'স্ত্রীর সঙ্গে খুব বেশি রাজ্যের বাইরে বেড়াতে যাওয়া হয়নি। তবে যেখানে গিয়েছি, দুজনে একসঙ্গেই গিয়েছি। অবসরের পর দিনের শুরু থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত পুরো দিনটাই স্ত্রীর সঙ্গে কাটে।'

বাবা-মায়ের ভালোবাসা ও খুনসুটি দেখে আনন্দ পান তাঁদের ছেলে রাজু দে এবং দুই মেয়ে দেবী দে ও ছবি চৌধুরী।

নজরদারিতে নাস্তানাবুদ বক্সা

আলিপুরদুয়ার, ৯ নভেম্বর : বক্সার বাঘিনীকে সামলাতে হিমসিম খাচ্ছেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের কর্তারা। সেই সঙ্গে বাঘিনীর ওপর নজরদারি নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। বারবার বন দপ্তরের নজর এড়িয়ে যাচ্ছে বিটিআর টিএফ-১। বাঘিনী অসমে পাড়ি দেওয়ার পর রেডিও কলারে নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন ছিল। এবার ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরায় নজরদারি নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ক্যামেরায় নজর রেখেও বাঘিনীর সঠিক অবস্থান জানতে পারছে না বন দপ্তর। বাঘিনীর ওপর নজর রাখার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষিত বনকর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁদের নজর বাঘিনী এড়িয়ে যাচ্ছে কীভাবে? পুরো বিষয়টি নিয়েই বড়সড়ো প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। একটি বাঘিনীর ক্ষেত্রেই যদি এই অবস্থা হয়, তখন আরও রয়েল বেঙ্গল টাইগার বক্সায় ছাড়ার পর কী হবে- এই প্রশ্ন কাঁটার মতো বিঁধছে বন দপ্তরের গায়ে। যদিও বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ জানাচ্ছেন, পরিস্থিতি অনেকটাই সামলে নেওয়া হয়েছে এবং নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে। সমস্যা খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটিও তৈরি করা হবে।

৩০ অক্টোবর আলিপুরদুয়ারের মাটিতে পা রাখার পর থেকেই একের পর এক ঝড় বয়ে যাচ্ছে 'ডুয়ার্স রানির' ওপর দিয়ে। বিহার থেকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে আনার পর, আবার ১ নভেম্বর তাকে গুলি করা হয় রেডিও কলার পরানোর জন্য। এনক্লোজার থেকে জঙ্গলে মুক্তি দেওয়ার পর বাঘিনী জঙ্গলে কয়েকদিন কাটিয়ে বন দপ্তরের চোখে ফাঁকি দিয়ে পাড়ি দেয় অসমে। সেখান থেকে আবার ১২ দিন পর ফেরানো হয় বক্সার ২৫ মাইল এনক্লোজারে। সেবারও ঘুমপাড়ানি গুলিই ছোড়া হয়। মঙ্গলবার বাঘিনীকে ফেরানো হলেও রবিবার আবার বাঘিনী এনক্লোজার ছেড়েছে। এবার হার্ড বা সফট রিলিজ নয়, বাঘিনী নিজেই সিঁধ কেটে এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে যায়। মাটিতে প্রায় আড়াই ফুট গর্ত করে বাঘিনী বেরিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে ওই বাঘিনী এনক্লোজারের ৫ কিলোমিটারের মধ্যেই ঘুরছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বাঘিনীকে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প সংলগ্ন পানবাড়ি বনবস্তি এলাকায় দেখা গিয়েছে। বাঘিনী আবার জঙ্গলের কোর এলাকায় ফিরে আসে। এদিকে প্রায় ১০০ বনকর্মী বর্তমানে বাঘিনীর ওপর নজরদারিতে রয়েছেন। এ ছাড়া বক্সায় তিনটি কুনকি হাতি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জলদাপাড়া থেকে আরও কুনকি হাতি আনা হতে পারে। সেই আলোচনাও চলছে। ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিকরাও বাঘিনীর ওপর নজর রাখছেন। বনমন্ত্রীর কথায়, 'বাঘিনী একদম সুস্থ রয়েছে। জঙ্গলের মধ্যেই আছে। চিন্তার কোনও বিষয় নেই। আগে যে নিরাপত্তা ছিল, তার থেকে নিরাপত্তা আরও তিন গুণ বাড়ানো হয়েছে।'

অসমে বাঘিনীর যাওয়া নিয়ে বন দপ্তর যেমন চাপে পড়েছিল, তেমনই সিঁধ কাটার পরেও তারা চাপে রয়েছে। খোলা জঙ্গলে বাঘিনী শ্যাডো জোনে থাকলে অনেক সময় রেডিও কলারের সিগন্যাল পাওয়া যায় না বলে যুক্তি ছিল। এবার এনক্লোজারে গর্ত করার সময় ক্যামেরায় নজরদারি চালানো বনকর্মীরা কী করছিলেন, সেই প্রশ্ন উঠছে। কেন বাঘিনীকে এনক্লোজারে রাখা যাচ্ছে না, সেই প্রশ্নও উঠছে।

রাজ্যের বনমন্ত্রী বলেন, 'অসম থেকে নিয়ে আসার পরই বাঘিনী জঙ্গলে ফেরার জন্য মরিয়া ছিল। আমরাও চেষ্টা করছিলাম বাঘিনীকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার। বাঘিনী নিজেই বেরিয়ে গিয়েছে।' নজরদারি কি ঠিক হয়নি? বনমন্ত্রী জানান, বাঘিনী গত কয়েকদিন ধরে এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় গর্ত করছিল। এনক্লোজারের ফেন্সিং ভাঙারও চেষ্টা করেছে। রবিবার গর্ত করার বিষয়টিও তাই বনকর্মীদের স্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

বনমন্ত্রী এমন সাফাই দিলেও নজরদারির প্রশ্নের সঠিক উত্তর মিলছে না। মন্ত্রী আবার আশ্বাস দিচ্ছেন, এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি বিভাগীয় তদন্ত কমিটিও তৈরি করা হবে।



চার পৃথক অভিযানে ৮ নাবালক উদ্ধার

কোচবিহার, ৯ নভেম্বর : ৪টি পৃথক অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে ২ কোটি টাকার বেশি সামগ্রী উদ্ধার করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) আরপিএফ। এনএফআর সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসে বদরপুর থেকে ৪টি পিস্তল ও সমসংখ্যক ম্যাগাজিন, হারমতি থেকে প্রায় ২০ হাজার টাকা মূল্যের ৪টি নকল সোনার টুকরো উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ২ কোটি টাকা মূল্যের ১.০৩১ কেজি ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এছাড়া কামাখ্যা থেকে চুরি যাওয়া ১৭ হাজার টাকা দামের একটি মোবাইল, ৬.৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের ১৩ কেজি গাঁজা এবং ৪৪৯ বোতল অবৈধ মদ উদ্ধার করেছে আরপিএফ। কাটিহার থেকেও বেশ কয়েক লিটার মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

এদিকে রঙ্গিয়া, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি এবং গুয়াহাটি স্টেশন থেকে ৮ নাবালককে উদ্ধার করেছে আরপিএফ। গত ৪ থেকে ৬ নভেম্বরের মধ্যে তাদের আরপিএফ উদ্ধার করে। এছাড়া গত ৪ নভেম্বর আগরতলা ও ৫ নভেম্বর লামডিংয়ে ট্রেনে দুই মহিলা দুটি সন্তানের জন্ম দেন। ট্রেনের মধ্যে প্রসবের ঘটনায় রেলকর্মী ও সহযাত্রীরা সহযোগিতা করেছেন বলে রেল সূত্রে খবর।

রেলের সাফল্য

জলপাইগুড়ি, ৯ নভেম্বর : চলতি বছর অক্টোবর মাসে গত বছরের তুলনায় পণ্যসামগ্রী আনলোডিং-এর পরিমাণ বাড়াল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। আগের বার ১০৩৫টি রেক আনলোডিং হয়। চলতি বছর অক্টোবরে রেক বেড়ে দাঁড়ায় ১১৬২টি। ভোজ্য তেল, লবণ, পেট্রোলিয়াম পণ্য, কয়লা, চিনি সহ প্রচুর সামগ্রী রেলে পরিবহণ করা হয়েছে। অসমে ৬৪৭টি, বিহারে ১৬১টি এবং পশ্চিমবঙ্গে ২০৫টি রেক খালি হয়েছে। রেলের পণ্য পরিবহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

পা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ



প্রজাপতিরা দেখতে যেমন সুন্দর, এদের খাওয়াদাওয়ার ধরনটাও ঠিক তেমনই অদ্ভুত। এরা কিন্তু মুখের সাহায্যে কোনও কিছুর স্বাদ বোঝে না, সেই ক্ষমতা থাকে এদের পায়ের তলায়! ফুলে গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের সেন্সরের মাধ্যমে এরা বুঝে যায় ওই ফুলে কতটা মিষ্টি রস লুকিয়ে আছে। পা দিয়ে স্বাদ পরীক্ষা করাটা মনঃপূত হলে তবেই এরা নিজেদের সরু নলের মতো জিভটা বের করে ফুল থেকে খাবার সংগ্রহ করতে শুরু করে।



হিরের তৈরি আস্ত গ্রহ

পৃথিবী থেকে প্রায় চল্লিশ আলোকবর্ষ দূরে ফিফটি ফাইভ ক্যানক্রি ই নামের একটি গ্রহ রয়েছে, যার ভেতরের গল্প শুনলে চোখ কপালে উঠবে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই গ্রহের মাটির নীচে থাকা প্রচুর কার্বন চরম তাপ আর চাপে সংকুচিত হয়ে আস্ত হিরেতে পরিণত হয়েছে। মনে করা হয়, পুরো গ্রহটির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অংশই নাকি নিখুঁত হিরে দিয়ে তৈরি। এই সম্পদের মূল্য আমাদের পৃথিবীর সব সম্পদের চেয়েও বহুগুণ বেশি। মহাকাশের বুকেই ভাসছে এই বিশাল সম্পদের খনি।



ডলফিনের চেয়ে দীর্ঘ শ্বাস

দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলে থাকা স্লথ পৃথিবীর সবচেয়ে ধীরগতির প্রাণী হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু এদের এমন একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে যা সামুদ্রিক ডলফিনকেও হার মানায়। স্লথ চাইলেই নিজেদের হৃৎস্পন্দনের গতি এতই কমিয়ে দিতে পারে যে, এরা জলের নীচে টানা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত অনায়াসে শ্বাস আটকে রাখতে সক্ষম। যেখানে একটি সাধারণ ডলফিন মাত্র দশ মিনিট শ্বাস আটকে জলের নীচে থাকতে পারে। ধীরগতির হলেও এই ক্ষমতায় এরা রীতিমতো চ্যাম্পিয়ন।

আজটেক-এর চেয়ে পুরোনো

ইতিহাসের সময়রেখা মেলাতে গেলে মাঝে মাঝেই বড় অদ্ভুত সব তথ্য সামনে আসে। যেমন ধরুন, ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পঠনপাঠন শুরু হয়েছিল এক হাজার ছিয়ানব্বই সালে। অন্যদিকে, মেক্সিকোর বিখ্যাত আজটেক সভ্যতা তাদের প্রধান শহরটি তৈরি করে তেরোশো পঁচিশ সালের দিকে। অর্থাৎ, আজটেক সভ্যতা যখন সবে নিজেদের শহর গড়তে শুরু করেছে, তারও প্রায় আড়াইশো বছর আগে অক্সফোর্ডের ঘরে ঘরে ছাত্ররা রীতিমতো পড়াশোনা শুরু করে দিয়েছিল!





দীপাবলি উদযাপন। বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

হাতে ৯ এমএম

প্রথম পাতার পর

নিহত দিলীপের পৈতৃক বাড়ি আদতে বিহারের কাটিহার জেলার মনিহারি থানা এলাকায়। ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের কমলাবাড়ি এলাকাটি বিহার সীমান্তের অত্যন্ত কাছে। পুলিশের অনুমান, ঝাড়খণ্ড ও বিহারের বেআইনি অস্ত্র পাচারকারীদের পুরোনো নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেই এই অত্যাধুনিক পিস্তল ও কার্তুজ সংগ্রহ করেছিলেন দিলীপ। এই অস্ত্র ব্যবহার করেই তিনি পুলিশের ওপর হামলা চালান। কিন্তু যে কোনও লোকের পক্ষে কি অস্ত্রের চোরাকারবারিদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করা সম্ভব? প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ এই প্রশ্নেরও উত্তর দিচ্ছে। তদন্তকারীরা বলছেন, দিলীপ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় বিভিন্ন অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিলীপের জনাকয়েক আত্মীয় মুঙ্গের থেকে পিস্তল এনে দিতেন। দিলীপ সেসব স্থানীয় দুষ্কৃতীদের কাছে পৌঁছে দিতেন। সেই পরিচয়ের সুবাদে তিনি আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

গত ৩ নভেম্বর কুলিক নদীর ধার সংলগ্ন আব্দুলঘাটা ফরেস্ট থেকে নিযাতিতা কিশোরীর পচাগলা দেহ মেলে। তারপর তদন্তে দিলীপের নাম উঠে আসে। তখন থেকেই পলাতক ছিলেন দিলীপ। পুলিশ মনে করছে, 'আত্মরক্ষার' জন্য সেই সময় অস্ত্রের চোরাকারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেই আগ্নেয়াস্ত্র জোগাড় করেছিলেন দিলীপ। সোমবার ভোররাতে দিলীপকে যখন পুলিশ ঘিরে ফেলে, তখন ধরা পড়ার ভয়ে তিনি সেই ৯ এমএম পিস্তল উঁচিয়ে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করেন। একটি গুলি পুলিশের গাড়ির চাকায় লাগে। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পালটা গুলি চালালে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন অভিযুক্ত। এদিন ঘটনার পর পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের গাড়ির বনেট সহ বিভিন্ন জায়গায় গুলি লাগার চিহ্নও দেখানো হয়েছে।

দিলীপের মতো দিনমজুরকে ঠিক কারা অস্ত্র জুগিয়েছিল, তা জানতে এখন ভিনরাজ্যেও তদন্তের জাল ছড়াচ্ছে পুলিশ। স্থানীয় কোন কোন দুষ্কৃতীর সঙ্গে দিলীপের যোগাযোগ ছিল, এলাকার কোন কোন প্রভাবশালীর সঙ্গে দিলীপের পরিচয় ছিল, সেসবও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রভাবশালীদের সঙ্গে পরিচয়ের সুবাদেই দিলীপ এতদিন পুলিশের নাগাল এড়িয়েছিলেন কি না, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কুয়োয় তরুণী

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রমোদনগরে সোমবার এক তরুণী কুয়োয় পড়ে যান। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত দমকল ও ভক্তিনগর থানার পুলিশকে খবর দেন। তরুণীকে উদ্ধারে সাহসিকতার পরিচয় দেন এক স্থানীয় বাসিন্দা। তিনি নিজেই কুয়োর ভিতরে নেমে দড়ির সাহায্যে তরুণীকে ধরে রাখেন। প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট ধরে তাঁকে জলের ওপরে রাখার চেষ্টা করেন ওই ব্যক্তি। এরই মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছান দমকলকর্মীরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় দীর্ঘ চেষ্টার পর তরুণীকে নিরাপদে কুয়ো থেকে উদ্ধার করেন তাঁরা।

উদ্ধারের পর অ্যাম্বুল্যান্স বা গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করে স্থানীয় বাসিন্দারা ওই তরুণীকে তড়িঘড়ি একটি মেডিকেল স্টোরে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরে ভক্তিনগর থানার ডায়াল ১১২ জরুরি পরিষেবার গাড়িতে করে উন্নত চিকিৎসার জন্য ওই তরুণীকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে এখনও ওই তরুণীর পরিচয় জানা যায়নি। কীভাবে তিনি কুয়োয় পড়ে গেলেন, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তাঁর পরিচয় জানারও চেষ্টা চলছে।

নলে 'ন্যায়'

প্রথম পাতার পর

তারপর মেয়েটির পরিবারকে জানান, সেই কিশোরীর খোঁজে তিনি বিহারে যাবেন। সেকথা বলে মেয়েটির বাবার কাছ থেকে টাকাও নেন। তারপর উধাও হয়ে যান দিলীপ। এদিকে, গত ৫ তারিখ আবদুলঘাটা ফরেস্টে ওই নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। শুরু হয় তদন্ত। সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করে পুলিশ। এরপর শুরু হয় দিলীপের খোঁজ। বিহারের কাটিহার জেলায় হানা দিয়ে দিলীপের দিদি ও ভাগ্নেকে আটক করা হয়। রবিবার আটক করা হয় দিলীপের মেয়ে ও জামাইকে। এদিন ভোর তিনটে নাগাদ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দিলীপকে ধরতে অভিযান করে রায়গঞ্জ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। তারপরেই এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় অভিযুক্তের।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দিলীপ ও সেই নিগৃহীতার মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। এদিন সকালে এই এনকাউন্টারের খবর পৌঁছাতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে নিগৃহীতার পরিবার। কান্নাভেজা গলায় মৃত নাবালিকার মা বলেন, 'আমার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। এদিন অপরাধীরও সেই দশা হল। আমরা যা চেয়েছিলাম, পুলিশ প্রশাসন আমাদের সেটাই দিয়েছে। এটাই আমার মেয়ের প্রকৃত বিচার। ন্যায় হয়েছে।' মেয়ের বাবাও পুলিশের এই ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। তাঁর কথায়, 'পুলিশ আমার কাছে তিনদিন সময় চেয়ে নিয়েছিল। কথা দিয়েছিল, ভাইফোঁটার আগেই অপরাধীকে ধরে ফেলবে। আজ তারা কথা রেখেছে।' সেইসঙ্গে সামগ্রিক নারী নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুলে বাবার মন্তব্য, 'ভবিষ্যতে যেন আর কোনও বাবার কোল এভাবে খালি না হয়।'

সোমবার বিকেল ৪টা নাগাদ অভিযুক্তের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত হয়। যদিও মৃতের মা ছেলের মৃতদেহ নিতে রাজি হননি। মায়ের বক্তব্য, 'আমরা শাসন করেও তাকে পথে আনতে পারিনি। পুলিশ যা করেছে ঠিক করেছে। যে বাবা-মাকে ভাত দেয় না। মদ খেয়ে এসে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে ও বাবা-মাকে মারধর করে সেই আপদ থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।' ফলত দিলীপের দেহ নিয়ে পুলিশ কী পদক্ষেপ করবে, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়।

আওয়াজে নির্ঘুম রাত

প্রথম পাতার পর

পেশায় বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা, দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা রজনী পাল বললেন, 'সারারাত ঠিক করে ঘুমোতে পারিনি। আমার বছর ৭০-এর মা সারারাত জেগেই ছিলেন। সরকারি নিয়ম কোথাও মানা হয়নি।' হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ প্রিয়ঙ্কর মণ্ডল সতর্ক করছেন, 'বাজির বিকট শব্দে বিভিন্ন বয়সের মানুষের সমস্যা হচ্ছে। অনেকের ঘুম হচ্ছে না, প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। এর ফল কিন্তু সুদূরপ্রসারী হতে পারে।'

শব্দবাজির কারণে হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে থাকা অসুস্থদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের লোকজনকেও রাতভর ভুগতে হয়েছে। সারারাত না ঘুমোনোর ছাপ চোখেমুখে স্পষ্ট ছিল ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা ইন্দিরা রায়ের। বৃহস্পতিবার থেকে পেটে ব্যথার কারণে তাঁর মেয়ে হাসপাতালে ভর্তি। দূরের বাসিন্দা হওয়ায় গত কয়েক দিন ধরেই হাসপাতালের খোলা জায়গায় রাত কাটাচ্ছেন ইন্দিরা। দীপাবলির রাতে বাজির শব্দে ঘুম আসেনি। তার উপর আগুনের ফুলকি এসে পড়ার আশঙ্কাও ছিল। ইন্দিরা বললেন, 'সারারাত বাজির কারণে দুই চোখ এক করতে পারিনি। এমনিতেই তো খোলা জায়গায় সারারাত কাটিয়েছি। ভয় লাগছিল, যে কোনও সময় আগুন না এসে পড়ে। সকালে মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম, মেয়েটাও সারারাত ঘুমোতে পারেনি।' সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে পেডিয়াট্রিক বিভাগের বাইরে সারারাত কাটিয়েছেন মাধবী মণ্ডল। একের পর এক বাজির আওয়াজে বারবার কেঁদে উঠছিল তাঁর চার মাসের সন্তান। সন্ধ্যা থেকেই বাজি ফাটতে শুরু করায় উদ্বেগ বাড়ছিল তাঁর। মাধবী বললেন, 'রবিবার রাতে শুধু আমিই নয়, সবমিলিয়ে আমরা পনেরোজন শিশুর মা রাত জেগে কাটিয়েছি। শিশুরা সারারাত ধরে কেঁদেছে।'

এত সচেতনামূলক প্রচার। কিন্তু নিট ফল? শূন্য। সমাধান কী? কারও জানা নেই।

জাল নথিতে জমি বিক্রি, গ্রেপ্তার মহিলা

শিলিগুড়ি, ৯ নভেম্বর : জমি জালিয়াতি ও প্রতারণার অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃতের নাম মালা ছেত্রী। সোমবার তাঁকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

গীতা বুধাথোকির দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অভিযোগকারীর দাবি, মাটিগাড়া থানার পাঁচকেলগুড়ি মৌজায় তাঁর তিন কাঠা জমি রয়েছে। একটি সংঘবদ্ধ চক্র জাল নথি তৈরি করে প্রকৃত মালিকের পরিচয় ব্যবহার করে ওই জমি বেআইনিভাবে বিক্রি করেছে। এই চক্রের মূল অভিযুক্ত মহম্মদ জাহিদ। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত বলে অভিযোগ। গীতার অভিযোগ, জমির প্রকৃত মালিকের পরিবর্তে নিজেদের মালিক হিসেবে পরিচয় দিতে অভিযুক্তরা জাল ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড ও আধার কার্ড ব্যবহার করেছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ২৮ মে জমির ডিড নম্বর বাগডোগরা এডিএসআর অফিসে রেজিস্ট্রেশনের জন্য জমা দেওয়া হয়। পরে জাল নথির মাধ্যমে জমিটি মহম্মদ জাহিদের স্ত্রী জেসমিন খাতুনের নামে বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ। জমির মালিকের পরিচয় জাল করে নথি তৈরি, সেই নথি রেজিস্ট্রেশনের কাজে ব্যবহার এবং পরে অন্যের নামে জমি হস্তান্তরের পুরো প্রক্রিয়াতেই চক্রের সদস্যরা যুক্ত ছিল বলে গীতা থানায় দায়ের করা লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেছেন।

প্রতারণা, জালিয়াতি, ভুয়ো নথি ব্যবহার এবং সংঘবদ্ধভাবে অপরাধের অভিযোগে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন গীতা। তার ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মালাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। যদিও মূল অভিযুক্ত জাহিদ বর্তমানে পলাতক। এই ঘটনার সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং কীভাবে ভুয়ো নথি তৈরি করে জমি বিক্রির চক্রটি কাজ করত, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

কাজলকে নেবে না

প্রথম পাতার পর

ভোটে বুথের সংগঠনই শেষকথা— সেকথা মাথায় রেখে ভোটের আগে বৈঠক করে কমিটিগুলিকে সক্রিয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোন্দল-কাঁটায় যাতে কোনওভাবে ক্ষতি না হয়, সেকথাও পরোক্ষে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। এর সঙ্গে বেশ কিছু কর্মসূচিও দিয়েছেন তিনি।

দিনশেষে দীপাবলির অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন অমিতাভ। অনুষ্ঠানটি সাংসদের তরফে খাপরাইল মোড়ের পাশের একটি বিলাসবহুল হোটেলে হয়েছে। সেখানে মণ্ডল সভাপতি থেকে দলের বিশিষ্ট নেতারা ডাক পেয়েছেন। গণেশ দেবনাথ, মনোরঞ্জন মণ্ডলের মতো পুরোনো নেতারাও ডাক পেয়েছেন। বিক্ষুব্ধদের একাংশকে মিলন উৎসবে ডেকে ঐক্যের বার্তা দেওয়ার চেষ্টা কি না, সেই আলোচনা হচ্ছে দলের অন্দরেই। বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের আহ্বায়ক রাজু সাহা বলেন, 'সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের কিছু নেতাকে নিয়ে দীপাবলির মিলন উৎসব হয়েছে। সবাই মিলিত হওয়াই এর উদ্দেশ্য।' মনোরঞ্জন বলেন, 'জেলার তরফে ডাকা হয়েছে। তাই গিয়েছিলাম। অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

দলীয় সূত্রে খবর, এদিন অমিতাভের দেওয়া কর্মসূচিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, প্রত্যেক নেতাকে ১০ জন করে বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করতে হবে। বুথ সভাপতি থেকে জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সমস্ত নেতাকে এই কাজটি করতে হবে। আগামী ১৫-১৮ নভেম্বর জনজাতিদের সঙ্গে নানা কর্মসূচিতে অংশ নিতে হবে নেতাদের। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের প্রচারেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, 'সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলা থেকে আসন্ন পুরভোট নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেইমতো আগামীদিনে দল চলবে।'

বাঘ আনার প্রক্রিয়া স্থগিত

প্রথম পাতার পর

আপাতত তাকে সামলাতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে বন দপ্তরকে। বন দপ্তরের পরিকল্পনামতো কাজ হচ্ছে না। কাজেই দ্বিতীয় রয়েল বেঙ্গল টাইগার এখনই বক্সায় আসছে না। ডিসেম্বরের ২ তারিখে মুখ্যমন্ত্রীর বলা দুই মাসের সময়সীমা শেষ হচ্ছে। ওই সময়ের মধ্যে আরও একটি বাঘ বক্সায় আনা মুশকিল বলেই মনে করছেন বন দপ্তরের কর্তারা।

রাজ্যের নতুন সরকার বক্সায় আবার বাঘ ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কাছে সেটা অনেকটাই সহজ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমন্বয়ে দুই বছরের মধ্যে বক্সায় আরও ছয়টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়ার পরিকল্পনা করে বন দপ্তর। সেইমতো প্রথম ধাপে বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে দুটো বাঘিনী এবং একটি বাঘ আনা হবে বলে ঠিক হয়।

একটি বাঘিনীকে এনে বক্সায় আবার রয়েল বেঙ্গল টাইগার ফেরানো হলেও সে এখন বন দপ্তরের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঘিনী একবার থাকছে এনক্লোজারে, আবার কখনও ঘুরছে বক্সার জঙ্গলে, কখনও বা চলে যাচ্ছে অসমে। বাঘিনীর ওপর সঠিক নজরদারি করাই মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাঘিনীও নির্দিষ্ট কোনও জায়গায় স্থায়ী বসতি করছে না। বক্সার ২৫ মাইল এলাকায় বাঘিনী স্থায়ী বসতি তৈরি করুক বলেই চাইছিল বন দপ্তর। ওই এলাকায় যে ঘাসবন রয়েছে, সেখানে সহজেই বাঘিনীর খাবার হিসেবে চিতল হরিণ, শুয়োর সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী রয়েছে।

তবে বাঘিনীর এখনও বক্সার কোনও এলাকাই পছন্দ হয়নি। কাজেই বাঘিনীর মতিগতি বুঝতে না পেরে সিদ্ধান্ত বদল করতে হচ্ছে বন দপ্তরকে। দেড় মাসে বাঘিনী নিজের স্থায়ী বসতি তৈরি করে ফেললে বিহার থেকে আর একটি বাঘ আনা যেত দ্রুত। সবকিছু ঠিক থাকলে নভেম্বর মাসেই সঙ্গী পেত বাঘিনী। তবে সেটা আপাতত হচ্ছে না বিটিআর টিএফ-১'এর জন্যই। অনেকেই মনে করছেন, বাঘিনী বিভিন্ন এলাকায় ছুটে বেড়ানোর অন্যতম কারণ হল সঙ্গীর অভাব। তবে সেই তর্ক উড়িয়ে দিয়ে বন দপ্তর স্পষ্ট জানিয়েছে, বাঘিনী বক্সায় স্থায়ী ঘর বাঁধার পরেই সঙ্গী পাবে। এখন তারই অপেক্ষায় বন দপ্তর।

গোবরজনায় বলি সাড়ে পাঁচ হাজার

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৯ নভেম্বর: কালীপুজোয় পশুবলি নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়। একদিকে পশুবলি বন্ধের দাবিতে সরব হচ্ছেন পশুপ্রেমী ও বিভিন্ন সংগঠন, অন্যদিকে বছরের পর বছর ধরে চলে আসা ধর্মীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্য মেনে কালীপুজোয় চলছে বলিপ্রথা। এবছরও কালীপুজোয় মালদা জেলাজুড়ে দেখা গেল পশুবলির ছবি। জেলার বিভিন্ন কালী মন্দির ও পুজোমণ্ডপে হাজার হাজার পাঁঠাবলি দেওয়া হয়েছে।

জেলায় সবচেয়ে বেশি পশুবলি হয়েছে রতুয়া-২ নম্বর ব্লকের দেবী চৌধুরানির স্মৃতিবিজড়িত গোবরজনা কালী মন্দিরে। এবছর এখানে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার পাঁঠাবলি হয়েছে বলে মন্দির সূত্রে খবর। বলি দিয়েছেন ৮ জন। তাঁদের সহকারী ছিলেন ৫০-৬০ জন। মানত পূরণ এবং পারিবারিক প্রথা মেনে পাঁঠাবলি দিয়েছেন দূরদূরান্তের মানুষও। ভোর থেকে শুরু হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলেছে বলি। মন্দিরের সেবায়েত সৌমেন চৌধুরীর বক্তব্য, 'এ বছর বলির সংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। সকাল ১১টা পর্যন্ত ৫ হাজারের বেশি পাঁঠাবলি এবং দেড় হাজারের বেশি পায়রা বলি হয়েছে। অন্য বছরের তুলনায় ভক্তদের সমাগম ছিল অনেক বেশি।'

হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী বুড়িকালী মন্দিরেও পশুবলির সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। এখানে এ বছর প্রায় তিনশো পাঁঠাবলি হয়েছে। মন্দির কমিটির পক্ষে মানিক সাহার দাবি, 'মন্দিরে হাতেগোনা কয়েকটি পশুবলি হয়েছে। বাকি পশু এখানে মায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে অন্যত্র বলি দেওয়া হয়। এটাই এখানকার প্রথা

দীপাবলিতে তারকারা

















(১) স্ত্রী অঞ্জলিকে নিয়ে পুজোয় শচীন তেন্ডুলকার। (২) স্ত্রী সাক্ষী ও কন্যা জিভার সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনি। (৩) যুবরাজ সিংকে লাড্ডু খাওয়াচ্ছেন স্ত্রী হ্যাজেল কিচ। (৪) হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে আলোর উৎসবে শামিল পিভি সিন্ধুও। (৫) প্রদীপ হাতে অভিষেক শর্মা। (৬) নতুন পোশাকে সেজেছেন স্মৃতি মান্ধানা। (৭) স্ত্রী নূপুরের সঙ্গে ভুবনেশ্বর কুমার। (৮) স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে উৎসবে মেতে ফুটবলার শুভাশিস বসু।

বৃষ্টি কাঁটা নিয়ে নজর সিরিজ জয়ে

হ্যামিল্টন, ৯ নভেম্বর : অসময়ের বৃষ্টি। চলছে। চলবেও।

নিউজিল্যান্ডে সাধারণত নভেম্বর মাসে খুব একটা বৃষ্টির দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু চলতি বছরের নভেম্বর সম্পূর্ণ অন্যরকম। ধারাবাহিকভাবে চলছে বৃষ্টি।

ওয়েলিংটন থেকে বৃষ্টি নিয়েই গতকাল হ্যামিল্টন পৌঁছেছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই বৃষ্টির কারণে মঙ্গলবার একদিনের সিরিজের তিন নম্বর ম্যাচের আগে ভারতীয় দলের অনুশীলনে বিঘ্ন ঘটল। হ্যামিল্টনের সিডন পার্কের মাঠে ফিল্ডিং চর্চা করার পরই শুরু হয় বৃষ্টি। ফলে মাঠে নেটে ব্যাটিং-বোলিং করতে পারেননি শুভমান গিল, বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, আকিব নবি দাররা। সিডন পার্কের মাঠের ইন্ডোরে ভারতীয় দলকে অনুশীলন করতে হয় আজ।



বৃষ্টিভেজা হ্যামিল্টনে ইন্ডোর অনুশীলনে চলেছেন রোহিত শর্মা। সোমবার।

হ্যামিল্টনে বৃষ্টির পূর্বাভাস আগামীকালও রয়েছে। বৃষ্টি কাঁটা নিয়েই আগামীকাল সিরিজ জয়ের অভিযানে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। ২০১৯ সালে ঘরের মাঠে শেষবার একদিনের সিরিজ হেরেছিল নিউজিল্যান্ড। সেবারও প্রতিপক্ষ ছিল টিম ইন্ডিয়া। তারপর থেকে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড অপরাজেয়। টানা ১১টি দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিতেছেন কিউয়িরা। চলতি সিরিজে ভারতের বিরুদ্ধে ফের সিরিজ হারের সামনে দাঁড়িয়ে মিচেল স্যান্টনাররা। আগামীকাল বৃষ্টি ম্যাচে কতটা প্রভাব ফেলবে, ভারতীয় পেসাররা বল হাতে নতুন কী ম্যাজিক দেখাবেন, এমন নানা বিষয় নিয়ে চলছে জল্পনা। তার মধ্যেই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন, বৃষ্টি ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার কারণে হ্যামিল্টন ওয়ান ডে-র আসরেও নবি, গুরনুর ব্রার, অংশুল কম্বোজ, অর্শদীপ সিংদের বোলিংয়ের উপরই নির্ভর করে থাকবে ম্যাচের ভাগ্য।

টস যার, ম্যাচও তার।

চলতি সিরিজে প্রায় রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে বিষয়টা। চলতি একদিনের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রায় নেই। একই দল নিয়ে আগামীকালও শুভমান মাঠে নামতে চলেছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও নিউজিল্যান্ড শিবিরের ছবিটা আলাদা। ম্যাট হেনরি, ডেভন কনওয়েদের পর চোটের তালিকায় ঢুকে পড়েছেন ব্ল্যাক ক্যাপসদের জোরে বোলার ব্লেয়ার টিকনার। তাঁর 'কভার' হিসেবে ক্রিস্টিয়ান ক্লার্ককে নিউজিল্যান্ড স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে। শেষ একদিনের ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সময় মাথায় চোট পেয়েছিলেন ব্লেয়ার। আগামীকাল সিরিজের তিন নম্বর ম্যাচের পর টিম ইন্ডিয়ায় বিস্তর রদবদল হতে চলেছে। অধিনায়ক শুভমান চলে যাবেন টেস্টের প্রস্তুতিতে। দলের নেতৃত্বের ব্যাটন হাতে নেবেন শ্রেয়স আইয়ার।

সোমবার বৃষ্টিবিঘ্নিত টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজে ছিলেন অধিনায়ক শুভমান। তিনি শেষ দুই একদিনের ম্যাচে না খেললেও রোহিত, বিরাটরা

নিউজিল্যান্ড বনাম ভারত
তৃতীয় ওডিআই আজ
সময় : সকাল ৭.৩০ মিনিট, **স্থান :** হ্যামিল্টন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

নিশ্চিতভাবেই থাকছেন। যদিও টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, আগামীকালই সিরিজ জিতে নিতে চাইছে টিম ইন্ডিয়া। হ্যামিল্টনের সিডন পার্কের মাঠের ইন্ডোরে অনুশীলনের সময় কোচ গৌতম গম্ভীর, অধিনায়ক শুভমানরা বারবার স্থানীয় আবহাওয়ার খোঁজও নিয়েছেন আজ। বৃষ্টির কারণে গতকালের পর আজও সিডন পার্কের পিচ ঢাকা ছিল। ফলে আগামীকাল খেলা শুরু হলে প্রথমে যে দল ব্যাটিং করবে, সেই দল নিশ্চিতভাবেই কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে চলেছে।

কাইল জেমিসনের সঙ্গে ভারত অধিনায়ক শুভমানের দ্বৈরথ নিয়েও চলছে চর্চা। শেষ ম্যাচে জেমিসনের বলেই আউট হয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। আগামীকাল জেমিসনকে নিশ্চিতভাবেই ক্রিকেটীয় শিক্ষা দিতে চাইবেন শুভমান। কিন্তু পূর্বাভাস অনুযায়ী বারবার বৃষ্টি বাধা তৈরি করলে সেই পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দেবেন শুভমান, রোহিত, বিরাটরা- সেটাই এখন দেখার। ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে চলতি সিরিজকে দেখছে টিম ইন্ডিয়া। তাই সিরিজ জয় নিশ্চিতভাবেই মহাগুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে শুভমানদের জন্য। বৃষ্টি সেই লক্ষ্যপূরণের পথে 'কাঁটা' হয়ে দাঁড়ার কি না, সেটাই এখন দেখার।



অনুশীলন থেকে ফেরার পথে ভক্তদের সঙ্গে নাচ বিরাট কোহলির। সোমবার হ্যামিল্টনে।

বিরাট-আয়নায় নিজেকে দেখেন কেন

ওয়েলিংটন, ৯ নভেম্বর : হয়তো শেষ নিউজিল্যান্ড সফর। ভারতীয় দলের জার্সিতে আর হয়তো পা রাখবেন না। বিরাট কোহলিকে নিয়ে গ্যালারিতে আবেগের চোরাস্রোত। এদিন বিরাট-আবেগে ভাসলেন নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনও। অতীতের স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে জানালেন, বিরাটের আয়নায় নিজেকে দেখতে পেয়েছিলেন তিনি।

টেস্ট অবসরের ঠিক আগের দিন। ফোন করে বিরাটকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান। তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় দুই দেশের দুই

টেস্ট অবসরের আগে কথা বলেন

কিংবদন্তির মধ্যে। বিরাট ততদিনে টেস্টকে আলবিদা জানিয়েছেন। নিজের এই অভিজ্ঞতা উইলিয়ামসনের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন ভারতীয় রান মেশিন। দীর্ঘ আলাপচারিতায় বিরাটের কথায় যেন নিজেকেই খুঁজে পাচ্ছিলেন ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম 'ভদ্রলোক' উইলিয়ামসন। টেস্ট অবসরের পর বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু সেদিনের আবেগে এতটুকু মরচে পড়েনি।

'বিটুইন টু বিয়ার্স' পডকাস্টে কথা বলতে গিয়ে যে আবেগ ধরা পড়ছিল উইলিয়ামসনের কথায়। কিউয়ি কিংবদন্তি বলেছেন, 'অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগের দিন বিরাটের সঙ্গে খুব সুন্দর আলোচনা হয়েছিল আমার। ওর কথা শুনে মনে হচ্ছিল যেন আয়নায় নিজেকেই দেখছি। দীর্ঘসময় খেলার মাঠে কাটানোর সুবাদে আমরা যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি, তা নিয়েও কথা হয়। এখনও বিরাট খেলছে। তবে কেরিয়ারের বড় সিদ্ধান্তগুলি ইতিমধ্যেই নিয়ে ফেলেছে।'

বিরাটের সঙ্গে নিজের যে মিল খুঁজে পান, তা আর দ্বিতীয় কারও মধ্যে দেখেন না উইলিয়ামসন। এমনকি নিউজিল্যান্ডের হয়ে দীর্ঘদিন খেলা সতীর্থদের মধ্যেও যা খুঁজে পান না। তাই বোধহয় টেস্ট অবসরের আগের দিন বিরাটকে নিজেই ফোন করে সিদ্ধান্তের কথা জানান। উইলিয়ামসন আরও বলেছেন, 'আমাদের দীর্ঘসময় প্রায় একই পরিস্থিতির মধ্যে যেতে হয়েছে। দেশকে নেতৃত্ব দেওয়া থেকে পরিবার, সন্তানদের বড় করা। এমন আর কাউকে পাইনি। নিজের দলের মধ্যেও না। বিরাট এবং আমার ক্রিকেট জার্নি প্রায় সমান্তরাল। সেই সুবাদে দারুণ একটা সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। নিজেদের সেই অভিজ্ঞতার কিছু অংশ ভাগ করে নেওয়ার মুহূর্ত দারুণ ছিল। ওর সঙ্গে কথা বলে ফোন রাখার পরই হোটেলে রুমে আসে আমার স্ত্রী। তখনই ওকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, এবার আমার সময় (টেস্ট অবসরের) হয়েছে।'

'শান্ত থেকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে ব্যাটারদের'

ভারতীয় পেসারদের প্রশংসায় কিউয়ি কোচ

হ্যামিল্টন, ৯ নভেম্বর : ঘরের মাঠে পাটা উইকেটে খেলে অভ্যস্ত। অথচ, নিউজিল্যান্ডের ভিন্ন রকম পেস সহায়ক পিচেও মানিয়ে নেওয়ার পথে তা বাধা হয়নি ভারতের তরুণ পেস ব্রিগেডের! অর্শদীপ সিং, গুরনুর ব্রার, অংশুল কম্বোজের যে দক্ষতায় রীতিমতো অবাক নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং কোচ লিউক রঞ্চি।

ওডিআই সিরিজে প্রথম দুই ম্যাচে ভারতের তরুণ পেস ব্রিগেডকে সামলাতে হিমসিম খেয়েছে কিউয়ি ব্যাটাররা (১৮৫ ও ১৩৪ রানে অলআউট)। যে প্রসঙ্গ টেনে গ্লেন ফিলিপস, টিম সেইফার্টদের ব্যাটিং



প্রস্তুতির ফাঁকে নিউজিল্যান্ড ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা গ্লেন ফিলিপস।

কোচ রঞ্চি বলেছেন, 'সত্যিই দুর্দান্ত বল করছে ওরা। শান্ত থেকে ব্যাটারদের ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। আর দুই ম্যাচেই বোলিং সহায়ক পরিস্থিতি ছিল। ব্যাটারদের জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি। ভারতীয় বোলাররা যা উপভোগ করছে।'

পরিস্থিতি অনুকূল হলেও ভারতীয় পেসারদের কৃতিত্ব দিয়ে প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন, 'ঘরের মাঠে পাটা উইকেটে খেলতে সাধারণ অভ্যস্ত ভারতীয় বোলাররা। এখানকার পিচ পরিস্থিতি আলাদা। ফলে নতুন করে সঠিক লাইন-লেংথ বুঝে নিতে হচ্ছে। বল সুইং করছে এখানে। আর তা কাজে লাগিয়ে ব্যাটারদের বিপাকে কীভাবে ফেলা যায়, সেই পরিকল্পনাও জরুরি। ভারতীয় বোলাররা সেই কাজটা দারুণভাবে করে দেখাচ্ছে। ব্যাটারদের পরীক্ষার মুখে ফেলে দিচ্ছে। প্রতিপক্ষ হলেও তরুণ খেলোয়াড়দের এরকম পারফরমেন্স দেখতে ভালো লাগে। ওরা যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে দলে নিজেদের দাবি আরও জোর করে নিচ্ছে।'

আগামীকাল তৃতীয় ম্যাচ। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে আপাতত জোড়া জয়ে ভারতের ২-০ অ্যাডভান্টেজ। স্কোরলাইন উলটে দেওয়ার পাশাপাশি এখন থেকেই কিউয়ি শিবিরের চোখ ১৯ নভেম্বর শুরু হওয়া টেস্ট সিরিজেও। লাল বলের দীর্ঘমেয়াদি ফরম্যাটে সাফল্য পেতে হলে আরও ভালো প্রস্তুতি নিয়ে নামতে হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন রঞ্চি আরও বলেছেন, 'ওয়েলিংটনের দ্বিতীয় ওডিআই ম্যাচের উইকেট অনেকটা টেস্টের মতো ছিল। ফলে টেস্ট সিরিজের আগে পিচ নিয়ে একটা ধারণা পেয়েছে দুই দলই। বিশেষত সফরকারী ভারত। আমাদের এখানকার পিচের চরিত্র ভারতের থেকে অনেকটাই আলাদা। বাড়তি ঘাস থাকে টেস্টে। দুই ওডিআইয়ে কঠিন পিচ হওয়ায় টেস্ট প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ওরা লাভবান হবে।'

কিউয়ি ব্যাটারদের জন্য রঞ্চির পরামর্শ, পিচ, পরিস্থিতি বুঝে পরিকল্পনা এবং তার বাস্তবায়ন জরুরি। ব্যাটিংয়ের জন্য পিচ সহজ ছিল না। টি২০-তে প্রচুর রান উঠলেও গত দুইটি ওডিআই ম্যাচে পরিস্থিতি আলাদা ছিল। যেখানে ২০০ রানও লড়াকু স্কোর। ব্যাটারদের যা মাথায় রাখতে হবে। অযথা ঝুঁকির পথে না হেঁটে টিম স্কোরের সেই লক্ষ্যপূরণে দলের প্রত্যেকে কীভাবে অবদান রাখতে পারে, সেটাই ভাবা উচিত।

সাফল্যের রাস্তাও দেখালেন প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে। রঞ্চির যুক্তি, পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াই মূল কথা। হ্যামিলন্টনে একরকম থাকবে। মাউন্ট মাউনগুনাইয়ে আবার অন্যরকম। তাই পরিস্থিতি যেমনই হোক শান্ত থেকে সেই অনুযায়ী খেলতে হবে। আর পিচ, পরিস্থিতি নিয়ে দলের মধ্যে কাঁটাছেঁড়া, আলোচনা, পরিকল্পনা চলতে থাকবে। খেলোয়াড়দের দায়িত্ব সেই পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন



☺ শুভ জন্মদিন কৃতীকা দত্ত তোমার হাসি ও আনন্দে ভরে উঠুক আমাদের প্রতিটি দিন। সুস্থ থেকো, খুশি থেকো। অফুরন্ত আদর ও আশীর্বাদ রইল। - মা, বাবা, ঠাম্মা, দাদু, অম্বিকানগর, শিলিগুড়ি।

সাবিরকে সাসপেন্ড তেলেঙ্গানা এফএ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : জাতীয় দল, ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডানের প্রাক্তন ফুটবলার এবং নামী কোচ, বর্তমানে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিকাল কমিটির সদস্য ধ্যানচাঁদ পুরস্কারজয়ী সাবির আলিকে সাসপেন্ড করল তেলেঙ্গানা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। বর্তমানে হায়দরাবাদের ক্লাব আব্বাস ইউনিয়নের সভাপতি তিনি। মূলত শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্যই তাঁকে এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে বলে টিএফএ সচিব জি পালগুনা জানান। সাবিরের বিপক্ষে অভিযোগ তিনি এএফসি 'বি' লাইসেন্স সার্টিফিকেট কোর্স পাস বলে জানানোর পরই টিএফএ-র পক্ষ থেকে সন্তোষ ট্রফিতে তাঁকে কোচ করা হয়। কিন্তু সন্তোষ ট্রফি চলার সময়ে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন তাঁকে কোচ হিসাবে কাজ করতে দেয়নি। টিএফএ-কে জানানো হয়, সাবির এএফসি 'বি' লাইসেন্স সার্টিফিকেট কখনও পাননি।

নতুন করে একজন কোচ নিয়োগ করতে সেসময় তাদের সাহায্য করে কর্নাটক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। আর সাবিরের সম্মানের কথা ভেবে গোটা বিষয়টি চেপে গিয়ে তাঁকে দলের ম্যানেজার করে দেওয়া হয় সেসময় নিযুক্ত ম্যানেজারকে সরিয়ে। কিন্তু এরপর সাবির আলি নাকি তাঁদের এড়িয়ে গিয়ে সারসরি কেন্দ্রীয় সরকার এবং এআইএফএফের সঙ্গে কিছু বিষয়ে কথাবার্তা বলেন। এমনকি তিনি টিএফএ-র কোচের কমিটির প্রধান পালাম আচার্যিকে প্রভাবিত করেন টিএফএ-র বিরুদ্ধে চিঠি দিতে। যা সাবির পরে ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটিতেও পেশ করেন। ইতিমধ্যে আব্বাস ইউনিয়ন আবার টিএফএ-কে একটি চিঠি দিয়ে জানায়, ক্লাবের কোনও বিষয়ে কথা বলতে হলে তা যেন ক্লাব সচিবের সঙ্গেই করা হয়। সব ক্লাবকে বারণ করা সত্ত্বেও গত অক্টোবরে অলিম্পিক ভবনে একটি সভায় যোগ দেন সাবির। তেলেঙ্গানা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বিরোধী কার্যকলাপই মূলত এই সাসপেনশনের কারণ বলে জানা গিয়েছে।

যুব অলিম্পিকে ইতিহাস শৌর্যর

ডাকার, ৯ নভেম্বর : যুব অলিম্পিকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু নজির সৃষ্টি করছে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। রবিবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মহিলাদের ১০০ মিটার হার্ডলসে ব্রোঞ্জ জিতে নজির গড়েছে ১৭ বছরের অ্যাথলিট শৌর্য অম্বুরে।

১০০ মিটার হার্ডলসের ফাইনালে শৌর্য শেষ করে তৃতীয় স্থানে। সময় নেয় ১৩.৫৯ সেকেন্ড। মহারাষ্ট্রের এই মেয়েটি প্রথম মহিলা অ্যাথলিট হিসেবে যুব অলিম্পিকে পদক জিতে ইতিহাস তৈরি করেছে। এই ইভেন্টে চিনের ঝাং কেই ১৩.১৭ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে সোনা জেতেন। রুপো পান ১৩.৫৭ সেকেন্ড সময়ে দৌড় শেষ করা ফ্রান্সের আনা পিটার্স। আপাতত শৌর্য ব্রোঞ্জ জেতার সুবাদে ভারতের পদক সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আটটি।

আগামীকাল থেকে শুরু টেস্টের প্রস্তুতি

রেখে দেওয়া হচ্ছে অর্শদীপ-ব্রার-নবিদের





ওডিআই সিরিজে বল হাতে নজর কেড়েছেন গুরনুর ব্রার, আকিব নবি দার ও অর্শদীপ সিং।

হ্যামিল্টন, ৯ নভেম্বর : একদিনের সিরিজে অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো এগিয়ে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে ইতিমধ্যেই ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে শুভমান গিলরা।

মঙ্গলবার হ্যামিল্টনের সিডন পার্কের মাঠে সিরিজের তিন নম্বর ম্যাচ। সেই ম্যাচের পরদিনই শুরু হয়ে যাচ্ছে টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতির কারণে ভারতীয় দলের সদস্যদের যেমন ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। তেমনই দলের কোচ ও সাপোর্ট স্টাফরাও বদলে যাচ্ছেন। সঙ্গে চলতি একদিনের সিরিজে স্বপ্নের ফর্মে থাকা টিম ইন্ডিয়ার তিন জোরে বোলার আকিব নবি দার, অর্শদীপ সিং, গুরনুর ব্রারদের টেস্ট সিরিজের স্কোয়াডের স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। একদিনের সিরিজে থাকলেও অর্শদীপদের কেউই টেস্টের দলে ছিলেন না। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তিন জোরে বোলারকে রেখে দিয়ে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

আগামীকাল হ্যামিল্টনে সিরিজের তিন নম্বর একদিনের ম্যাচের আগে এমন খবর জানিয়েছেন দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। তাঁর কথায়, 'একদিনের সিরিজের যে দুইটি ম্যাচ এখনও পর্যন্ত হয়েছে, সেখানে নিয়ম করে বল সুইং করেছে। জোরে বোলাররা সাহায্য পেয়েছেন। টেস্টে খেলা হবে লাল বলে। কিন্তু আমাদের একদিনের সিরিজের জোরে বোলাররা ইতিমধ্যেই নিউজিল্যান্ডের পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। তাই টেস্টের সময়ও গুরনুর, নবি, অর্শদীপদের দলের সঙ্গে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

> টেস্টে খেলা হবে লাল বলে। কিন্তু আমাদের একদিনের সিরিজের জোরে বোলাররা ইতিমধ্যেই নিউজিল্যান্ডের পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। তাই টেস্টের সময়ও গুরনুর, নবি, অর্শদীপদের দলের সঙ্গে রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
>
> -সীতাংশু কোটাক

আগামীকাল হ্যামিল্টনে একদিনের ম্যাচের ফল যাই হোক না কেন, তারপরও সিরিজের আরও দুই ম্যাচ বাকি থাকবে। সিরিজের শেষ দুই-একদিনের ম্যাচে শুভমান গিলের বদলে টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স আইয়ার। দলের সঙ্গে কোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীর ও সাইরাজ বাহুতুলে থাকবেন। বোলিং কোচ মর্নি মরকেল ও সীতাংশুরা চলে যাবেন টেস্টের প্রস্তুতিতে। উল্লেখ্য, ১৫ নভেম্বর একদিনের সিরিজের শেষ ম্যাচ। ঠিক তার চারদিন পর শুরু হচ্ছে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। সাদা থেকে লাল বলের ক্রিকেটে ঢুকে পড়ার আগে সময় খুব কম থাকার কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও বিসিসিআই। যার ঘোষণা আগেই হয়েছিল। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে দলের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু সেই সিদ্ধান্তকেই মনে করিয়ে দিয়েছেন।

খোয়াজাকে সমর্থন ওয়ার্নারের

মেলবোর্ন, ৯ নভেম্বর : ২০১৮ স্যান্ডপেপার গেট কেলেঙ্কারি নিয়ে উসমান খোয়াজার বক্তব্যকে সমর্থন ডেভিড ওয়ার্নারের। দাবি করেন, তাঁর প্রাক্তন ওপেনিং পার্টনার যা বলেছেন, তা ১০০ ভাগ ঠিক। বিতর্কিত ২০১৮ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে স্যান্ডপেপার দিয়ে বল বিকৃতির অভিযোগে ক্রিকেট দুনিয়া তোলপাড় হয়েছিল। সফরের অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ, ক্যামেরন ব্যানক্রফটের সঙ্গে নিবাসিত হন সহ অধিনায়ক ওয়ার্নারও।

স্যান্ডপেপার বিতর্ক

সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনীতে খোয়াজা ৮ বছর আগের যে বিতর্ক নতুন করে উসকে দিয়েছেন, সে প্রসঙ্গে ওয়ার্নার বলেছেন, 'শেষবার এই নিয়ে আমি কথা বলেছি ৮ বছর আগে। উজি (উসমান খোয়াজা) এখন যা বলেছে, তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে আমার। ও যা বলেছে, তা একশো ভাগ সত্যি। এখন সত্যিটা সবাই জানে। মানুষ জানতে চেয়েছিল। তুমি সত্যিটা বলে দিয়েছ।' ওয়ার্নারের দাবি, তদন্ত অসম্পূর্ণ ছিল। কারণ, খোয়াজার মতো সেই দলের অনেককেই কোনও জিজ্ঞাসাবাদই করা হয়নি।

নিউজিল্যান্ড সিরিজে ছাঁটাই লাবুশেন

মেলবোর্ন, ৯ নভেম্বর : আশঙ্কা ছিল। শেষপর্যন্ত ছাঁটাই হলেন বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর টেস্ট ব্যাটার মার্নাস লাবুশেন। ৯ ডিসেম্বর পারথে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরু হচ্ছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ওঠার দৌড়ে টিকে থাকার প্রেক্ষিতে অস্ট্রেলিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ। সেই স্বৈরথে অজি ব্যাটিং বিভাগের দীর্ঘদিনের 'ভরসা' লাবুশেনের জায়গা হচ্ছে না।

গত দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট সিরিজে ব্যর্থতার পর সমালোচনার মুখে পড়েন ৬ ইনিংসে মাত্র ১৩১ রান পাওয়া লাবুশেন।

স্মিথকে নিয়ে অনিশ্চয়তা

ব্যর্থতার জেরে একপ্রকার ছাঁটাই নিশ্চিত হয়ে যায়। ২০২১ সালে টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বরে পৌঁছোন লাবুশেন। ২০২৩ পর্যন্ত দাপট বজায় থাকে। কিন্তু এরপরই ফর্ম নিম্নমুখী। গত তিন বছরে শতরানের মুখ দেখেননি। টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকরা পাশে দাঁড়ালেও বাইশ গজে তার মর্যাদা রাখতে ব্যর্থ লাবুশেন। ফলস্বরূপ কিউয়ি সিরিজেই লাবুশেনের কথা ভাবা হচ্ছে না, পরিষ্কার করে দিলেন নির্বাচক কমিটির প্রধান জর্জ বেইলি।

বেইলি বলেছেন, 'প্রথম টেস্টেই শুধু নয়, গোটা সিরিজের জন্যই ওর নাম বিবেচনা করা হচ্ছে না। তবে লাবুশেনের জন্য জাতীয় দলের দরজা চিরতরে বন্ধ হচ্ছে না। ছন্দে ফিরলে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকছে ওর জন্য। আমরা জানি, ছন্দে থাকা মার্নাস কতটা কার্যকর। ঘরোয়া ক্রিকেটে সেরাটা দিতে পারলে ওকে ফেরানোর কথা বিবেচনা করা হবে।'

অপরদিকে স্টিভেন স্মিথকে নিয়ে অনিশ্চয়তা জারি। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কাঁধে



পাওয়া চোটের জেরে নির্ণায়ক তৃতীয় টেস্টে খেলতে পারেননি। রিহ্যাবের পাশাপাশি নিউ ইয়র্কে গিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিচ্ছেন। টেস্ট সিরিজের আগে চলতি মাসের শেষদিকে নিউ সাউথ ওয়েলসের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে শেফিল্ড শিল্ডে খেলার কথা। তার ওপরই পরিষ্কার হবে স্মিথকে নিউজিল্যান্ড সিরিজে পাওয়ার বিষয়টি।



ইপিএলে জয়ের খরা চাপ বাড়াচ্ছে মাইকেল ক্যারিকের।

দায়িত্ব ছাড়ার কথা ভাবছেন না ক্যারিক

লন্ডন, ৯ নভেম্বর : চূড়ান্ত হতশ্রী পারফরমেন্স। ফিফা উইন্ডোর আগেই ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে অবনমনের ঘেরাটোপে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড।

ঘরের মাঠে অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে ৪-৪ গোলে ড্র। টানা আট ম্যাচে জয়হীন লাল ম্যাঞ্চেস্টার। রুনো ফার্নান্ডেজদের ফুটবল দেখে বীতশ্রদ্ধ সমর্থকরা। কোচ মাইকেল ক্যারিককে সরানোর দাবিও জোরালো হয়েছে। জুলিয়ান নাগেলসম্যানদের মতো কোচের নামও ভেসে আসছে।

কিন্তু নিজে থেকে দায়িত্ব কি ছাড়বেন ক্যারিক? অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচের পর অবশ্য দায়িত্ব ছাড়ার জল্পনায় জল ঢেলেছেন ইউনাইটেড কোচ। বরং এখনও কোচ হিসেবে কাজ করে যাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী তিনি। ক্যারিকের কথায়, 'পদত্যাগের কোনও সম্ভাবনা নেই। ক্লাবকে কোন পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেই বিষয়ে আমার ধারণা পরিষ্কার। আমাদের কেবল ম্যাচ জিততে হবে।'

গত ৪০ বছরে প্রথমবার অগাস্ট মাসের পরে অবনমনের আওতায় পড়ে গিয়েছে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। ১৯৭৩-'৭৪ সালে শেষবার তারা দ্বিতীয় ডিভিশনে নেমে গিয়েছিল। অর্ধশতাব্দী আগের সেই স্মৃতি এখন তাড়া করছে ইউনাইটেডকে। যদিও ক্যারিক বলেছেন, 'এখন সবে নভেম্বর মাস। আমরা পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারি। কিছু ভুল শুধরে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।'

ক্লাব ক্রিকেট শুরু বৃহস্পতিবার

রায়গঞ্জ, ৯ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেট বৃহস্পতিবার শুরু হবে। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে সুপার ডিভিশনে মুখোমুখি হবে অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব এবং আইডলস ক্রিকেট ক্লাব। প্রতিযোগিতায় সুপার ডিভিশন ও প্রথম ডিভিশন মিলিয়ে ২০টি দল অংশ নেবে।

মুম্বইয়ের নেতৃত্বে স্কাই

মুম্বই, ৯ নভেম্বর : চমকপ্রদ পট পরিবর্তন!

কিছুদিন আগেও মনে করা হচ্ছিল, সূর্যকুমার যাদবের ক্রিকেট কেরিয়ার শেষ। টিম ইন্ডিয়া থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছেন। মুম্বইয়ের রনজি ট্রফি স্কোয়াডেও জায়গা হয়নি। অথচ স্কাই খেলতে চেয়েছিলেন।

এমন অবস্থায় আজ ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় উলটপুরাণ দেখল দুনিয়া। ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে আজ দল ঘোষণা করল মুম্বই। আর

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি

সেই দলের অধিনায়ক করে দেওয়া হল সূর্যকুমারকে। দল ঘোষণার পর মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমরা ঘোষণা করছি, আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০ প্রতিযোগিতায় মুম্বইয়ের অধিনায়ক করা হল সূর্যকুমার যাদবকে। ওর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা মুম্বই দলের সম্পদ হতে চলেছে।' নিজের রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন স্কাইও। সূর্যকুমার বলেছেন, 'মুম্বইকে নেতৃত্ব দিতে পারা সবসময় গর্বের। ফের সেই সুযোগ পেয়ে আমি গর্বিত। আমাদের দুর্দান্ত দলকে সাফল্যের দিশা দেখানোর চেষ্টা করতে হবে।'

আসন্ন মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতার লক্ষ্যে রীতিমতো শক্তিশালী দল গড়েছে মুম্বই। স্কাইকে অধিনায়ক করার পাশাপাশি দলে রয়েছেন অঙ্গকৃশ রঘুবংশী,



শামস মুলানি, সরফরাজ খান, শিবম দুবের মতো তারকারা। চোট সারিয়ে মুম্বই স্কোয়াডে ফিরেছেন অলরাউন্ডার শার্দূল ঠাকুরও। উল্লেখ্য, ১১ নভেম্বর কলকাতায় হাজির হচ্ছে মুম্বই দল। সূর্যকুমাররা মুস্তাক আলির প্রাথমিক পর্বের ম্যাচ খেলবেন কলকাতায়।



ব্যাটিং অনুশীলনে বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

রেঞ্জ হিটিংয়ে জোর বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : রনজি ট্রফির প্রাথমিক পর্ব আপাতত শেষ। মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে বাংলার হারের পর কেটে গিয়েছে কয়েকটি দিন। দরজায় কড়া নাড়ছে সর্বভারতীয় সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০। ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে মুস্তাক আলি ট্রফি। বুধবার মুম্বই রওনা হচ্ছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। তার আগে সোমবার সকালে ইডেন গার্ডেন্সে চূড়ান্ত পর্বের অনুশীলন শুরু করে দিল টিম বাংলা। সকালের অনুশীলনে মূলত রেঞ্জ হিটিংয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। লাল বলের ক্রিকেট থেকে সাদা বলে ফেরার আগে দলের ক্রিকেটারদের অবস্থা বুঝে নিয়েছেন কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। স্কোয়াডে থাকা ক্রিকেটারদের দুটি দলে ভাগ করে অনুশীলন ম্যাচও হয়েছে আজ। যদিও সেই ম্যাচের স্কোর আলাদাভাবে নথিভুক্ত হয়নি। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'অল্প সময়ের মধ্যে লাল বল থেকে সাদা বলের ক্রিকেটে ফিরতে হচ্ছে। এর মধ্যে যতটা প্রস্তুতি সম্ভব, সেটাই করছি আমরা।'

পিছিয়ে পড়েও জয় বার্সেলোনার

মাদ্রিদ, ৯ নভেম্বর : অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে পিছিয়ে থেকেও জয়। লা লিগায় খেতাবের লক্ষ্যে ছুটছে বার্সেলোনা।

গতকাল রিয়াল মাদ্রিদ ভ্যালেন্সিয়াকে হারিয়ে বার্সার সঙ্গে পয়েন্ট সমান করে ফেলেছিল। অ্যাটলেটিকোকে হারিয়ে পয়েন্টের ব্যবধানে ফের এগিয়ে গেল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। ম্যাচের ১০ মিনিটেই গোল হজম কাতালান ক্লাবটির। হুলিয়ান আলভারেজের ক্রস থেকে গোল করেন গিউলিয়ানো সিমিওনে। এরপর আলভারেজ সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে ব্যবধান বাড়তে পারত।

বার্সাকে ম্যাচে ফেরালেন ফেরমিন লোপেজ। ৪৫ মিনিটে পেদ্রির পাস থেকে গোল শোধ করেন তিনি। ৬৬ মিনিটে লামিনে ইয়ামালের পাস থেকে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে জয় নিশ্চিত করেন ফেরমিন। জয়ের পর বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, 'এই ধরনের ম্যাচ জেতার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। এই দলটাকে আমি বিশ্বাস করি। এই জয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে ট্রফি জেতার জন্য এখনও আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।' আপাতত অ্যাটলেটিকোকে হারিয়ে ১২ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে বার্সা। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।



জোড়া গোলের উল্লাস ফেরমিন লোপেজের।

সিরিজ হার বাংলাদেশের

সিলেট, ৯ নভেম্বর : তৌহিদ হৃদয়ের লড়াকু ৮২ রানের ইনিংসে শেষদিনে হার বাঁচাল বাংলাদেশ। তবে প্রথম টেস্ট জেতায় ২ ম্যাচের সিরিজ পকেটে পুরল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এই নিয়ে তারা টানা দুইটি টেস্ট সিরিজ জিতল বাংলাদেশে। সোমবার শুরুতে ১০ ওভারে দ্রুত ৫৩ রান তুলে ৩৯৮/৬ স্কোরে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেয় ক্যারিবিয়ানরা। জোমেল ওয়ারিকান (৪৪/৩) লাঞ্চের আগে তানজিদ হাসান তামিম (২১) ও নাজমুল হোসেন শান্তকে (১৪) আউট করে চাপ বাড়িয়েছিলেন বাংলাদেশের। হৃদয় ও মুশফিকুর রহিম (৪৯) এরপর তৃতীয় উইকেটে ১৩৫ রান যোগ করে চাপমুক্ত করেন বাংলাদেশকে। প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে তৌহিদ এক টেস্টে দ্বিশতরান ও অর্ধশতরান করলেন। নজির গড়লেন মুশফিকুরও। বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটার হিসেবে ৭ হাজার রানের মাইলস্টোনে পা রাখলেন তিনি। অন্যদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৯৯৪ সালের পর প্রথমবার টেস্ট সিরিজে অপরাজিত থেকে এক ক্যালেন্ডার বছর শেষ করল।

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

স্থানীয় ভারতীয়দের মাঠে আসতে অনুরোধ খালিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ নভেম্বর : ভারতীয় সময় বিকেলের দিকে যখন অকল্যান্ডে পৌঁছালেন অনিরুদ্ধ থাপা-বিশাল কেইথরা তখন অকল্যান্ডে রাত সাড়ে এগারোটা। তবে বেঙ্গালুরু থেকে কুয়ালা লামপুর হয়ে নিউজিল্যান্ডের মাটি ছোঁয়া পর্যন্ত সফর লম্বা হলেও কোনও সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়নি খালিদ জামিলের দলকে।

ক্রিকেটে নিয়মিত হলেও এই প্রথমবার ভারতীয় ফুটবল দল নিউজিল্যান্ড সফর করছে। পরপর দুটি ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবে ব্লু টাইগার্সরা। অকল্যান্ডে নামার পরে গোটা দলই অনুভব করে যে ওখানে এখন বেশ ঠান্ডা। তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রির আশপাশে। এই আবহাওয়া বেশ উপভোগই করেছেন ফুটবলাররা। দলসূত্রে খবর, ওই লম্বা সফরের পরেও তাই ফুটবলারদের মধ্যে ক্লান্তির ছাপ দেখা যায়নি। তবে সফর স্বস্তির হলেও আপাতত চোট-আঘাত ও দল গঠন নিয়ে যথেষ্ট অস্বস্তিতে খালিদ। আপুইয়া, সাহাল আব্দুল সামাদ, আনোয়ার আলি, এডমুন্ড লালরিনডিকারা



অকল্যান্ডে পৌঁছানোর পর মেহতাব সিং, অনিরুদ্ধ থাপা, মনবীর সিং ও বিশাল কেইথ।

চোটের তালিকায়। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সন্দেশ ঝিঙ্গানের পর গুরপ্রীত সিং সান্ধুকেও বাদ দিয়েছেন ভারতীয় দলের হেড কোচ। নেই রাহুল ভেকেও। ফলে ডিফেন্সে সেই অর্থে অভিজ্ঞ ফুটবলারই নেই। খালিদ অবশ্য আত্মবিশ্বাসী দল নিয়ে। এআইএফএফ মিডিয়ার মাধ্যমে তিনি বলেছেন, 'সফরে কোনও সমস্যা হয়নি। আবহাওয়ার সঙ্গে আমার ছেলেরা এরমধ্যেই মানিয়ে নিয়েছে। আমার ফুটবলাররাও সবাই ফিট। নিউজিল্যান্ডে খেলতে আসা আমাদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। ভালো কিছু করার দিকে তাকিয়ে আছি। আগামী দু'দিন ভালো প্রস্তুতি নেওয়াই এখন প্রধান লক্ষ্য।' মঙ্গলবার সকালে হোটেলেই কিছু শারীরিক সক্ষমতা এবং পরে নর্থ হারবার স্টেডিয়ামে অনুশীলনে নামবেন ফুটবলাররা। ১২ তারিখ ম্যাচ গো মিডিয়া স্টেডিয়ামে। ম্যাচের একদিন আগে ওখানেই অনুশীলন করবে দল।

নিউজিল্যান্ডে প্রচুর ভারতীয়র বাস। তাই খালিদ আগেভাগেই তাঁদের মাঠে এসে দলকে সমর্থন করার আবেদন জানিয়ে রাখলেন, 'এখানে প্রচুর ভারতীয় থাকেন। আমার অনুরোধ তাঁরা যেন মাঠে আসেন আমাদের সমর্থন করতে। ওঁদের সমর্থন আমাদের খুব দরকার। মাঠে আমরা নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।' শেষ তিন ম্যাচে পানামা, ব্রাজিল ও উরুগুয়ের মতো হেভিওয়েটদের বিপক্ষে খেলার পর ফের আরও একটি বিশ্বকাপে খেলা দেশের মুখোমুখি ভারত। তবে এবার দেশের বাইরে খেলতে হচ্ছে বলে চাপ আরও বেশি বলে মনে করেন খালিদ। ১২ তারিখ অকল্যান্ডে খেলে ১৫ নভেম্বরের ম্যাচ খেলতে ভারতীয় দলকে যেতে হবে ক্রাইস্টচার্চে।



নবোদিত সংঘে চলছে দাবা প্রতিযোগিতা। -রাহুল দেব

দাবায় প্রথম অয়ন্তিক

রায়গঞ্জ, ৯ নভেম্বর : জেলা দাবা সংস্থার পরিচালনায় ও নবোদিত সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত দাবায় সোমবার ওপেন বিভাগে প্রথম হয়েছেন অয়ন্তিক মণ্ডল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে অমিত হোড় এবং অভীক দত্ত। ছেলেদের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারী যথাক্রমে রাজর্ষি প্রামাণিক, আফিফ হোসেন ও শ্রাবণ দাস (অনূর্ধ্ব-১৪), অর্ণব মাহাতো, আরিশ হালদার ও সৃজন শিকদার (অনূর্ধ্ব-১০)। অনূর্ধ্ব-৭ ছেলেদের প্রথম অভিজ্ঞান পাল। দ্বিতীয় হয়েছে অভিনব পাল। মেয়েদের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম যথাক্রমে অনন্যা মাহাতো (অনূর্ধ্ব-১৪), সরোজিনী শিকদার (অনূর্ধ্ব-১০) এবং কিঞ্জরি পোদ্দার (অনূর্ধ্ব-৭)। প্রতিযোগিতায় ৭২ জন অংশ নিয়েছিল।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
কাইথাল-এর এক বাসিন্দা



তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81E 63699 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতাটা ছিল এক অপ্রত্যাশিত মুহূর্ত। আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। এই মুহূর্তটি আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের হবে এবং এই বড় জয় আমার আর্থিক অবস্থাকে আরও উন্নত করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।

হরিয়ানা, কাইথাল - এর একজন বাসিন্দা নানহা - কে 18.07.2026

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।